পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 248 Friday, 8 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৪৮ সংখ্যা ❋ ২২ শ্রাবণ ১৪৩২, শুক্রবার, ৮ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

না জেনে ফর্ম ফিলাপ করবেন না, ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়ে দেবে। মমতা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম ও বোলপুর, ৭ আগস্টঃ ভোটার লিস্ট ইস্যুতে ফের একবার রাজ্যবাসীকে সতর্ক করার চেষ্টা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়গ্রামের সভা থেকে তিনি বলেন, ''কেউ যদি ফর্ম ফিলাপ করতে বলে, না জেনে করবেন না। ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ হয়ে যেতে পারে।'' তাঁর সংযোজন, এইভাবে এনআরসি নোটিসও ধরিয়ে দেবে, কিন্তু রাজ্য সরকার তা মানবে না বলে আশ্বস্ত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ঝাড়গ্রামে সভা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানে থেকেই ফের একবার ভোটার লিস্ট, এনআরসি ইস্যুতে মুখ খোলেন তিনি। বিজেপি, নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে বলেন, ''আমি জানি না এটা আমার বলা ঠিক কিনা, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু এপিক কার্ড থাকলেই আর হবে না, নতুন করে নাম তোলার চক্রান্ত চলছে। কারণ নিয়ম পাল্টে দিয়েছে। ভোটার লিস্টে নাম আছে কিনা, আগে তালিকা দেখলেই হবে না। নতুন করে ক্রস চেক করতে হবে।'' এই ইস্যুতে নাম

না করে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতার প্রশ্ন - যারা আইন করছে তাদের সব নথি, তথ্য আছে তো? তাঁর কটাক্ষ, ''ওরা সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছে। তাঁরা কী করে বুঝবে খেটে খাওয়া মানুষের কথা?'' এর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ইস্যুতেও ফের এদিন সরব হন তিনি। আবারও প্রশ্ন করেন, ''বাংলা ভাষা বলে কোনও ভাষা না থাকলে কোন ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত লেখা?''

বিগত কয়েক মাসে একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষী মানুষের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। খোদ মুখ্যমন্ত্রীও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন, মিটিং-মিছিল করেছেন। ঝাড়গ্রামের সভা থেকেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বলেন, ''বাংলার প্রায় ২ হাজার মানুষের ওপর বাইরের রাজ্যে অত্যাচার হচ্ছে। বাংলায় কথা বললেই বলা হচ্ছে রোহিঙ্গা।'' মমতার অভিযোগ, ''এখন অত্যাচার চলছে আর ভোটের সময় এসে বলবে, টাকা নাও, ভোট দাও।'' এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমজনতাকে সতর্ক করে তিনি 'পরামর্শ' দেন - সব দেবেন নিজের ঠিকানা, ভাষা, অস্তিত্ব দেবেন না। তাহলে সব চলে যাবে। ঝাড়গ্রামের পর এদিন এসআইআর নিয়ে বীরভূমে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে ফের একবার সরব হলেন মমতা। সরকারি আধিকারিকদের সাসপেন্ড করার সুপারিশ নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন মমতা। নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই কোন আইনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা নিয়ে সরব হন তিনি।

'কঠিন মূল্য চোকাতে প্রস্তুত আছি', ট্রাম্পের হুমকির পাল্টা জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ রাতারাতি ভারতের উপরে ট্যারিফ দ্বিগুণ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চুপ করে রইলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। ট্রাম্পের ট্যারিফ হুঁশিয়ারির পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন, ''কৃষক ও

মৎসজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও সমঝোতা করা হবে না। কৃষকদের সুরক্ষার জন্য কঠিন মূল্য চোকাতে প্রস্তুত।'' এ দিন দিল্লির স্বামীনাথন সেন্টেনারি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ''কৃষকদের স্বার্থই আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত কখনও কৃষক, পশুপালক, মৎস্যজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করবে না। আমি জানি এর জন্য আমায় ব্যক্তিগতভাবে বড় মূল্য চোকাতে হবে, কিন্তু তার জন্য আমি প্রস্তুত। কৃষকদের, মৎস্যজীবীদের জন্য ভারত প্রস্তুত রয়েছে।'' প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারতের উপরে অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর জবাব বলেই মনে করা হচ্ছে। রাশিয়ার থেকে তেল ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য ভারতের উপরে প্রথমে ২৫ শতাংশ এবং গতকাল হঠাৎ তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করে দেন। ভারতও পাল্টা জবাব দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে 'অনায্য' বলে উল্লেখ করেছে। ভারত নিজের স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে।

এসআইআর বিতর্কের মাঝেই ২৯৩ টি বিধানসভায় ভোটার তালিকা প্রকাশ, বাদ গেল কেবল কুলপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ এসআইআর বিতর্কের মাঝেই রাজ্যের ২৪ জেলায় ২০০২-এর ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র কুলপি বাদে ২৯৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এসআইআর-এর আগে ওয়েবসাইটে সব তালিকা সাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। কুলপিতে ভোটার তালিকা পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত না পাওয়া গেলে ২০০৩ এর ড্রাফট ব্যবহার করবে কমিশন। গত ৫ তারিখ ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে থেকে ১০৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের ২০০২ সালের ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তখন চারটি বিধানসভার ভোটার তালিকা পাওয়া যাচ্ছিল না। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা একটি অর্থাৎ কুলপি ও বীরভূমের মুরারই, রামপুরহাট ও রাজনগর ছিল। এরপর ভোটার তালিকা খুঁজে বার করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেয়। বীরভূমের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা খুঁজে পাওয়া গেলেও, কুলপির তালিকা এখনও 'নিখোঁজ'। একান্তই যদি ২০০২ সালের সেই ভোটার তালিকা না পাওয়া যায়, তাহলে কী করবে নির্বাচন কমিশন? সেক্ষেত্রে ২০০৩ সালের খসড়া ভোটার তালিকার ওপর নির্ভর করবে নির্বাচন কমিশন। বিহার দিয়ে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। কমিশন পরে জানায়, শুধু বিহার নয়, অন্য রাজ্যগুলিতে হবে প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই খসড়া তালিকায় বিহারে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানেই কমিশন এই বিশেষ সমীক্ষা চালায়। শেষবার বাংলায় এসআইআর হয়েছিল ২০০২-২০০৪ সালের মধ্যে। ভোটার তালিকায় কারা মৃত, কারা ভুয়ো ভোটার, কারা বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন - এই সব কিছুই যাচাই করা হয় সমীক্ষায়।

'এক্তিয়ার বহির্ভূত', এবার কমিশনকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ ভোটার লিস্টে 'কারচুপি'র অভিযোগ। বারুইপুর পূর্ব ও ময়নার ইআরও-কে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। এবার কমিশনের নির্দেশ নিয়ে বিস্ফোরক তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, কমিশন এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে কাজ করছে। সরকারের কাজে বাধাদানেরও অভিযোগ তুললেন তিনি। বৃহস্পতিবার দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, ''নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব তখনই বর্তায়, যখন আদর্শ আচরণবিধি ঘোষণা হয়। তখন নির্বাচন কমিশন রাজ্যের প্রশাসন নিজের হাতে নিয়ে চালায়, যাতে নির্বাচনটা সুষ্ঠুভাবে হয়। নির্বাচনের ১০-১১ মাস সময় রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এখন যেটা করছে, সেটা তিন চার মাস আগে থেকেই শুরু করেছে।'' অভিষেক অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন রাজ্যকে কাজ করতে না দিয়ে বিজেপিকে বাড়তি সুযোগ করে দেবে বলে কাজ করছে। তাঁর কথায়, ''নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি এটা চাইছে, যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তাঁরা যাতে প্রত্যেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ

করতে না পারে। নির্বাচন কমিশন নির্লজ্জ ভূমিকায় নেমেছে। এটা এখন নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার নয়।'' অভিষেকের অভিযোগ, বিচারব্যবস্থাকেও ঠিক একই ভাবে কাজে লাগিয়েছিল বিজেপি। কথা প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ''২০২১ সাল থেকে আজকে পর্যন্ত- এই চার বছরের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চ থেকে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্র সরকার প্রভাব খাটিয়েছে, তা বাংলার মানুষ দেখেছে।'' ভোটের আগে এবার বিজেপি কমিশনকে কাজে লাগাচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ভোটার লিস্টে কারচুপির অভিযোগে, দুই ইআরও ও দুই এইআরও-কে সাসপেন্ড করেছে কমিশন। বারুইপুর পূর্ব ও ময়নার ইআরও-কে সাসপেন্ড করেছে কমিশন। সাসপেন্ড করা হয়েছে বারুইপুর পূর্বের ইআরও দেবত্তম দত্ত চৌধুরী এবং ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকারকে। পাশাপাশি সাসপেন্ড হয়েছেন বারুইপুর পূর্বের এইআরও তথাগত মণ্ডল ও ময়নার এইআরও সুদীপ্ত দাস। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। এই নিয়ে এমনিতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ''শাস্তি দেব না। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। জীবন দিয়ে রক্ষা করব।''

অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করুন
রাহুলকে হুঁশিয়ারি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির 'ভোটচুরি'র অভিযোগের জবাব দিল নির্বাচন কমিশন। কর্নাটক নিয়ে বিরোধী দলনেতার অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে কড়া মনোভাব দেখিয়েছে কমিশন। কংগ্রেস সাংসদকে একটি চিঠিতে কমিশন বলেছে, তিনি যদি ভোটারদের নাম, ঠিকানা ও পরিচয় নিয়ে রিগিংয়ের অভিযোগ তুলে থাকেন, তাহলে তিনি যেন তাতে হলফ করে সত্যি বলছি বলে স্বাক্ষর করে দেন এবং অভিযোগের প্রমাণ তালিকা কংগ্রেসের হাতে দেওয়া হয়েছিল ২০২৪ সালের নভেম্বর এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের তরফে তালিকা সম্পর্কিত কোনও আপত্তি বা আবেদন জমা পড়েনি কমিশনে। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, রাহুল গান্ধিকে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, কাদের ভুয়ো নাম রয়েছে, তার পার্ট নম্বর, সিরিয়াল নম্বর কত এবং তিনি এই বিবৃতি দিয়েছেন ব্যক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে। রাহুল গান্ধি যদি মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকেন, তাহলে

দাখিল করেন। অন্যথায় বিরোধী নেতা যেন তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন এবং জনতাকে বিভ্রান্ত না করেন। এর প্রত্যুত্তরে আবার রাহুল বলেছেন, তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা। প্রকাশ্যে যা বলে থাকেন, তা হলফ করে সত্যি কথাই ধরে নিতে হবে। ভারতের নির্বাচন কমিশন যদিও কোনও জবাব তলব করেনি। তবে কর্নাটকের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের দফতর থেকে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। তাতে আগামী ৮ আগস্ট রাহুলকে দেখা করার সময় দেওয়া হয়েছে। দুপুর ১টা থেকে ৩টের মধ্যে রাহুল সেখানে দেখা করতে পারবেন। চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কমিশন। তাঁর বিরুদ্ধে আরপি আইন, ১৯৫০-এর ৩১ নম্বর ধারা এবং আইজেসি ২০২৩-এর ২২৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হবে। এর জবাবে রাহুল বলেছেন, ''আমি আমার কোনও তথ্য দিইনি। এটা কমিশনেরই ডেটা বলছে। মজার বিষয় হল, কমিশন কিন্তু এই ডেটাকে খারিজ করে দেয়নি। ওরা একবারও বলছে না, রাহুল গান্ধি যে কথা বলছেন, তার সবটাই ভুল। কারণ আপনারা জানেন সত্যিটা কী! আপনারা এও জানেন যে, আমরা জেনে গিয়েছি এটা দেশজুড়ে করা হয়েছে।''

কলকাতা হেরিটেজ বিল্ডিং পুনঃর্বিন্যাস হচ্ছে। ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ বাম সরকারের আমলেই তৈরি হয়েছিল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সমস্ত পুরোনো বাড়ির হেরিটেজ বিল্ডিং। যদিও তা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। এবার তা নতুন করে তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পৌরসভা। দীর্ঘদিন ধরে হেরিটেজের তালিকা পুনর্মূল্যায়ন না-হওয়ায় বাম আমলে তৈরি তালিকায় ত্রুটি থাকলেও সেই সমস্যা নিয়ে চলতে হচ্ছে। তবে এবার নতুনভাবে ঝেড়ে বেছে নেওয়া হবে শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের তালিকা। সূত্রের খবর, নয়া তালিকা প্রস্তুতের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে শিবপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি) বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া। মূলত, তিনটি বিভাগে ভাগ করে ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের গুরুত্ব বিচার করে গ্রেড তৈরি করা হবে। কাঠামোগত ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশগত ঐতিহ্য-তালিকা তৈরিতে এই তিনটি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''সঠিক প্রক্রিয়ায় হেরিটেজের তালিকা প্রস্তুতের জন্য রাজ্যের বিশেষ তিন প্রতিষ্ঠান-আইআইইএসটি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইটি খড়গপুরের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে।'' এই প্রসঙ্গে পুরনিগমের এক কর্তা জানান, গ্রেড পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ হলে ১০ নম্বর প্রাপ্ত ভবন বা স্থাপত্যগুলিকে গ্রেড-১-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এরপর নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেড-২এ, ২বি এবং গ্রেড -৩ দেওয়া হবে। এই মূল্যায়নের ফলে নয়া তালিকা থেকে বেশকিছু ভবন সংযোজন এবং বিয়োজনও হতে পারে বলে জানান পুরনিগমের ওই কর্তা।

'রাজ্য নিজেই কনফিউশন তৈরি করে সুযোগ নিচ্ছে', ডিএ মামলায় কড়া পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ চলতি সপ্তাহেই শুরু হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি। আর সেই শুনানিতে ফের একবার প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রার পর্যবেক্ষণ, 'রাজ্য সরকার কনফিউশন তৈরি করে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে।' নিজেরাই সমস্যা তৈরি করে সেই সমস্যার সুবিধে নেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্যের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে রাজ্যকে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। ছ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে। তবে সেই সময়সীমার মধ্যে রাজ্য টাকা দিতে পারেনি। শীর্ষ আদালতের কাছ থেকে আরও ছ'মাস সময় চাওয়া হয়েছে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি মিশ্রা আরও

বলেন, ''কর্মীদের আর্থিক অবস্থার কথা ভাবতে হবে।'' শুনানি চলাকালীন আইনজীবী রউফ রহিম বলেন, ''কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি ছাড়াই রাজ্য সরকার তাদের খেয়াল খুশি মত ডিএ দিচ্ছে।'' আইনজীবীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই কড়া পর্যবেক্ষণ বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রার বেঞ্চের। রাজ্য আগেই জানিয়েছিল যে এত সংখ্যকর্মচারীর ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ দেওয়া সম্ভব নয়। এতে প্রচুর টাকা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ পুনর্বিবেচনারও আর্জি জানিয়েছিলেন রাজ্য। আগের শুনানিতে বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই মামলায় যে রায় দেওয়া হবে, তা সব রাজ্যকে প্রভাবিত করবে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর ক্ষেত্রে এই রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

'হেরেছে...হেরেছে...হেরেছে..., যতদিন বাঁচবেন ততদিন এটাই বাজাবো', মমতার পাল্টা শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ বাঙালি অস্মিতা রক্ষার ইস্যুতে সরব তৃণমূল। বুধবার ঝাড়গ্রামে পদযাত্রা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি পরিষ্কার জানান, যেদিন তিনি নিজে মনে করবেন সেদিন তাঁকে হঠানো যাবে। নচেত নয়। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যেরই পাল্টা কটাক্ষ করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজ শুভেন্দু বলেন, ''উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমি কোনও দিন না হারতে চাইলে হারি না। উনি তো আমার কাছে হেরেছেন। আমি ওঁকে বলছি আপনাকে আমি ভবানীপুরে হারাব। বিজেপি আমায় দাঁড় করালে আমি হারাব। তাঁর সংযোজন, অন্য যাঁকে দাঁড় করাবে তাঁকেও জেতানোর দায়িত্ব আমার। হেরেছে-হেরেছে-হেরেছে। যতদিন বাঁচবেন কানের কাছে এটাই বাজাব।'' উল্লেখ্য, ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্থা ইস্যুতে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব তৃণমূল। বুধবার ঝাড়গ্রামে 'ভাষা আন্দোলন'-র পদযাত্রা শেষে বিজেপিকে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়ান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন,''আজ বাংলা ভাষায় কথা বললে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশি বলা

হচ্ছে।'' সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কেউ ফোন করলেই জয় বাংলা বলবেন। গতকালের মিছিলে মমতার সঙ্গে দেখা যায় ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসদের। মিছিল শেষে পাঁচমাথা মোড়ে পথসভা করেন তিনি। নির্বাচনের আগে রাজ্যে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব ছাড়া জাতীয় নেতারাও আসবেন। বৃহস্পতিবার এক সভা থেকে এ কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, বিজেপি নেতৃত্ব যে সংকল্প পত্র দেবে, তা ৬ মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে। অন্য রাজ্যেও বিজেপি সংকল্প পূরণ করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শুভেন্দু উল্লেখ করেন, 'সরকার চালাচ্ছে আইপ্যাক।' এরপরই তিনি ইঙ্গিত দেন যে এক্স মাধ্যমে কিছু পোস্ট করতে চলেছেন তিনি। বিরোধী দলনেতা বলেন, ''কাল সকালে আমার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট দেখে নেবেন।'' কী পোস্ট, সেই বিষয়ে অবশ্য কিছু বলেননি তিনি। কমিশন রাজ্য সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর সুপারিশ করেছে। আর সেই নোটিস মানা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''এখন বিজেপিকে ছেড়ে নির্বাচন কমিশনকে ধরেছে। এরপর বলবে সংবিধানটাই খারাপ।'' এদিন রোহিঙ্গাদের বিরোধিতায় নতুন কর্মসূচির কথা বলেছেন শুভেন্দু। তিনি আরও বলেন, ''আমি লক্ষণ শেঠকে ক্যালেন্ডার করে দেওয়া লোক। গুনে গুনে জেলে ঢোকাবো। রোহিঙ্গাদের কোনও জায়গা নেই। কোচবিহারে যারা যার হামলা করেছে গুনে গুণে হিসেব নেবো। ওই বোতলে জল ছিলো না, ছিল পেট্রোল। তিন মিনিটেই দেশলাই দিয়ে জ্বলে যেত।'' সম্প্রতি কোচবিহারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীকে।

ওরা ওয়াইড বল মারলে আমি ছক্কা মারব না কেন! খেলা চলছে। জহর সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্টঃ রাজ্যের চার সরকারি অফিসারের বিরুদ্ধে এফআইআর করার সুপারিশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর সেই নোটিস আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি রাজ্যের কোনও সরকারি অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা হতে দেবেন না। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জহর সরকার জানিয়েছেন, আসলে মমতা এই বিষয়টাকে একটা ইস্যু করতে চাইছেন। কমিশন ওয়াইড বলে দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, সে ক্ষেত্রে কি রাজ্য সাসপেনশনে আপত্তি জানাতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন সিইও জহর সরকার উল্লেখ করেছেন, কমিশনের কাছে সংবিধানের আর্টিকেল ৩২৫, ৩২৬ অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতা আছে। তিনি জানিয়েছেন, মূলত, ভোটার লিস্ট বা ইলেকটোরাল রোল তৈরির সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে অফুরন্ত ক্ষমতা থাকে। আর নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীনও ক্ষমতা থাকে। সংবিধান অনুযায়ী কমিশন ঠিক করবে যে ভোট করা যায় কি না। ফলে, 'মানব না', এটা সরাসরি বলাটা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কী করতে পারে? জহর সরকারের মতে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের রিপোর্ট রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে। সেটা নিয়ে রাজ্য আইনি মতামত নিতে পারে ও তা কমিশনে জানাতে পারে। তা না করে এভাবে সরাসরি না বলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এটাকেই ইস্যু করছেন বলে মন্তব্য করেছেন জহর সরকার। তিনি বলেন, ''ওরা ওয়াইড বল মেরেছে, আমি কেন ছক্কা মারব না! এরকম একটা খেলা চলছে।''

জন্মদিবসে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমের পাতায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আধুনিক বাংলার শিল্পকলার পথিকৃ ও আমাদের নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা অবনীন্দ্র ঠাকুরের জন্মদিনে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। স্বদেশী ঐতিহ্য ও নিজস্বতার উপর ভিত্তি করে তিনি 'বেঙ্গল স্কুল' - এর মাধ্যমে ভারতীয় চিত্রকলায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর ভারতমাতার ছবি সারা দেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। শুধু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথই নয়, সাহিত্যিক অবনীঃদ্রনাথও বাঙালির বড় প্রিয়। 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী' এবং 'বুড়ো আংলা' - র মতো রচনা আজও আমাদের শৈশবের অমূল্য সম্পদ।

সামান্য একটা ভুল নাকি সচেতন ভাবে করা, প্রশ্ন শিল্পী অনুপম রায়ের

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃএটা কি সামান্য একটা ভুল নাকি সচেতন ভাবে করা একটি ভুল? বাংলা-বাংলাদেশি ভাষাবিতর্কে এক্সবার্তায় এই প্রশ্ন তুললেন বিশিষ্ট শিল্পী অনুপম রায়।তিনি সদ্যপ্রয়াত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গানের পংক্তি স্মরণ করে লিখেছেন, মনে রাখবেন, আমি বাংলায় গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই।এই পোস্টের সঙ্গে অনুপম যুক্ত করেছেন বঙ্গভবনের ওসি-কে উদ্দেশ করে লোদী কলোনীর ওসি-র লেখা চিঠি। তাতে বিতর্কিত লাইনগুলো চিহ্নিত করা।

দেশের দীর্ঘ সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন অমিত শাহ, ছাড়িয়ে গেলেন আডবাণীর রেকর্ডকে

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের কেন্দ্রীয়স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন অমিত শাহ। ৩০ মে, ২০১৯ তারিখে দাযিত্বভার গ্রহণের পর থেকে ২,২৫৮ দিন ধরে তিনি বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীর আগের রেকর্ডটি ছাড়িয়ে গেছেন। অমিত শাহের মেয়াদ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা গোবিন্দ বল্লভ পন্তকেও ছাড়িয়ে গেছে, বর্তমান জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে অমিত শাহের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।কাকতালীয়ভাবে, অমিত শাহ ৫ আগস্ট এই মাইলফলক অর্জন করেছেন, যেদিন তিনি ২০১৯ সালে সংসদে ৩৭০ ধারা বাতিলের ঘোষণা করেছিলেন, যার ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা শেষ হয়ে গিয়েছিল। অমিত শাহের আগে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘতম মেয়াদে দাযিত্ব পালনকারী নেতাদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা গোবিন্দ বল্লভ পন্ত এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দাখিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত এবং নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। গত মাসে উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে জগদীপ ধনখড়ের পদত্যাগের পর এই নির্বাচন বাধ্যতামূলক হয়ে প।ছে। এটি হবে ১৭-তম উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি ইলেক্টোরাল কলেজ দ্বারা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।বিজ্ঞপ্তি

কৃষকদের শক্তিকে দেশের অগ্রগতির ভীত বিবেচনা করে আমাদের সরকারঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ কৃষকদের শক্তিকে দেশের অগ্রগতির ভীত হিসেবে বিবেচনা করে আমাদের সরকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের কাছে, আমাদের কৃষকদের কল্যাণই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ভারত কখনও কৃষক, পশুপালক ও মস্যজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃহস্পতিবার সকালে নতুন দিল্লিতে এম.এস. স্বামীনাথন শতবর্ষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও।অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন যাদের অবদান কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়কাল অথবা কোনও একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। অধ্যাপক এম.এস. স্বামীনাথন ছিলেন এমনই একজন মহান বিজ্ঞানী, ভারতমাতার সন্তান। তিনি বিজ্ঞানকে জনসেবার মাধ্যম করে তুলেছিলেন। তিনি দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য করে তুলেছিলেন। তিনি সেই চেতনা জাগ্রত করেছিলেন যা আগামী শতাব্দী ধরে ভারতের নীতি এবং অগ্রাধিকারগুলিকে পরিচালিত করবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন ভারত বিশ্বের এক নম্বর দুধ, ডাল এবং পাট উপাদনকারী দেশ। চাল, গম এবং তুলা উৎপাদনেও ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উপাদনকারী দেশ। গত বছর, ভারত সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য উৎপাদন রেকর্ড করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, কৃষিকাজে ব্যয় হ্রাস এবং আয়ের নতুন উৎস তৈরির লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সরকার কৃষকদের শক্তিকে দেশের অগ্রগতির ভীত হিসেবে বিবেচনা করেছে। সেই কারণেই বিগত বছরগুলিতে প্রণীত নীতিগুলি কেবল সাহায্যের জন্য ছিল না, বরং কৃষকদের আস্থা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও ছিল।অন্যদিকে পিএম ফসল বীমা যোজনা কৃষকদের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিয়েছে। এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, পিএম কিষাণ সম্মান নিধির সরাসরি সহায়তা ক্ষুদ্র কৃষকদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। এই প্রকল্প কৃষকদের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। ১০ হাজার এফপিও তৈরির ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সমবায় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক সহায়তা গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। ই-ন্যামের কারণে কৃষকদের তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা সহজ হয়ে উঠেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃহস্পতিবার সকালে নতুন দিল্লিতে এম.এস. স্বামীনাথন শতবর্ষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। আমাদের যতটা সম্ভব জলবায়ু-সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে। আমাদের তাপ-প্রতিরোধী ফসলের উপর মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের সাশ্রয়ী মূল্যের মাটি পরীক্ষার সরঞ্জামও প্রয়োজন।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী ধন ধান্য যোজনাও অনুমোদিত হয়েছে। এর আওতায় ১০০টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। এখানে সুযোগ-সুবিধা প্রদান, কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন আস্থা তৈরি হচ্ছে।

স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে রাখি উৎসব উদযাপন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃস্কুলপড়ুয়াদের সঙ্গে রাখি উসব উদযাপন করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। বৃহস্পতিবার সকালে নতুন দিল্লির সিভিল লাইনসের মুখ্যমন্ত্রী জনসেবা সদনে স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উদযাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, ভাই-বোনের মধ্যে পবিত্র বন্ধন, তাদের স্নেহ, ভালোবাসা এবং একে অপরকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতির প্রতীক, এই রাখি বন্ধন আমার জন্য সত্যিই বিশেষ।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আরও বলেন, দিল্লির উন্নয়ন, দিল্লির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভালোবাসায় ভরা উপহার হিসেবে দিল্লিকে উপহার দেওয়া, দিল্লিকে পরিষ্কার, সবুজ এবং সুরক্ষিত রাখা আমার দাযিত্ব। রেখা গুপ্তা বলেছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি আমার প্রথম রাখি বন্ধন। দিল্লিকে আরও পরিষ্কার এবং সবুজ পরিবেশ দেওয়া আমার দাযিত্ব। বোনেরা সুখী থাকুক এবং ভাইয়েরা উন্নতি করতে থাকুক। আমাদের সকলের উচিত বিকশিত দিল্লির জন্য কাজ করা।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আরও একবার বঞ্চনা নিয়ে সুর চড়ালেন অভিষেক

কলকাতা, ৭ আগস্ট,ঃ নির্বাচন কমিশনকে আরও একবার একহাত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির নির্দেশে কমিশন কাজ করছে বলে তোপও দাগেন তিনি।বিহারে এসআইআর আবহে রাজ্যের বিএলওদের প্রশিক্ষণ নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। তারই মাঝে আবার দুই অফিসারকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সাসপেন্ড করেছে। রাজ্যে এই পরিস্থিতিতে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা হিসাবে বৃহস্পতিবার দাযিত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দিল্লি যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনকে ঝাঁঝালো আক্রমণ করেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ।তিনি বলেন, আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন চালায়। যাতে নির্বাচন স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়। এক-দেড় বছর আগে থেকে এসব কী হচ্ছে? সরকারকে কাজ করতে না দিয়ে বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা। প্রকৃত ভোটার যাতে ভোট দিতে না পারে, ভোটাধিকার কাড়তে নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করছে কমিশন।অভিষেকের দাবি, তারা রাজ্য সরকারকে জানাতে পারে। কারও নাম কাটতে পারে না। কারণ, ২০২১ সালে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিয়ে এসেছে। কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা কেন্দ্র সরকারের প্রতি নয়।

ধ্বংসস্তূপে ধসে পড়া জীবন, উত্তরকাশীতে যুদ্ধকালীন উদ্ধারযজ্ঞে মানবিকতার নিদর্শন

উত্তরকাশীঃউত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার দুর্যোগ যেন এক বিভীষিকাময় অধ্যায় হয়ে উঠেছে পাহাড়ি রাজ্যের ইতিহাসে। প্রবল বর্ষণের পর মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং পরবর্তী ধসের কারণে অচল হয়ে পড়েছে সমগ্র উত্তরকাশী। বহু মানুষ আটকে পড়েছেন দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়। তাঁদের কাছে পৌঁছনো যাচ্ছে না সড়কপথে, কারণ রাস্তাগুলি কাদামাটি আর পাথরে ভরে গিয়েছে, কিছু জায়গায় রাস্তা পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে নদীতে। এই অবস্থায় একমাত্র ভরসা হয়েছে আকাশপথ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধার কাজ। হেলিকপ্টারের সাহায্যে দুর্গতদের স্থানান্তরিত করা হচ্ছে এবং খাদ্য, জল, ওষুধ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।ধারালি, যা উত্তরকাশীর একটি জনবসতিপূর্ণ এলাকা, সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই দুর্যোগে। এখানেই পাহাড় ভেঙে পড়েছে, গাছ উপড়ে গিয়েছে, নদীর জলধারা বদলে গিয়ে জনপদে ঢুকে পড়েছে। মানুষ ঘর ছেড়ে পাহাড়ের ওপরে আশ্রয় নিযেছেন। বাচ্চা, বৃদ্ধ, রোগী- সকলেই চরম দু ঃখকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। কেউ একটুকরো শুকনো খাবারের জন্য অপেক্ষা করছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আবার কেউ বা নিজের পরিবারের নিখোঁজ সদস্যের খোঁজে দিশেহারা হয়ে উঠেছেন।এমন অবস্থায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তরফে একযোগে তপরতা শুরু হযেছে। উত্তরাখণ্ড রাজ্য সরকার, সেনাবাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF), ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (ITBP), রাজ্য বিপযয় মোকাবিলা বাহিনী , উত্তরাখণ্ড পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিশাল উদ্ধার বাহিনী। তাদের একটাই লক্ষ্য- যত দ্রুত সম্ভব দুর্গতদের উদ্ধার করা, এবং প্রয়োজনীয় রসদ পৌঁছে দেওয়া।-এর ডিআইজি গম্ভীর সিং চৌহান জানিয়েছেন, আমাদের চারটি দল তৈরি আছে উদ্ধারকাজের জন্য। কিন্তু সমস্ত রাস্তা বন্ধ, ধ্বংসস্তূপে ভর্তি, ফলে গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হেলিকপ্টার ব্যবহার করে গতকাল আমরা ৩৫ জন উদ্ধারকর্মীকে ধারালিতে নামাতে পেরেছি। এখন যতক্ষণ আবহাওয়া অনুমতি দেয়, আমরা উদ্ধারকারী দল, ত্রাণসামগ্রী এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সেখানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। অনেকটা এলাকায় মোবাইল সিগন্যাল নেই, তাই স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে যোগাযোগ করা হচ্ছে।একের পর এক ধসের ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অনেক গ্রাম সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিছু মানুষ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কেউ বা খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হেলিকপ্টার দেখার আশায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তিন দিন ধরে কিছু খেতে পাননি। জলাভাব, ওষুধের অভাব আর প্রবল ঠান্ডা মিলে বহু অসুস্থ মানুষের অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়েছে।একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা জানিয়েছেন এক উদ্ধারকর্মী। এক বৃদ্ধা, যাঁর ছেলে তিনদিন আগে ধসের সময় নিখোঁজ হয়ে যান, এখনো পাহাড়ের ধারে বসে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি বলছেন, আমার ছেলে আমাকে বলেছিল একটু জল আনতে যাচ্ছি, তারপর থেকে আর ফিরল না। আমি এখানেই থাকব, যদি ও ফেরে এই বৃদ্ধার মতো আরও অনেক পরিবার তাঁদের প্রিয়জনের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছেন।উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ধারালির পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিনিয়ত খোঁজ নিচ্ছেন। তিনি শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। হেলিকপ্টার উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করতে হবে। বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, জল এবং খাদ্য সরবরাহ যত দ্রুত সম্ভব পুনর্ব্যবস্থাপনা করতে হবে।্তিনি আরও বলেন, মানুষ যেন দ্রুত সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছতে পারেন, সেই চেষ্টা চলছে। আমাদের বাহিনী এবং কর্মীরা ২৪ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।এদিকে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী আরও দু-তিন দিন ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পূর্বাভাস প্রশাসনের চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন করে ধস নামতে পারে, নদীতে জলস্তর বেড়ে আবার বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার এখন মানবিক সহানুভূতি এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সেনা, পুলিশ, প্রশাসন, উদ্ধারকর্মী- সবাই যেন একসঙ্গে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন বিপদের মুখোমুখি হয়ে। তাঁদের অনেকেই নিজের ঘরে না ফিরে, পরিবারের খোঁজ না নিয়ে, নিরলসভাবে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন।এক উদ্ধারকর্মী বলেন, যখন একজন বৃদ্ধা আমাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'মেয়ে বেঁচে আছে শুধু তোমাদের জন্য', তখনই বোঝা যায় এই কাজটা কেমন অমূল্য। আমরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষ বাঁচানোই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য।উদ্ধার কাজে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পরিকাঠামোগত সমস্যা। অধিকাংশ রাস্তা ভেঙে গিয়েছে, কোনও জায়গায় বিদ্যুৎ নেই, আবার কোথাও কোথাও নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন। ফলে উদ্ধারকারী দলকে শুধু আবহাওয়ার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে না, বরং প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গেও।তবে এই চরম দুর্দশার মধ্যেও উঠে এসেছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অসাধারণ নজির। স্থানীয় বাসিন্দারাও হাত লাগিয়েছেন উদ্ধারকাজে। কোথাও তাঁরা পাহাড়ি পথ চিনিয়ে দিচ্ছেন বাহিনীকে, আবার কোথাও নিজের অল্প খাবারটুকুও ভাগ করে দিচ্ছেন অন্যদের সঙ্গে। এই মানবিকতার আলোর রেখাই যেন এই বিপর্যয়ের আঁধার ছিন্ন করে আশার আলো দেখাচ্ছে।এই ঘটনার পর রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের তরফে ভবিষ্যতের জন্য কিছু স্থায়ী পদক্ষেপের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে। যেমন দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে আগে থেকেই বিপযয মোকাবিলা বাহিনীর ইউনিট গঠন, পর্যাপ্ত স্যাটেলাইট ফোন সরবরাহ, হেলিপ্যাড উন্নয়ন, পর্যাপ্ত জেনারেটর, খাদ্য এবং ওষুধের মজুত রাখা ইত্যাদি।পরিবেশবিদদের মতে, উত্তরকাশী এবং সংলগ্ন এলাকায লাগাতার নির্মাণকাজ, পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি, বৃক্ষচ্ছেদন ও অবাধ পর্যটনই এই ধরনের দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন, পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা ছাড়া পাহাড়ি এলাকায় উন্নয়নের কথা ভাবা উচিত নয়।এই মুহূর্তে, উত্তরকাশী যেন প্রকৃতির রোষানলে ক্ষতবিক্ষত এক জনপদ, যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার লড়াই লড়ছে রোজ। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর সম্মিলিত চেষ্টায় হয়তো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি। কিন্তু এই বিপর্যয় মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতির কাছে আমরা কতটাই না ক্ষুদ্র, এবং মানবিকতাই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শক্তি।উত্তরকাশীর ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে উঠে আসা প্রতিটি করুণ কাহিনি আমাদের শেখায, দুর্যোগে যেমন নেমে আসে অন্ধকার, তেমনই জন্ম নেয় আলো। উদ্ধারকর্মীর ক্লান্ত চোখের কোণেই লুকিয়ে থাকে হাজার প্রাণ রক্ষার পরম তৃপ্তি। আর সেই মানুষগুলো, যারা বেঁচে ফিরে এসেছে বা কাউকে বাঁচাতে পেরেছে, তারাই হয়ে উঠেছে আজকের সত্যিকারের নায়ক।

এসআইআর ইস্যুতে সংসদ উত্তালই, মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন

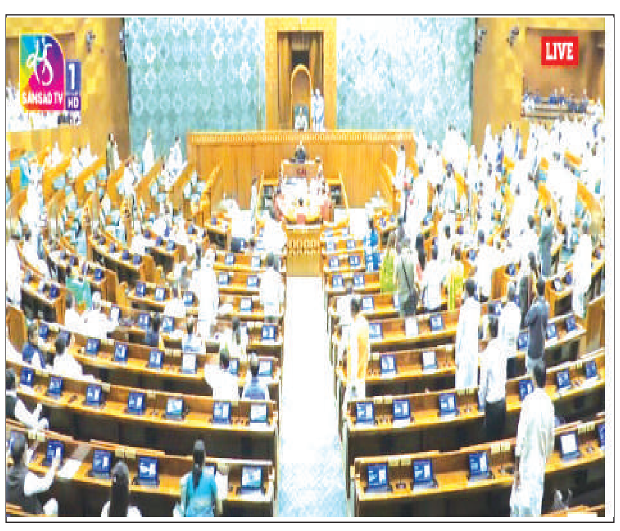

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃসংসদে শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এসআইআর-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টগোলের কারণে বৃহস্পতিবারও মুলতুবি হল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। লোকসভার অধিবেশন দুপুর বারোটা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।বৃহস্পতিবারও সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এসআইআর-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধীরা। এই ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান তাঁরা। এদিন লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল হট্টগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। আর রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে দুপুর দুটো পর্যন্ত।

বিদেশ নীতি নিয়ে তোপ সপা প্রধান অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে আপস নয়, প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি ভারতের বিদেশ নীতিরও সমালোচনা করেছেন। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেছেন, বিজেপির ১০ বছর আগেই এটা ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, আমাদের কৃষকদের, কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্যের স্বার্থ নিয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকা উচিত এবং আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের দেশ কোন দিকে যাচ্ছে? যারা দাবি করেছিলেন, বিশ্বের প্রতিটি দেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে এবং এমন কোনও দেশ নেই যেখানে ভারত এবং ভারতীয়দের সম্মান করা হয় না, সরকারের এখনকার এই বক্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। আমরা আমাদের বিদেশ নীতিতে একেবারেই ব্যর্থ। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা আমাদের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে পারিনি। যুবকরা বেকার। আমাদের দেশ, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের কৃষক এবং আমাদের যুবসমাজ বিপদের মধ্যে রয়েছে।রাশিয়ার তেল ক্রয়ের উপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শুল্ক আরোপের বিষয়ে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব বলেছেন, আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্কগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমাদের কাজ করা দরকার। এই সরকারের ১১ বছর পর, সরকার কেন এই সব বলছে?

এসআইআর ইস্যুতে বিক্ষোভ বিরোধীদের, বৃহস্পতিতেও ধর্না তৃণমূল সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ঃ বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধনী (এসআইআর)-র বিরোধিতায় বৃহস্পতিবারও সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে বিরোধী সাংসদরা ধর্না দেন, পাশাপাশি সংসদে এই বিষয়ে আলোচনার দাবি জানান তাঁরা। সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ বিক্ষোভে শামিল হন।বিহারে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা বলেন, আমরা বারবার বলছি, বিহারে এসআইআর হচ্ছে। তারা (বিরোধীরা) দিল্লিতে হট্টগোল করছে, কিন্তু বিহারে এর কোনও প্রভাব নেই। নির্বাচন কমিশন বিহারে এসআইআর-এর কাজ খুব ভালোভাবে করেছে।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা এদিনও সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বাংলার অপমান মানছি না, মানবো না এই স্লোগানে ধর্না দেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। সাগরিকা ঘোষ, মালা রায়, দোলা সেন, জুন মালিয়া প্রমুখ সাংসদরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন।

জমা পড়েনি একটিও অভিযোগ বা আপত্তি, এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন

পাটনা, ৭ আগস্ট ঃবিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধনী (এসআইআর) শেষ। প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। আশঙ্কা ছিল, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই আপত্তির ঝড় উঠবে, বিক্ষোভ-প্রতিবাদ হতে পারে। তবে তেমনটা কিছুই হয়নি। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেলেও বিহারে কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে একটিও অভিযোগ জমা পড়েনি বলে দাবি নির্বাচন কমিশনের।বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত, কোনও রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে একটিও দাবি অথবা আপত্তি জমা প।নেনি। নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, ১ আগস্ট (বিকেল ৩টে) থেকে ৭ আগস্ট (সকাল ১০টা) পর্যন্ত, কোনও রাজনৈতিক দল ভোটারদের নাম সংযোজন অথবা বাদ দেওয়ার বিষয়ে কোনও দাবি কিংবা আপত্তি দাখিল করেনি। নিয়ম অনুসারে, ৭ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট ইআরওএইআরও দ্বারা দাবি এবং আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে।

এন্টালিতে ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ

কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ মুচিপাড়া, জানবাজারের পর এবার এন্টালিতে ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে। এলাকায় পৌঁছেছে এন্টালি থানার পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর।জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালির ১ নম্বর অনরাইট লেনে। এলাকাবাসীর দাবি, এদিন সকাল দশটা নাগাদ ওই বিপজ্জনক বাড়িটির বারান্দায় গিয়েছিলেন এক বৃদ্ধা। আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সেই বাড়ির বারাঃদা। গুরুতর চোট পান বৃদ্ধা। তবে তিনি একাই নন, ওই

রাশিফল

মেষঃআপনি অপার্থিব ও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং আজকে আপনি এটির চর্চা করবেন। কিন্তু যা শিখবেন তা শুধুই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। প্রেম জীবনে যেসকল প্রশ্নগুলি আপনাকে বিব্রত করছে, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও হয়তো সেগুলির উত্তর পাবেন না।
বৃষঃআজকে আপনার বেশি আবেগপ্রবণ ও আকুল হয়ে প।র সম্ভাবনা আছে। যদি হৃদয়ের থেকে যুক্তি বেশি প্রাধান্য পায়, তাহলে দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত পরিস্থিতি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার চরিত্রের আবেগপ্রবণ
মিথুনঃসাংসারিক বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে আপনার ইচ্ছা করবে না, কাজেই প্রেমের জীবন একঘেয়ে মনে হতে পারে। আপনার সঙ্গীকে তুষ্ট করে এমন কাজে যোগদান করুন।
কর্কটঃপ্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রূটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে।
সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।
কন্যাঃ যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল
তুলাঃপরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে
বৃশ্চিকঃআপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে
ধনুঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।
মকরঃ সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।
কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।
মীনঃস্থায়িত্ব আজকে আপনার মূল চিন্তার বিষয়। আপনার প্রিয়তমকে নিয়ে আপনি একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। আপনার প্রত্যাশা খুব বেশি কিন্তু সঙ্গীর থেকে আপনি সেই আনুগত্য পাচ্ছেন না। আপনার চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করলে জীবনের পথে এগোতে সুবিধা হবে। ভাগ্য আজ আপনার

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ১১আগষ্ট, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মৎস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার- সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল থেকে ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

টানা বর্ষণে কলকাতায় ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ, আহত দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা্‌ ৭ আগস্ট ২০২৫ ঃ শহরের মেঝে থেকে মেঝে ছুঁয়ে ওঠা দিনের অটল গতি ভায়োলিনের সুরের মতোই, ঠিক তেমনি অটল। কিন্তু সেই অটলতাও ভাঙে; টানা বর্ষণে, পুরনো কাঠামোর দুর্বলতায়, নাগরিক নিরাপত্তার অনাদরে। আজ দুপুরে এন্টালি থানার সুরেশ সরকার রোডে এমনই এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী হয় কলকাতা একটি একপ্রাচীন, জীর্ণ ভবনের একাংশ হঠাৎ ভেঙে পড়ল। ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে; যে দুই ব্যক্তি আঘাত পান, তাদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়, তবে গুরুতর আঘাত নয় বলে খবর এসেছে। শুধু এন্টালি নয়, গত দুই সপ্তাহে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে একই কাহিনী বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। একাধিক পুরনো বাড়ির ছাউনি বা একটি অংশ হঠাৎ ধসে পড়ছে, জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে একের পর এক। উত্তর কলকাতার কাঁকুড়গাছি থেকে শুরু করে বেলেঘাটা, পার্ক সার্কাস; শহরের শিল্পজীবনের নিপাট ছোঁয়া ছড়িয়ে থাকা এমন কয়েকটি এলাকায় এই ধরনের ঘটনাবলি বেড়েছে। 'তবে কেএমসি-র নজরদারি সম্প্রতি কিছুটা জোরদার করা হয়েছে,' বলে যুক্তির আড়ালে যাওয়া আর আইন-প্রয়োগ-ব্যবস্থার ফাঁকফোকর নিয়ে ভাবনার সূচনা হয়। এর মাঝে ম্যানিকতলা মেইন রোডে; এক প্রাচীন দুইতলা ভবনের পিছনের অংশ ধসে পড়ায় পাঁচ জন আহত হন, যার মধ্যে দু'জন শিশু। এই ভবনটি কেএমসি কর্তৃক ইতিমধ্যেই 'হাজারের ডজন' বিপজ্জনক তালিকাভুক্ত ছিল; যা নির্দেশ করে, বহুতল ও একাংশ ভেঙে পড়া শহরের জন্য শারীরিক আঘাতের পাশাপাশি স্মৃতির মর্মর; সেই পুরনো জীবনের অবশিষ্টাংশও ঝুঁকি গ্রহণে অবতীর্ণ। বিধ্বস্ত ঘরগুলো যেন অতীত থেকে বর্তমানের মাঝে টান; যা কখনোই সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না। এই প্রবাহে এন্টালি ঘটনার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট দীর্ঘ বৃষ্টি, পুরনো নির্মাণশৈলী; চুন ও ইটের মিশেলে তৈরি; যা দিনের শেষে মেঘের অমায়িক স্পর্শেই ভেঙে পড়ে। ঘনজ্যোতি আর সূর্যের হঠাৎ আলো, জলরসের চক্র, বিলম্বিত সংস্কারের দায়;সব মিলিয়ে ভয়ংকর দিক দ্বারা পরিপূর্ণ। কেএমসি জানিয়েছে, পুরনো ভবনগুলোর একটি তালিকা তৈরি চলছে এবং পর্যায়ক্রমে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নদীর মতো মহানগর কলকাতাও অর্জিত ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মোহে বিপর্যয়ের দু'পাশে দোলাচ্ছে। ঐতিহাসিক শ্রেণিতে থাকা অনেক ভবন সংস্কারের জন্য হেরিটেজ হ্যানেসেলর অনুমোদন পেতে যায় তত সহজ নয়; প্রস্তুতি ও মনোনয়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘ, বিচারপ্রক্রিয়া ধীর। অন্যদিকে, যেসব মালিক নিজেদের বাড়ি বা ভবন সংস্কারের দায়িত্ব না নিয়ে সরকারী পদক্ষেপের অপেক্ষা করেন, মুহূর্তের ব্যবধানেই সেই অপেক্ষা বিপদের জন্ম দেয়। এ পরিস্থিতি যে শুধু এন্টালি বা বোল্ডবাজার-মানিকতলা নয়, বরং শহর জোড়া একটি প্রবণতার প্রতিফলন, তা স্পষ্ট। স্বস্তির কথা হলো, কেএমসি আজ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝছে। 'পুরনো ৩০০টি বিল্ডিং সর্তক নির্দেশনায় রয়েছে এবং জরুরী সংস্কারের জন্য মালিকদের আউটলাইন দেওয়া হয়েছে, না হলে ধ্বংসকাল শুরু হবে,' এমন একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। তবে, এ গল্প কেবল কাঠামোগত নিরাপত্তার নয়; এটি শহরের অধরা স্মৃতি, বদলে যাওয়া জীবিত জীবনের প্রতিফলন। এন্টালি থেকে কাঁকুড়গাছি, বেলেঘাটা থেকে পার্ক সার্কাস; শহরটির পুরোনো কোণগুলো আঙ্খ জো আমাদের বলছে, 'নিঃশব্দ অবহেলা যত বড়, নিরাপত্তা ফেরাতে ততটাই সময়সাপেক্ষ।' আজকের ঘটনার আলোযন্ত্রে সে আহ্বান আরও বিশুদ্ধ। ঢাকা বর্ষা, ভাঙা তাঁবুর নিচে আতঙ্ক;এটাই বর্তমান কলকাতার নিঃস্বরণ।

পালিত মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ৮৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস

দুরন্তবার্তা, পূর্বস্থলী প্রসেনজিৎ দেবনাথ ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আজ তার ৮৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দঘন পরিবেশে। ১৯৪০ সালের এই দিনেই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সেই স্মৃতিবিজড়িত দিনে আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বার হয়, যাতে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকগণ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে গান, নাটক, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে ছোটো ছোটো শিক্ষার্থীরা তুলে ধরে তাদের প্রতিভা। অনুষ্ঠানে ছিল বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও, যা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণকাঙ্খ ন্ত কীর্তনীয়া, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকার, বিদ্যালয়ের সভাপতি গোলাম নবী শেখ, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক এবং অভিভাবকবৃন্দ। আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় যাঁরা এই বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেছিলেন, তাঁদের। তাঁদের নামাঙ্কিত একটি স্মারক ফলক আজ বিদ্যালয় চত্বরে স্থাপন করা হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।এছাড়াও আজকের অনুষ্ঠানে একটি অভিনব উদ্যোগের সূচনা হয় , ত্বই গ্রামদ নামক একটি প্রকল্প। এলাকার এক বিশেষ চায়ের দোকানে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়, যেখানে স্থানীয় মানুষজন চা খেতে খেতে বই পড়বেন, খবরের কাগজ পড়বেন ও সামাজিক আলোচনায় অংশগ গ্রহণ করবেন। এই অভিনব চিন্তাধারা গ গ্রামীণ জনজীবনে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি চায়ের আড্ডক্ষ াকে আরও অর্থবহ করে তুলবে বলেই মনে করছেন সকলে।সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান শুধু আনন্দ আর উৎসবের বার্তা বহন করেনি, বরং শিক্ষার মূল্য, ঐতিহ্য রক্ষা এবং সামাজিক বন্ধনকে আরও মজবুত করার দিশাও দেখিয়েছে। মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এই দীর্ঘ পথচলার সাক্ষী হয়ে আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকল সকলের কাছে।

আমেরিকার নতুন শুল্কনীতি ও ভারত-মার্কিন সম্পর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনায় ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক বেশ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছিলেন বিশ্বের প্রথম কয়েকজন নেতার একজন, যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ওয়াশিংটন সফর করেন। সেখানে ট্রাম্প মোদিকে বলেন 'প্রিয় বন্ধু'। দুই দেশ ঘোষণা দেয়, তারা ২০৩০ সালের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে। কিন্তু এই সফরের ছয় মাসও পেরোয়নি, সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যে ট্রাম্প এখন মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। এছাড়া, ভারত ব্রিকস সদস্য হওয়ার কারণে আরও ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি আগেই দিয়েছিলেন তিনি। ওই জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলো চীন, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথমে ট্রাম্প ২৫ শতাংশ শুল্ক বসান। পরে, রাশিয়া থেকে ভারত তেল কেনার 'শাস্তি' হিসেবে বুধবার (৬ আগস্ট) তিনি আরও ২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। দিল্লি এই সিদ্ধান্তকে বলেছে, 'অন্যায়, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য'। প্রথমিকভাবে ভারত এর কোনো কড়া প্রতিক্রিয়া না দিলেও পড়ে ভারত স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় নিজের দেশের কৃষকদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারত আমেরিকার সঙ্গে কোনো চুক্তিতে যাবে না। গত দুই দশকে ধারাবাহিকভাবে দুই দেশের সরকার, দুই দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং বৈশ্বিক ইস্যুতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কারণে যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে, তার এমন নাটকীয় পতন অভূতপূর্ব। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ওয়াশিংটন ও দিল্লির পক্ষ থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, হয়তো শিগগিরই একটি বাণিজ্য চুক্তি হতে পারে। এখন সেই সম্ভাবনাও ম্লান হয়ে এসেছে, অনেকটাই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। তাহলে হঠাৎ কী হলো ?ত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ওয়াশিংটন ও দিল্লির পক্ষ থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, হয়তো শিগগিরই একটি বাণিজ্য চুক্তি হতে পারে।

ব্যারাকপুরে গাঁজা বাজেয়াপ্ত, ধৃত দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে বড় সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা জানিয়েছেন, বুধবার গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, মাদকদ্রব্য বিভাগ (ডিডি), ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং নগরবাজার থানার একটি যৌথ দল নয়াপট্টি রোডের জলের ট্যাঙ্কের কাছে একটি সন্দেহজনক গাড়িতে অভিযান চালায়। ওই এলাকায় অবৈধভাবে গাঁজা পরিবহন করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল আগেই। পুলিশ তৎপরতা দেখিয়ে এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং একটি গাড়ি থামানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে, গাড়িটি থেকে প্রায় ৫৩.৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়, যা পাচারের উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল। ঘটনাস্থল থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের নাম সুব্রত দে এবং সুরজিৎ বিশ্বাস। ধৃত সুব্রত দে-র বয়স ৬০ বছর এবং তিনি কোচবিহারের সুভাষ পল্লী এলাকার বাসিন্দা। অন্যদিকে, ৩৪ বছর বয়সী সুরজিৎ বিশ্বাস নদীয়া জেলার চাকদহ থানা এলাকার সান্যাল চর গ্রামের বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উভয় অভিযুক্তই গাঁজা পাচারের কথা স্বীকার করেছেন। উদ্ধার হওয়া মাদক ও গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ এই ঘটনায় নাগেরবাজার থানায় এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করেছে। সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর, উভয় অভিযুক্তকেই আদালতে হাজির করা হবে এবং পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হবে, যাতে চোরাচালানের সাথে সম্পর্কিত পুরো নেটওয়ার্কটি খুঁজে বের করা যায়। পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা বলেন, মাদক পাচারের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতির অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং আগামী দিনে এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

গঙ্গোত্রী থেকে উদ্ধার ৩০৭ পুণ্যার্থী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তরকাশী, ৭ আগস্ট ঃ গঙ্গোত্রী ধাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩০৭ জন পুণ্যার্থীকে। সবাই নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছেন। আইটিবিপি-র পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, আইটিবিপি উদ্ধারকারী দল গঙ্গোত্রী থেকে মুখোয়ায় মোট ৩০৭ জন তীর্থযাত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে, তাদের দলটি হারসিল হেলিপ্যাডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এর আগে উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গঙ্গোত্রী এবং অন্যান্য এলাকা থেকে ২৭৪ জনকে হারসিলে আনা হয়েছে এবং সকলেই নিরাপদে আছেন। এর মধ্যে রয়েছে গুজরাট থেকে ১৩১ জন, মহারাষ্ট্র থেকে ১২৩ জন, মধ্যপ্রদেশ থেকে ২১ জন, উত্তর প্রদেশ থেকে ১২ জন, রাজস্থান থেকে ৬ জন, দিল্লি থেকে ৭ জন, অসম থেকে ৫ জন, কর্ণাটক থেকে ৫ জন, তেলেঙ্গানা থেকে ৩ জন এবং পঞ্জাব থেকে ১ জন। সকলেই সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন এবং তাদের দেহরাদুনে আনা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে হড়পা বান ও মেঘভাঙা বৃষ্টির পর গঙ্গোত্রী ধামে বহু পুণ্যার্থী আটকে পড়েছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করছে সেনাবাহিনী, এন ডি আর এফ, আইটিবিপি, এস ডি আর এফ, উত্তরাখণ্ড পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তরকাশী ঃ 'কালজয়ী চিত্রশিল্পী এবং লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে জানাই আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং প্রণাম।' বৃহস্পতিবার এভাবে প্রয়াত লেখককে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এক্সবার্তায় সুকান্তবাবু লিখেছেন, 'তাঁর সৃষ্টি আজও বাঙালির হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখে চলেছে। ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।' প্রসঙ্গত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ই আগস্ট, ১৮৭১; ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১) খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী, নন্দনতাত্ত্বিক এবং লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা আনুমানিক ছাব্বিশ। গল্প কবিতা চিঠিপত্র শিল্প আলোচনা যাত্রাপালা পুথি স্মৃতিকথা সব মিলিয়ে প্রকাশিত রচনা সংখ্যা প্রায় তিনশ সত্তরটি। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় লেখালেখির সূত্রপাত। কবিগুরু 'বাল্য গ্রন্থাবলী'র কর্মসুচী শুরুর প্রাক্কালে বলেছিলেন, 'ছোটদের পড়বার মত বই বাংলাভাষায় বিশেষ নেই। এ অভাব আমাদের ঘোচাতে হবে। তুমি লেখ।'

ভোটার তালিকা ও বাংলা ভাষা; ঝাড়গ্রামে দুই ঢেউ ছুঁড়ে মমতার নির্বাচনী বার্তা

দুরন্তবার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৭ আগস্ট ২০২৫ ঃ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে ঝাড়গ্রামের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঙ্গের মতো দুই ধরনের বার্তা পৌঁছে দিলেন কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে। একদিকে তভোটার তালিকাদ নিয়ে, অন্যদিকে তবাংলা ভাষাদ নিয়ে;এই দুই অক্ষরেই তিনি আত্মপরিচয়ের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, স্পষ্টভাবেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে। নির্বাচন কমিশনের শুরু করা তস্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর) নিয়ে তিনি যে ক্ষুব্ধ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বক্তৃতায়। সঙ্গে বাংলা ভাষা নিয়েও যে তাঁর আন্দোলন চলবে তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে যেমন নিশানা করলেন, তেমনই বাংলা ভাষা নিয়ে বিজেপি নেতাদের বিরূপ মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আক্রমণ শানালেন মমতা। মমতা বলেন, ''কেউ যদি বলে ফর্ম ফিলাপ করুন আমরা কিছু দেব। না জেনে করবেন না। আপনার ডিটেলস নিয়ে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়ে দেবে। তার পরেই বলবে এই নাও এনআরসির নোটিস।'' তিনি আরও বলেন, ''আমরা মানব না। আমরা চাই আমাদের আদিবাসী, তফসিলি, দলিত, হিন্দু, মুসলিম হোক। আর আমার কন্যাশ্রীই হোক, সকলের নাম ভোটার লিস্টে তুলতে হবে।'' কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেন, ''আমি জানি না এটা আমার বলা ঠিক কি না, তবে আমি বলছি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু এপিক কার্ড থাকলেই আর হবে না, নতুন করে নাম তোলার চক্রান্ত চলছে। কারণ নিয়ম পাল্টে দিয়েছে। ভোটার লিস্টে নাম আছে কি না, আগে তালিকা দেখলেই হবে না। নতুন করে নাম তোলার আবার চক্রান্ত চলছে। আগের ভোটার লিস্টে নাম থাকলে হবে না। নতুন ভোটার লিস্টে গিয়ে ক্রস চেক করতে হবে। ২০০২ সালের আগে যাদের জন্ম বা ২০০২ সালে যাদের ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে, তাদের বলছে বাবা-মায়ের বার্থ সার্টিফিকেট আনতে হবে। তখন মাত্র ৬০ শতাংশ মানুষের জন্মের সার্টিফিকেট থাকত। তাই ২০০৪-এর পর যাদের জন্ম তাদের বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট থাকা সম্ভব কি!'' তিনি বলেন, 'আমরাও তো হোম ডেলিভারি, আমাদের স্কুলের সার্টিফিকেটই আছে শুধু। ওদের সার্টিফিকেট আছে তো? যাঁরা আইন করছেন, তাঁদের আছে তো? ওঁরা সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছেন, খেটে খাওয়া মানুষের কথা বুঝবেন কী করে!' আমি জিজ্ঞাসা করছি, যাঁরা আইন করছেন, তাঁদের মা-বাবার বার্থ সার্টিফিকেট আছে তো? 'মমতা বলেন, ''বাংলা ভাষা বলে কোনও ভাষা না থাকলে কোন ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত লেখা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন ভাষায় কথা বলতেন, স্বামীজি, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ভাষায় কথা বলতেন? তিনি আরও বলেন, ''প্রত্যেক মানুষের একটা ভাষা আছে। ভাষা তাঁর সম্মান, ভাষা তাঁর গর্ব। নেতাজি কোন ভাষায় কথা বলতেন? অপদার্থগুলো বলছে বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই। মনে রাখবেন ভোটার লিস্ট আর ভাষার সম্মান কেউ ছাড়বেন না। মনে রাখবেন এই মাটি সোনার মাটি।'' মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ''সরকারি কর্মচারীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। কালকে আমার দুই অফিসারকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। কি না, তাঁদের সাসপেন্ড করা হল। আঙ্খ মরা বলি, তোমার নির্বাচন এখনও ঘোষণা হয়েছে? কোন আইনের বলে তুমি নোটিস পাঠাচ্ছ? সাসপেন্ড করছ। আর বলে দিচ্ছ, এফঅঙ্খ াইআর করতে হবে। হবে না। আমি কারও পানিশমেন্ট হতে দেব না। এটা মাথায় রাখবেন।দ প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে বড়সড় গলদ ধরা পড়েছিল। রাজ্যের দুই ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ওই দুই অফিসারের বিরুদ্ধে এফ আই আরের সুপারিশ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে কমিশন চিঠি পাঠিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি যে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের পাশেই রয়েছেন, ফের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা।

সব গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছে, 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান' কর্মসূচি

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, শ্যামপুর ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী গ্রামের মানুষ নিজেরাই সরকারি আধিকারিকদের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা জানাবেন এবং তার থেকে গ্রামীণ উন্নয়নের রুপরেখা তৈরি হবে এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যে তা শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে এই কর্মসূচি থেকে। পঞ্চায়েতের তিনটি বুথকে নিয়ে এক একটি কর্মসূচি চলছে। গ্রামীন উন্নয়নের জন্য বুথ প্রতি দশ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার হাওড়ার শ্যামপুর ২ নম্বর ব্লকের বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁপাবাড় প্রাইমারি স্কুলে অনুষ্ঠিত হল এই কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা, শ্যামপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নন্দেবাসী জানা। উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর দুই ব্লকের বি ডি ও সঞ্জু গুহ মজুমদার ও।প্রথম দিকে লোডশেডিংয়ের জন্য কর্মসূচিতে তাল কাটে। পরে জেনারেটর দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। হবু মায়েদের এবং অপুষ্টি জনিত শিশুদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে কর্মসূচির শুরু হয়।এ পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল অনুষ্ঠান।সাময়িক বিরতিতে অনুষ্ঠান স্থল থেকে নেমে আসেন বি ডি ও সঞ্জু গুহ মজুমদার। হঠাৎ দেখা যায় বিশেষ শারিরীক চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি সত্তরোর্ধ্ব সেখ হাবিবুর রহমান দু হাতে আপ্রাণ হুইলচেয়ার টানছেন।বিষয়টি দেখে তাঁর কাছে চলে যান বি ডি ও ,তিনি নিজেই হুইলচেয়ার ঠেলে হাবিবুর সাহেবকে অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছে দেন।যা দেখে প্রথমে চমকে গেলে ও পরে ভূয়সী প্রশংসা করেন কর্মসূচিতে আসা লোকজন। যদিও বিষয়টি নিয়ে বি ডি ও তেমন কোন কিছু বলেন নি।তবে হবিবুর সাহেব জেনে হতবাক।

কলকাতা হাইকোর্ট ১৫ দিনের মধ্যে জয়েন্টের ফল প্রকাশের নির্দেশ দিলেন

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ঃ সভ্য, শৃঙ্খলা পূর্ণ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এক সমাজে বিচারপ্রক্রিয়া বাধা দিতে পারে না। এমন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন হাইকোর্টের কোর্টহার; বিচারপতি কৌশিক চন্দ। হাইকোর্টের বেঞ্চে অত্যন্ত কঠোর এক রায়ে রাজ্য সংক্রান্ত যৌথ প্রবেশিকা পরীক্ষার ঢক্ষ্মাক্ক ফল প্রকাশ ১৫ দিনের ডেডলাইন দিয়েছেন। ফল প্রকাশ অবশ্যই ৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি মেনে ও ৬৬টি সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে তৈরি নতুন মেধা তালিকার ভিত্তিতে করতে হবে। এই নির্দেশ দায়েরের পেছনে দীর্ঘ অপেক্ষা, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল না প্রকাশ, এবং তার সঙ্গে সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতা; এই সবই যুক্ত। যে পরীক্ষা গত ২৭ এপ্রিল ছিল, তার তিন মাস পেরিয়ে গেলেও ফলপ্রকাশ না হওয়ায় হতাশ হয়েছেন বহু পরীক্ষার্থী, এমনকি কেউ কেউ অন্যত্র ভর্তি হয়ে গেছেন। আটলান্টিকের মতো শিক্ষার্থীরা, যাঁদের ভর্তি সুযোগ চলে গেছে, যারা রয়েছেন চিন্তায় । এই আইনি পটভূমি আরও জটিল হয়ে ওঠে, কারণ ওবিসি সংরক্ষণ তালিকা নিয়েও শীর্ষ আদালত ও হাই কোর্টের মধ্যে লড়াই চলছে। শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের পূর্বের রায় ভুল প্রমাণ করেনি, তবে হঠাৎ উঠে আসে নতুন আইনি প্রতিবন্ধকতা। ঠিক এই অবস্থাতেই হাইকোর্টের কঠোর নির্দেশ রাজ্যকে ১৫ দিনের মধ্যে ফল বের করতে হবে, তবে সংরক্ষণ নীতি মানা জরুরি। এই বিষয়ে শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেছিলেন, শীর্ষ আঙ্খ দালতের নির্দেশের প্রভাব রাজ্য কি বুঝতে পেরেছে? রাজ্যের আইনজীবী যুক্তি দেন, হ্যাঁ, আমরা আজই ফল প্রকাশ করব। পূর্বের ভর্তির ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করতে পারলে পরবর্তী ভর্তিতে সমস্যা হবে না। যাদের ওবিসি এ বা ওবিসি বি সার্টিফিকেট বাতিল হয়েছে, তাঁরা পোর্টালে আবেদন করে আর্থিক অবস্থা জমা দেবেন; এমনটাই পরিকল্পনা করেছিল রাজ্য। তাছাড়া হাইকোর্ট চাইলেন জানতে, এই পদ্ধতি কি অ্যাডমিশন প্রক্রিয়ায় কাজে আসবে? কারিতে, ওবিসি এ ও বি; দুটি ক্যাটাগরিতে মেধা তালিকায় থাকলে ফল প্রকাশ হবে না, কারণ হাইকোর্টের রায় তখনও শীর্ষ আদালতে বাতিল হয়নি। আদালতের বক্তব্য ছিল, এসচিবরা শুনতে অভ্যস্ত, কিন্তু রাজ্য আদালতের কথা শোনে না। তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, '১১৫১টি সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে, ১ আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত ৯৯৯টি জারি হয়েছে। খতিয়ে দেখেছেন? একজন আবেদন করল, সাত দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট হাতে? খুব 'অ্যাকটিভ' তো!' সব মিলিয়ে, আদালতের নির্দেশে ফলপ্রকাশ স্থগিত হয়ে যাওয়া, আর একই সঙ্গে ১৫ দিনের মধ্যে তা সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা; এই দুই পরস্পরবিরোধী নির্দেশ, রাজ্য ও ডব্লুবিজেইই বোর্ডের উপর জোর চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলপ্রকাশ না হওয়া নিয়ে পরীক্ষা প্রদানকারীরা যেমন মুখে বিষাদ, তেমনি পড়ুয়া পরিবাররাও চিন্তিত সময়ে। বিশেষত আগামী সময়ে শুরু হওয়া কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটির ভর্তি প্রক্রিয়া এবং সিইউইটি-র মতো সময়সূচিতে এই বিলম্বপ্রভাব ফেলতে পারে। ডব্লুবিজেইই-র প্রশাসন নীরব নয়। বোর্ডের চেয়ারপারসন জানিয়েছেন, জুনের প্রথম দিকে (৫ বা ৬ তারিখে) ফল প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ওবিসি সংক্রান্ত আইনি জটিলতার কারণে তা প্রকাশ করা যায়নি। সংগ্রামে অবসর ছাড়াও, এই ফল প্রকাশে বাধা তাদের পরিকল্পনা কি অচল করে দিয়েছে। এখন প্রতীক্ষা শুরু। পরবর্তী শুনানি স্বচক্ষে হতে যাচ্ছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে, যেখানে রাজ্য সরকারের আবেদন; বাছাই সার্বিক কার্যক্রম চালু রাখার; তার বিচার হবে। যতক্ষণ না সেই রায় আসছে, ডব্লুবিজেইই-র ফল বিবরণী, কাউন্সেলিং, ভর্তি; কিছুই এগোবে না, এটাই হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে। অবশেষে, এই আঙ্খ ইনগত টানাপোড়েনের মধ্যেই আছে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবার। ১৫ দিনের ডেডলাইন দিচ্ছে হাইকোর্ট। তবে সেই সময়সীমা কি যথেষ্ট হবে? পরীক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যত কি সংশোধন বা স্থবিরতা থেকে রক্ষা পাবে? আইনি বোঝের উভয় দিকই সমাধানের অপেক্ষায়।

৫ বছর পর খাল সংস্কারের কাজ শুরু মহেশতলায়

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা ঃ বর্ষার বৃষ্টিতে জলমগ্ন মহেশতলায় গোপাল সাহার উদ্যোগে ৫ বছর পর শুরু হলো বাটানগরে খাল সংস্কারের কাজ। মহেশতলার ২৫ নম্বর, ২৬ নম্বর, ২৭ নম্বর,২০ নম্বর, ২৪ নম্বর ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ড টানা বর্ষার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। চরম দুর্ভোগে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা, ঠিক সেই সময় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থানীয়দের দুর্ভোগের কথা ভেবে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোপাল সাহা ২৫ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে একাধিক জেসিবি লাগিয়ে বাটানগর নিউল্যান্ড পঞ্চপল্লী খালপাড় থেকে গোপাল সাহার উপস্থিতিতে শুরু হয়েছে খাল সংস্কারের কাজ, স্থানীয়দের অভিযোগ প্রায় ৫ বছর ধরে খাল সংস্কার না হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষের চলাফেরা করতে বহু অসুবিধা হচ্ছিল সেই সময় কাউন্সিলার দাঁড়িয়ে থেকে খাল সংস্কার করায় অত্যন্ত খুশি স্থানীয়রা।

বড়ো প্রতারণা ! মিথ্যা ভিডিও বানিয়ে মিঠুন চক্রবর্তীর নামে প্রতারণার প্রস্তুতি ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ডুয়ার্সে আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'ডুয়ার্স সিনেমা অ্যাওয়ার্ড'। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে এ.আই. জেনারেটেড ভিডিও ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর উপস্থিতি দাবি করা হয়েছে। এই ভিডিও নিয়ে এখন বড়ো বিতর্ক দানা বাঁধছে। আয়োজক অর্জিত লোহারা স্বীকার করেছেন যে ভিডিওটি এ.আই. প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি, তবে প্রচারে কোথাও এই তথ্য উল্লেখ করা হয়নি, যার ফলে বিশেষ করে ডুয়ার্সের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ভিডিওটিতে মিঠুন চক্রবর্তীর মুখ ও কণ্ঠস্বর দেখানো হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে যে তিনি 'ডুয়ার্স সিনেমা অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। যদিও, অভিনেতা বা তার কোনো প্রতিনিধির তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। এখন প্রশ্ন উঠছে; এইভাবে মিথ্যা জনপ্রিয়তা দেখিয়ে কি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে? এই প্রসঙ্গে সাদরি চলচ্চিত্র জগতের পরিচালক বন্টি মন্ডল, অভিনেতা গোপাল সাহা এবং অভিনেত্রী অর্পিতা দাস ক্ষোভ প্রকাশ করে একে নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করেছেন।

মহাদেব জী'র শোভা যাত্রার আয়োজন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ মধ্য কলকাতার মনোরঞ্জন চৌধুরী রোডে হরিজন মালিক মহল্লা কল্যাণ ক্লাব কর্তৃক মহাদেব জী'র শোভা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে মালিক সম্প্রদায়ের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে শ্রাবণ মাস চলছে। এই উপলক্ষে ভোলে বাবার পূজা ব্যাপকভাবে আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর এখানে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ বছরও অনুষ্ঠানটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হয়েছিল।প্রধান অতিথি হিসেবে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ৬১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানজার ইকবাল এবং ৬১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আজহার ইকবাল উপস্থিত ছিলেন এবং শোভা যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান। এই ব্যক্তিরা ঘোষণা করেন যে তারা শোভা যাত্রা আয়োজনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন এবং ভবিষ্যতেও তা চালিয়ে যাবেন। এই পুরো অনুষ্ঠানটি সাজানোর জন্য সংগঠনের উপদেষ্টা অমরলাল মালিক, সভাপতি রাজেশ মালিক, সম্পাদক বিরজু মালিক, যুগ্ম সম্পাদক আমান মালিক, চন্দন মালিক, কোষাধ্যক্ষ আনন্দ মালিক এবং সংগঠনের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হরিজন মালিক মহল্লা জনকল্যাণ ক্লাব অন্যান্য সামাজিক কাজও করে।

ভিন রাজ্যে বাঙালিদের 'হেনস্তা'র প্রতিবাদে প্রতিবাদে মুখর মমতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ ভিনরাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তার অভিযোগে উত্তপ্ত রাজ্যের রাজনীতি। এর আগেও একাধিকবার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে ফের কড়া সুরে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি শপথ নিলেন, 'বাংলার উপর কোনও ভাষা সন্ত্রাস মেনে নেওয়া হবে না।' ঝাড়গ্রামে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনার আগে এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম। বছরের প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মূহূর্তে তিনি আমাদের ঘিরে রয়েছেন। বিশেষত, আজ শুধু বাংলা ভাষা বলার জন্য বাঙালির ওপর যখন সন্ত্রাস নেমে আসছে, তখন তিনিই আমাদের লড়াই করার প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। আজ যখন তাঁর ভাষার ওপর আক্রমণ নেমেছে, তখন আঙ্খ মরা দুখিত, ব্যথিত, মর্মাহত। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির', সেই ভারতের নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ-ই আমাদের ধ্রুবতারা। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে, আমরা ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছি। যতদিন এই বাংলা-বিদ্বেষ চলবে, আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। আর এই লড়াইয়ের পথে রবীন্দ্রনাথই আমাদের পথনির্দেশক। আজ আমাদের নতুন করে শপথ নেবার দিন, 'বাংলার ওপর ভাষা সন্ত্রাস মানবো না'।' সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি 'হেনস্তা' ও বাংলা ভাষার অপমানের প্রতিবাদে নতুন করে 'ভাষা আন্দোলন' শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ২৭ জুলাই থেকে বাংলার ব্লকে ব্লকে এই মিছিল, ধরনা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বোলপুর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মাটিতে নিজে হেঁটে সেই আন্দোলনের সূচনা করেছেন তিনি। তারই মাঝে বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি' ভাষা বলে বিতর্কের মুখে দিল্লি পুলিশ। যা নিয়ে এত বিতর্ক, এক্স হ্যান্ডেলে দিল্লি পুলিশের সেই বিতর্কিত চিঠিটি পোস্ট করেছে রাজ্যের শাসকদল। তাতে উল্লেখ, বাংলা অনুবাদক দরকার দিল্লি পুলিশের। কারণ, কয়েকদিন আগে দিল্লি পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে ৮ জনকে আটক করে। তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর সেসব নথিগুলি বাংলা ভাষায় লেখা। সেসব নথির তথ্য যাচাইয়ের জন্য একজন অনুবাদক প্রয়োজন। আর সেই চিঠিতেই বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি' ভাষার তকমা দেওয়া হয়েছে। তার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। যে ভাষা ধ্রুপদী ভাষার তকমা পেয়েছে, যে ভাষায় বিশ্ববরেণ্য সমস্ত সৃষ্টিকর্ম হয়েছে, যে ভাষা দেশের অন্যতম 'অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ', তাকে 'বাংলাদেশি' বলে তকমা দেওয়ার অর্থ সংবিধানকে অপমান। নিজের এক্স হ্যান্ডলে এমনই মত প্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনাকে 'অপমানজনক, সংবিধান-বিরোধী, দেশবিরোধী' বলে দিল্লি পুলিশকে বিঁধেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪৮, শুক্রবার, ২২ শ্রাবণ ১৪৩২

মানব দরদী হেমন্ত

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বড় মনের পরিচয় দিতে গিয়ে কিছু ঘটনার কথা বলেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। একবার বর্ধমানের কালনায় একটা ফাংশানে গিয়েছিলেন তিনি। ওই ফাংশানে হেমন্তদাও ছিলেন। ওঁরা আলাদা আলাদা গাড়ি ভাড়া করে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ফাংশানের পর আমার গাড়িতেই কলকাতায় ফিরছি। ভোর চারটেয় রওনা হয়েছিলাম। কপাল খারাপ। মাঝরাস্তায় আমাদের গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। গাড়িতে আমার মেজদা, আমার এক ভাইপো আর কে একজন ছিলেন। খুব চিন্তা হচ্ছে কী করব। হঠাৎ দেখলাম হেমন্তদার গাড়িটা আসছে। আমরা আগে রওনা হয়েছিলাম। আমাদের গাড়ি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়েই হেমন্তদার গাড়িটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরে সন্ধ্যার গাড়ি না। দাঁড়াও দাঁড়াও। হেমন্তদার গাড়িও পুরো প্যাকড্। টোপাদা ও আরও কয়েকজন ওই গাড়িতে ছিলেন। হেমন্তদার সঙ্গে সবসময় থাকতেন টোপাদা। উনি হেমন্তদার সেক্রেটারির কাজ করতেন। টোপাদা পারকাশনও বাজাতেন। মান্না দে-র সেক্রেটারির কাজও কিছুদিন করেছিলেন। টোলাদার ভালো নাম ছিল অমর দত্ত।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ হেসে ফেলেন সন্ধ্যা মুখার্জী। বলেছেন, 'সেই মুহূর্তে হেমন্তদার মুখখানা মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পায়। যেভাবে উনি আমাকে 'ম্যাই সন্ধ্যা উঠে আয়' কথাটা বলেছিলেন। তবে আমি বুঝতে পারছিলাম না কোথায় বসব। একটু ইতস্তত করছি। অথচ হেমন্তদা ডাকছেন। শেষে আমি আর আমার ভাইপো গাড়ির সামনের সিটে ঠাসাঠাসি করে বসলাম। ড্রাইভারের পাশে হেমন্তদা, তারপর আমার ভাইপো আর জানালার ধারে আমি। হেমন্তদার মতো লম্বা মানুষের পক্ষে ওইভাবে ড্রাইভারের পাশে একটুখানি জায়গায় কোনওমতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যে কতটা কষ্টের না বোঝার কারণ নেই। তবুও পরোপকারী মানুষটা আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সব হাসিমুখে মেনে নেন। এমনকী হেমন্তদা আমাদের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর এই সহযোগিতার কথা ভুলতে পারি না। ভোলা যায় না।' একবার বম্বেতে রেড ক্রসের একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ভগিনীসমা সন্ধ্যা মুখার্জীকে রিসিভ করতে সোজা সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে পৌঁছে যান হেমন্ত মুখার্জী। সন্ধ্যা মুখার্জী বলেছিলেন, 'হেমন্তদার এই আন্তরিকতা শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, আরও অনেকের ক্ষেত্রেই লক্ষ করেছি। তাঁর এই ব্যাপারগুলো আমাকে ভীষণ নাড়া দিত। একবার বম্বের রঙভবনে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের একটা অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করি। 'বাবা' উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সহ আরও কয়েকজন বড় উস্তাদ এই ফাংশানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। হেমন্তদা গাইতে নয়, গান শুনতে এসেছিলেন। প্রোগ্রাম শেষ করে যখন বেরোচ্ছি, হেমন্তদাকে দেখলাম। বললেন, কীরে সন্ধ্যা? আপনি কখন এসেছেন, জিজ্ঞাসা করলাম। অনেকক্ষণ এসেছি। আমাদের অনেকেই আজ এসেছে। হাসিমুখে হেমন্তদা। তারপর বললেন, কোথায় উঠেছিস? আমি চার্চগেটের সামনে একটা হোটেলে উঠেছি বললাম। হেমন্তদা বললেন, কী রে তোর গাড়ি আছে তো? আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। হেমন্তদা বললেন, তাহলে ঠিক আছে।

কবিগুরুর মানব প্রেম

নলিনীর চোখে প্রথম ভালোবাসার আভা ; কিশোর রবির হৃদয়ের বসন্ত। সে এক বসন্তকাল। বাতাসে ছিল কচি পাতার গন্ধ, আর হৃদয়ে ছিল এক দুর্বার আকুলতা। কিশোর রবীন্দ্রনাথ তখন সতেরো বছরের। বিদেশযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, ইংরেজি ভাষা ও বিলিতি আদবকায়দা রপ্ত করার জন্য ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে নিয়ে যান আহমেদাবাদে। সেখান থেকেই পাঠানো হয় বোম্বাইয়ের এক প্রগতিশীল মারাঠা পরিবারে। এই পরিবারটির কর্তা ছিলেন ডা. আত্মারাম পান্ডুরঙ তুরখুদ;এক আধুনিক মনস্ক পণ্ডিত, যিনি মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা, ডাকনাম আনা, ছিলেন বিলেতফেরত, ইংরেজি ও সংগীতে পারদর্শী, শিক্ষিতা এবং সৌন্দর্যে মুগ্ধকর। বয়সে রবির চেয়ে তিন বছরের বড় হলেও তাঁর দায়িত্ব হয় তরুণ রবিকে ইংরেজি ভাষা ও সামাজিক শিষ্টাচার শেখানোর। রবির জীবনে এ ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা;যেখানে শিক্ষার আড়ালে ধীরে ধীরে গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে এক কোমল হৃদয়স্পর্শী অনুভব। প্রথম প্রেমের ছায়া এসে পড়ে কৈশোরের কপোলে। আনা, যিনি ছিলেন উদ্দাম নদীর মতো চঞ্চলা, পাহাড়ি ঝর্ণার মতো উচ্ছল, রবিকে শেখাতে গিয়ে নিজেই ধীরে ধীরে ভালোবেসে ফেলেন তাঁকে। কবি তখন সদ্য তরুণ, অথচ তাঁর ভাষায় এক আশ্চর্য মাধুর্য, যার মুগ্ধতা থেকে আনা নিজেকে আর সরিয়ে রাখতে পারেননি। রবী তখন 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখছেন 'কবিকাহিনী'। আনা অবাক হয়ে দেখছিলেন;এই কিশোর কী অসাধারণ ইংরেজি বলে, কী চমৎকারভাবে অনুবাদ করে তারই সামনে। দুই হাতে গাল চেপে, বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতেন রবির দিকে। আর সেই দৃষ্টি কবির হৃদয়ে যে এক অনন্ত কল্পনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা তিনি স্বীকার করেছিলেন সারাজীবন। এই অনুভব একতরফা ছিল না। কবির দিক থেকেও আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছিল এক অন্তঃসারশূন্য আকর্ষণ, এক পবিত্র স্পর্শহীন প্রেম, যা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেও যেন এক স্বপ্নের মেঘে ভেসে বেড়াত। একদিন আনা কবিকে বলেছিলেন;তুমি কি আমাকে এমন একটি নাম দিতে পারো না, যে নামে কেবল তুমি আমায় ডাকবে?দ কবি তখন প্রেমমুগ্ধ বিহ্বল এক বালক, তিনি সেই নাম রাখেন;নলিনী। এ নাম শুধু একজন নারীর নাম ছিল না, ছিল তাঁর কল্পনাবিলাসে মণ্ডিত এক স্বর্গীয় প্রতীক।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

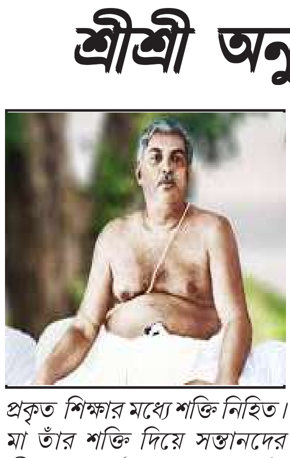

প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তি হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির প্রভাব ও গুণে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারণ করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের প্রতি ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবজ্ঞা করা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে।

জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মানব শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। কথা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথ গ্রহণ কর।

'বাইশে শ্রাবণ' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার দিন হলেও তা কিন্তু ভারত তথা বঙ্গবাসীদের কাছে অমর এবং অক্ষয়

ড ঃ সুবীর মুখোপাধ্যায়

বাইশে শ্রাবণ। শ্রাবণের ধারার মতো.....। মৃত্যু সম্পর্কে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, "মৃত্যু না থাকলে জীবনের কোন মানে নেই। আর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে না দেখলে অমৃতের সন্ধান মেলে না। এই জীবন মরণের খেলা দিয়েই জগৎ সত্য হয়ে

উঠেছে।'' স্ত্রী মারা গেলেন কবির ৪১ বছর বয়সে। কবির ছিল তিন মেয়ে, দুই ছেলে। রথীন্দ্রনাথ, শমীন্দ্রনাথ আর বেলা, রাণী ও অতশী।

স্ত্রী'র পর অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন রাণী। এরপর কলেরায় মারা গেলো ছোট ছেলে শমী। পুত্রশোকে কবি লেখলেন-আজ জোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে। কবি'র মনে হলো এই জোৎস্নায় কবি বনে গেলে হবে না। বরং তাঁকে জেগে থাকতে হবে, যদি বাবার কথা মনে পড়ে শমী'র! যদি এসে কবিকে না পায়? তিনি লিখলেন-আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।'

রাণীর জামাইকে পাঠিয়েছিলেন কবি বিলেতে ডাক্তারী পড়তে, না পড়েই ফেরত আসলো। বড় মেয়ের জামাইকে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে, ব্যারিস্টারী পড়তে, না পড়েই ফেরেত আসলো। ছোট মেয়ে অতশীর জামাইকেও আমেরিকায় কৃষিবিদ্যার উপর পড়াশোনা করতে। লোভী এই লোক কবিকে বার বার টাকা চেয়ে চিঠি দিত। কবি লেখলেন-জমিদারী থেকে যে টাকা পাই, সবটাই তোমাকে পাঠাই। দেশে ফেরার কিছুদিন পর ছোট মেয়েটাও মারা গেল।

সবচাইতে কষ্টের মৃত্যু হয় বড় মেয়ের। বড় জামাই বিলেত থেকে ফেরার পর ছোট জামাইর সাথে ঝগড়া লেগে যেতো। মেয়েকে ছেড়ে চলে যায়। মেয়ে বেলা হয়ে পড়েন অসুস্থ। অসুস্থ এই মেয়েকে দেখতে কবিগুরু প্রতিদিন গাড়ী করে মেয়ের বাড়ী যেতেন। কবিকে যত রকম অপমান করার এই জামাই করতেন। কবির সামনে টেবিলে পা তুলে সিগারেট খেতেন। তবু কবি প্রতিদিনই যেতেন মেয়েকে দেখতে। একদিন কবি যাচ্ছেন, মাঝপথেই শুনলেন বেলা মারা গেছে। কবি শেষ দেখা দেখতে আর গেলেন না। পাছে জামাই মৃত মেয়ের সামনে আবার অপমান করে, মাঝপথ থেকেই ফেরত চলে আসলেন। কবিগুরুর লেখা হৈমন্তীর গল্প যেন কবির মেয়েরই গল্প! শোক কতটা গভীর হলে কবির কলম দিয়ে বের হলো, আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।

জীবনে তিনি বহু প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেছেন, তাই হয়তো দৃপ্ত স্বরে বলতে পেরেছিলেন, 'করি না ভয় তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া, দাঁড়াবো আসি তব অমৃত দুয়ারে।' শেষ লগ্নে রোগশয্যায়, অশক্ত জীবনের শরীরে অসুস্থতার কথা একেবারেই বলতে চাননি। তাঁর তখন খুব ইচ্ছে হত নিজের হাতে কলম নিয়ে লিখতে। খাতা নিয়ে লিখতে শুরু করলে, একটু পরেই হাত কেঁপে পেশি শিথিল হয়ে পড়ত। সে সময় তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন, তাঁর লিপিকার সুধীরচন্দ্র কর লিখে নিতেন। 'তিনসঙ্গী' বইয়ের 'রবিবার' গল্পটি ছিল প্রথম মুখে বলে লেখানো। শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে থেকে অস্তগামী রবির দিনলিপি তিনি ১৩৪৮-এর অগ্রহায়ণে 'প্রবাসী'তে লিখে গিয়েছিলেন। মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সম্বন্ধে সুধীরবাবু লেখেন, "কোনদিনও তিনি মৃত্যুপথের বীভৎসতাকে কিংবা তার অনিশ্চয় ভয়কে মনে আমল দেননি। উপরন্তু জীবনের প্রথম থেকেই দেখি মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ ধারায় নানা বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে।''

প্রথম জীবনে তিনি 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' বলে শুরু করলেও মধ্য জীবনে 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এ কথাও ঘোষণা করেন। শেষ জীবনে রোগশয্যায় যে ক'জন তাঁর সঙ্গে থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো হাসি-ঠাট্টা করতেন।

রোগশয্যায় বিশ্বকবি তখন চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ। তাঁর গভীর ঘুমের সময় সকলে তটস্থ হয়ে দূর থেকে দেখে, শ্বাস-প্রশ্বাস যথাযথ হচ্ছে কি না। ফিসফিস করে খবর চালাচালি হতে থাকে। বেশির ভাগ সময় সোফায় আচ্ছন্ন ভাবে দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকেন। এক সময় নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। এক দিন রাত বারোটার পর তন্দ্রা ভেঙে গেলে জানতে চান, "দারোয়ানের যেন পেটে ব্যথা হয়েছিল। কেমন আছে সে?'' কোনও দিন কুকুরটাকে খাবার দিয়ে আদর করতেন। কৌতূহল নিয়ে দেখতেন চড়ুইটাকে। তাদের নিয়ে তাঁর অজস্র প্রশ্ন। মৃত্যুভয় তাঁকে কখনও কাবু করতে পারেনি। এক দিন মজা করে তাঁকে বলা হয়েছিল, বুড়ো বয়সে সবাই ঠাকুর দেবতার নাম জপে, আর আপনি পশুপাখি লোকজন নিয়ে হাসি গল্প করছেন। লোকে কী বলবে আপনাকে? কবি আরও মজা পেয়ে ছদ্মগাম্ভীর্যে বললেন, "সত্যিই তো লোকে কী বলবে!''

রোগশয্যায় পা ঠিকমতো নড়াচড়া করতে পারেন না। সবাই বলে বিশ্রাম নিতে। নাতনি ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে চায়। সবার পীড়াপীড়িতে কিছু ক্ষণ ঘুমের ভান করেন। রাত তিনটের সময় চিরদিনের অভ্যেসমতো লিখতে চান। সবাই বলে, এখনও ওঠার সময় হয়নি। তাঁর বিশ্বাস হয় না; "নিশ্চয়ই আমাকে তোরা ফাঁকি দিচ্ছিস।''

দুর্বল শরীরে টানা কাজ করতে পারেন না। কপালের শিরায় ফুটে ওঠে শীর্ণতা। দৃষ্টি ক্ষীণ। শ্রবণ শক্তিও। দু'-তিন জন মেয়ে পালা করে, তাঁর ফরমায়েশি গানগুলো গায়। তাই শুনে বলেন, "ওরে গানটা ভালো করে গা তো। সিন্ধুপারে চাঁদ তো বুঝি আমার জন্য আর উঠবে না।''

২৪ শে জুলাই ১৯৪১ সমগ্র শান্তিনিকেতন, ভুবনডাঙ্গা, বোলপুর জুড়ে খবর রটে গেল কবিগুরু চিকিৎসার জন্য শান্তি নিকেতন ছেড়ে যাচ্ছেন কলকাতা। তখন নতুন নতুন আলোর জন্য শান্তিনিকেতনের চারিদিকে ল্যাম্পপোস্ট বসানো হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার সময় ভুবনডাঙার রাস্তার ধারে নতুন পাওয়ার হাউস দেখে তিনি নাতনি নন্দিতাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন "পুরনো আলো চললো, আসবে বুঝি এবার তোদের নতুন আলো।'' ২৫ শে জুলাই ১৯৪১, খুব ভোরে উঠে তৈরি হয়েছেন কবিগুরু, উদয়ন বাড়ির দোতলায় পুব দিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি, মনে মনে ভাবছেন তার প্রিয় আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা ভোর না হতে হতে সকলে মিলে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে এলেন উদয়নের সামনে, এদিন আজি কোন্ ঘরে গো, খুলে দিল দ্বার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠা, সফল হল কার...। কবি গ্রহণ করলেন বৈতালিকের সংগীত অর্ঘ্য। উদয়নের দোতলা থেকে নামার পর তার প্রিয় 'বাঙাল' ক্ষিতিমোহন সেনকে বললেন, "একমাস পরে ফিরবো। দেখো ছড়ার বইটা যেন ছাপানো শেষ হয়ে থাকে।'' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র জীবনকথা'তে লেখেন, "শান্তি নিকেতনের সঙ্গে সত্তর বৎসরের স্মৃতিজড়িত; কবি কি বুঝতে পেরেছিলেন এই তাঁর শেষ যাত্রা? কবিকে স্ট্রেচারে করে নিচে নামানো হল। কবি আধশোয়া অবস্থায়। চোখে নীল চশমা। যাবার সময় চোখে রুমাল দিচ্ছেন দেখা গেল।''

যাবার সময় ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ইশারায় কাছে ডেকে বলে গেলেন, ডাঃ আমার আশ্রম রইলো,আশ্রমবাসীরা রইলেন, তাদের তুমি দেখো। উদয়ন থেকে উত্তরায়নের লাল সুরকির পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত আশ্রমিক। তারা সমবেত হয়ে গান গাইছেন,আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন। তার আকাশ- ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,...।

জোড়াসাঁকোয় অসুস্থ কবিকে সারা ক্ষণ দেখাশোনা করতেন প্রশান্ত মহলানবিশের স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবিশ (রানী)। কবি তাঁকে মজা করে বলতেন 'হেডনার্স'। কবির শেষ দিনগুলির রোজনামচা লিখে গেছেন 'বাইশে শ্রাবণ' বইটিতে। শ্রীমতি মহলানবিশের কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই কবি হুমকি দেন "শেষ পর্যন্ত এমন একটা অসুখ করবো, তখন দেখি আমার হেডনার্স কি করে যায়।''

কবির অপারেশন জোড়াসাঁকোয় হবে বলে ঝকঝকে করে পরিষ্কার করা হয়েছে। ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়ার পর ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। পরের দিন ইনজেকশনের এই প্রতিক্রিয়া কেটে যাওয়ার পর বেশ হাসিমুখে রানী মহলানবিশকে বললেন, "জানো আজও আর একটা কবিতা হয়েছে সকালে। এ কী পাগলামি বল তো? প্রত্যেক বারই ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু তারপরেই দেখি আবার একটা বেরোয়। এ লোকটাকে নিয়ে কি করা যাবে?'' লেখাটি ছিল 'প্রথম দিনের সূর্য' নামে বিখ্যাত কবিতাটি।

জীবনের গভীর কষ্টের মধ্যেই তাঁর লেখনী যেন আরও গতিময় হয়ে উঠেছে। তিনিও বলেছিলেন "জীবনের গভীর দুঃখের সময়ই দেখি লেখা আপনি সহজে আসে। মন বোধহয় নিজের রচনা শক্তির ভিতরে ছুটি পেতে চায়।''

একমাত্র নাতি নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ আসায় অনেকে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান বাতিলের কথা বললে তিনি রাজি হননি। এ সম্পর্কে মেয়ে মীরাকে লেখেন, "নিতুকে খুব ভাল বাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রচণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।''

এই কারণেই বোধহয় নিজের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট প্রকাশ করতে এত কুণ্ঠা। অপারেশনের দিনটি তাঁর কাছে চেপে রাখা হয়েছিল, কিন্তু কবিতার সঙ্গে যাঁর নিরন্তর যাপন, সেই ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাইয়ে রচনা করেন তাঁর শেষ কবিতাটি রানী চন্দের কলম ধরে। 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী'। আর সকাল সাড়ে ন'টায় শেষ তিনটি লাইন রানী চন্দকে লিখে নিতে বলেছিলেন, "সকালবেলার কবিতাটার সঙ্গে জুড়ে দিস।'' তার পর অপারেশনের কথা শুনে রানীকে বললেন সকালের কবিতাটা পড়ে শোনাতে। তিনি কবির কানের কাছে জোরে কবিতাটি আবৃত্তি করলে, তা শোনার পর কবি বললেন "কিছু গোলমাল আছে, তা থাক; ডাক্তাররা তো বলেছে অপারেশনের পরে মাথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভালো হয়ে পরে ওটা মেজে ঘষে দেবো।'' যদিও বিশ্বভারতীর সৌজন্যে একটি সূত্র অনুযায়ী কবিগুরুর সর্বশেষ কবিতা, ৩০ শে জুলাই অস্ত্রোপচারের পর সন্ধ্যার সময় তার মুখনিঃসৃত একটি কবিতা যা লিপিবদ্ধ করা হয়।

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে...' যে কবিতার শেষ লাইন,মৃত্যুর নিপুন শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

অস্ত্রোপচারের পরে প্রস্রাবের সমস্যা দেখা দিল। তা-ও অতিক্লান্ত শরীরে শয্যার পাশে নির্মলকুমারীর উদ্বিগ্ন মুখ দেখে 'হাঃ' করে চেঁচালে শ্রীমতী মহলানবীশ হেসে ফেলেন। কবি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন "এই তো একটু হাসো। তা না গম্ভীর মুখে করে এসে দাঁড়ালেন। এতো গম্ভীর কেন?'' এর পরে ঘনঘন হিক্কা কবিকে বিপর্যস্ত করে। তখন দেশীয় টোটকা মিছরি এলাচগুঁড়ো বারকয়েক দেওয়ার পর কিছুটা কমলে বললেন, "আঃ বাঁচলুম এই জন্যই তো হেডনার্স বলি।''

অবশেষে এল ২২ শ্রাবণ রাখী পূর্ণিমার দিন। কবির মুখ পুব দিক করে রাখা। অস্তমিত রবির প্রাক্‌মুহূর্ত।

আগের রাতে চিনা ভবনের অধ্যাপককে কবির খাটের পাশে অ্যাম্বারের জপমালা নিয়ে জপ করতে দেখার পর থেকেই সে ঘরে ভগবানের নাম ধ্বনিত হয়। অমিতা দেবী কানের কাছে 'শান্তম শিবম অদ্বৈতম্' মন্ত্র আর বিধুশেখর শাস্ত্রী পায়ের কাছে মাটিতে বসে 'ওঁ পিতা নোসি' মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। শেষ রাত্রি থেকেই ব্রহ্মসঙ্গীত শুরু হয়। মধ্যাহ্নের ঠিক শেষ মুহূর্তের আগে ডান হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে উপরে তুলে কপালে ঠেকাতেই হাত পড়ে গেল। অস্তমিত হলেন কবি রবি। রয়ে গেলেন আমাদের চেতনায়, মননে, প্রতিদিনের দিন যাপনে। বিশ্বজুড়ে আমাদের স্বীকৃতিতে। 'বাইশে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন। এই দিনটিকে শোকের দিন হলেও তা কিন্তু বাঙালিদের কাছেচিরস্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।)

বিশ্ব বাণিজ্য জগতে ভারত আমেরিকা অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকা উচিত

বিশেষ প্রতিবেদক

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা নয়, সহাবস্থানের প্রয়োজনে কেন ভারত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না।

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কূটনীতির এক জটিল জালে একাধিক দেশ নিজেদের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতিকে সাজিয়ে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে ভারত ও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন

করে। যদিও বিশ্ব রাজনীতিতে নানা সময়ে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে এই দুই দেশের সম্পর্ক, তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতের পক্ষে এখনই আমেরিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ বাণিজ্য বিচ্ছিন্নতা সম্ভব নয়। শুধুই নয়, তা কার্যত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হিসেবেও প্রতিপন্ন হতে পারে।

আধুনিক ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিতে আমেরিকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আমেরিকা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, পরিষেবা খাত এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম খাতে ভারতের রফতানির একটি বিশাল অংশ আমেরিকা গামী। ভারতীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে যে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন প্রয়োজন, তার বড় অংশই আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে। এ অবস্থায় আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা শিল্প বিশেষভাবে নির্ভরশীল আমেরিকার বাজারের উপর। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ইনফোসিস, উইপ্রো সহ একাধিক আইটি সংস্থা মার্কিন কর্পোরেট জগতে দীর্ঘদিন ধরেই নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদান করে আসছে। এই খাতে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান জড়িয়ে আছে। শুধু সফটওয়্যার রফতানি নয়, ভারতীয় ট্যালেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংযোগ হঠাৎ ছিন্ন হলে দেশের বেকারত্বের হার অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। একইভাবে, ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, যা 'ফার্মেসি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হিসেবে পরিচিত, সেই খাতও আমেরিকান বাজারে উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করেছে। বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করে ভারত, যার বড় অংশ আমেরিকায় যায়। এই শিল্প শুধু রফতানি নয়, চিকিৎসা খরচ কমানোর দিক থেকেও আমেরিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলত, উভয় পক্ষের লাভে থাকা এই সম্পর্ক সহজে ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

এছাড়াও প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের ক্রমবর্ধমান আমদানির একটি বড় অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে। যুদ্ধবিমান, ড্রোন, রাডার, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি;সবকিছুর ক্ষেত্রেই আমেরিকার সহযোগিতা অনস্বীকার্য। রাশিয়ার উপর নির্ভরতা কমাতে ভারত বিকল্প উৎস হিসেবে আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে। এই প্রেক্ষাপটে সম্পর্কছিন্ন করলে সামরিক কৌশলে ফাঁক তৈরি হবে, যা ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর।

বাণিজ্য ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্র একটি বড় কারণ, যার ভিত্তিতে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক অটুট থাকা প্রয়োজন। প্রতিবছর লক্ষাধিক ভারতীয় ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যান। শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন নয়, এই শিক্ষার্থী সম্প্রদায় ভবিষ্যতে ভারতের জন্য মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়। এমনকি অনেকেই স্টার্টআপ বা গবেষণার মাধ্যমে ভারত-আমেরিকা যৌথ উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। এই শিক্ষাগত আদান-প্রদানের ধারা বন্ধ হলে তার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের শিক্ষানীতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নে।

রাজনৈতিক দিক থেকেও আমেরিকা আজকের বিশ্বে এমন এক পরাশক্তি, যার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের কৌশলগত স্বার্থে জরুরি। চীন প্রসঙ্গে বা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূরাজনীতিতে আমেরিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। কোয়াড গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ভারত এবং আমেরিকা একসঙ্গে সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। এই ধরণের সহযোগিতা ছাড়া ভারত তার কৌশলগত অবস্থান হারাতে পারে। তাই শুধুমাত্র বাণিজ্য নয়, নিরাপত্তা ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য।

বিশ্বায়নের এই যুগে কোনও দেশই নিজেকে অন্য দেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখতে পারে না। বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও সহযোগিতাই আজকের অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড। ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতি, যেটি বৈদেশিক লগ্নি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল, তার পক্ষে আমেরিকার মতো এক প্রবল শক্তিধর ও প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা স্বাভাবিকভাবে আত্মঘাতী পদক্ষেপ হতে পারে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় একপাক্ষিক বিচ্ছিন্নতা শুধু কূটনৈতিক সংকট ডেকে আনে না, বরং দেশের ভিতরকার অর্থনৈতিক ভারসাম্যকেও নষ্ট করে দেয়। তবে, এর অর্থ এই নয় যে ভারত সব সময় আমেরিকার ওপর নির্ভর করেই চলবে।

পাঠকদের কলমে
জহর রায়

বিশেষ প্রতিবেদক

পুজোর আগেই রেকর্ডিং হল। বিক্রিও রেকর্ড-ছোঁয়া। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে সে বার জহর রায়ের 'ন্যাপাসুর বধ'। অনু দত্তের মতো এক দল তরুণ কৌতুক-শিল্পী ছোট খাটো জলসাতে এই নকশা শুনিয়ে প্রচুর হাততালি পেতেন তখন। ফিল্মি পত্রিকা 'উল্টোরথ'-এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চে 'ন্যাপাসুর বধ' শোনাচ্ছেন জহর রায়, দর্শকাসনে সত্যজিৎ রায়। জহরবাবুর অভিনয় দেখে আকাশ-ফাটানো হাসি হেসে ছিলেন সত্যজিৎ। উপস্থিত জনৈক আলোকচিত্রী হাতছাড়া করেননি সে সুযোগ। সেই হাঁ-হাস্যমুখ ছবিটিতে সত্যজিতের আলজিভ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল! পরে এই ছবি প্রসঙ্গে জহর রায় মন্তব্য করেছিলেন, "গ্রেটম্যানরাই এ রকম প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে।''

সমরেশ বসুকে এক বার জহর জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কালকূট না পানকূট! এত পান করেন কেন?'' যিনি নিজে 'পানাসক্ত', নিউ ক্যাথে-তে যাঁর নিত্য যাতায়াত, যাঁর পানাহারের আড্ডা নিয়ে সিনেমা-পত্রিকায় গসিপ বেরোয়, তিনিই নাকি এমন কথা বলছেন! তবে শব্দ নিয়ে 'পানিং' করার অসাধারণ দক্ষতা ছিল জহরের। তা প্রায় শিবরাম-সদৃশ। হয়তো সেই লোভেই এই কালকূটোক্তি। সত্যজিৎকে বলেছিলেন, "আমি এজ-এ বড়, আপনি ইমেজ-এ বড়,'' কিংবা উত্তমকুমারকে "হনুমান ছিলেন সীতারাম ভক্ত, আমি হনু-ম্যান Rosa Rum ভক্ত''; এ সব Puning তা বিখ্যাত হয়ে আছে। নিজের কারণ-পানের কারণ নিয়ে করুণ কৈফিয়ত দিয়েছেন জহর রায় নিজেই "মানুষ মরার জন্য বিষ পান করে, আর আমাকে বিষ পান করতে হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য। এই তরল কালনাগিনীর ছোবল থেকে আমার মুক্তি নেই।''

দারিদ্রকে ভয় পেতেন। বলতেন, "জীবনে অনেক দারিদ্র ভোগ করেছি, এখন আমি তাকে ভয় পাই।'' আসলে সংসারের চাপে, বাবার পাশে দাঁড়ানোর কর্তব্যবোধে প্রথম জীবনে নানান কাজ করেছেন তিনি। কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে ঢুকলেন পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রুফ রিডারের চাকরি। সেটা ছেড়ে হয়ে গেলেন মেডিকেল রিপ্রেজন্টেটিভ। চাকরি-জীবন পোষাচ্ছিল না বলে ঢুকলেন স্বাধীন ব্যবসায়। দিলেন দর্জির দোকান। এক মুসলমান কারিগর তাঁকে শিখিয়েছিলেন শার্ট-প্যান্ট কাটা বা সেলাই-ফোড়াইয়ের কারিকুরি। দোকান জমে গেল। অর্থাগম হচ্ছিল ভালই। কিন্তু মনের টান যে অন্যত্র! অভিনেতা-পিতা সতু (সত্য) রায়ের সৌজন্যে রক্তে অভিনয়ের নেশা ছিলই, সেটাই আরও বাড়িয়ে দিলেন চার্লি চ্যাপলিন। "এক দিন দোকান-টোকান তুলে সামান্য কিছু পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার উদ্দেশে। আমার পরিচিত এক জন কলকাতায় বিয়ে করতে আসছিল। তাদেরই বরযাত্রীর দলে ভিড়ে গেলাম। পাটনা টু ক্যালকাটা রেলভাড়াটা বেঁচে গেল,'' বলেছেন জহর রায়।

মহানগরে এসেই কিন্তু কাজ জোটেনি। পূর্বপরিচিত অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্বরাগ' ছবিতে সুযোগ মিলল ঠিকই, তার পরেও বহু দিন এক বেলা উপোস থেকেছেন, ভেবেছেন পটনাতেই ফিরে যেতে হবে আবার। অদম্য জেদ তাঁর, হাল ছাড়েননি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭; দীর্ঘ তিন দশকে জহর রায় বহু ছবিতে অভিনয় করেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের বাসবাড়িতে প্রস্তাবিত ওয়াগন ওয়ার্কশপের স্থান পরিদর্শন

মালিগাঁও, ৭ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, অসমের কোকরাঝাড় জেলার আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বাসবাড়িতে ওয়াগন পিরিওডিক ওভারহলিং (পিওএইচ) ওয়ার্কশপের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকের সাথে টি.সি.এল.সি.সি., বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রী উত্তম হাজোয়ারীও উপস্থিত ছিলেন। প্রতি মাসে মোট ২৫০টি ওয়াগন ধারণক্ষমতা নিয়ে এই ওয়ার্কশপটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে, এবং প্রথম পর্যায়ে প্রতি মাসে ৭৫টি ওয়াগনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। ২৫৬.৩৫ কোটি টাকার প্রথম পর্যায়ের আনুমানিক ব্যয়ের এই প্রকল্প কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ প্রদান, দক্ষতা বিকাশকে প্রোসাহিত করা, স্থানীয় সহযোগী শিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করা এবং অসমের বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজন (বিটিআর) কে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক ও শিল্প কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রায় ২৫০০ বিঘা এলাকাতে অবস্থিত বাসবাড়ি পিওএইচ ওয়ার্কশপ, বাসবাড়ি স্টেশন থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার এবং রূপসী বিমানবন্দর থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে একটি কৌশলগত স্থানে অবস্থিত, যা শক্তিশালী মাল্টিমডাল কানেক্টিভিটি প্রদান করবে।

কৌশিকী অমাবস্যা, তারাপীঠে প্রশাসনিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৭ আগস্ট ঃ আর মাত্র কয়েকটা দিন। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ও দর্শনার্থীর ভিড় জমবে তারাপীঠে। ২২ আগস্ট ও ২৩ আগস্ট কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে রাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা ভিড় জমাবেন মায়ের মন্দিরে। পুজো দিতে আসবেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পুণ্যার্থী। তারা সকলেই যাতে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে এবং নিশ্চিন্তে মা তারার পুজো দিতে পারেন মা তারা কে দর্শন করতে পারেন এবং সকলেই নিরাপদে মা তারার আশীর্বাদ নিয়ে ফিরতে পারেন তার নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই বৃহস্পতিবার রামপুরহাট এসটি অফিসে জেলার সমস্ত প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ে কো-অর্ডিনেশন বৈঠক হয়ে গেল রামপুরহাটে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি স্পিকার ডাক্তার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফাইজুল হক, মহকুমা শাসক সৌরভ পান্ডে, এসডিপিও গোবিন্দ শিকদার, রামপুরহাট থানার আইসি সুকোমল ঘোষ, তারাপীঠ থানার ওসি বিপ্লব দত্ত, রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত, রামপুরহাট দুই নাম্বার ব্লকের বিডিও অর্ঘ্য দত্ত ও রামপুরহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহারা খাতুন, এক নম্বর ১ ব্লকের বিডিও অংকুর মিত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌহা সাহা, রামপুরহাট ২ নাম্বার ব্লক সভাপতি সুকুমার মুখার্জি ও মন্দির কমিটির সভাপতি সম্পাদক সহ অনেকেই। কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে মা তারার মন্দিরে আশা সমস্ত পুণ্যার্থীরা যাতে নিরাপদে নিশ্চিন্তে মা তারার পুজো দিতে পারেন তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের দায়িত্ব প্রদান করা হয় আজকের আলোচনা সভা থেকে।

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeQ) No: 506/MM/NIeQ/2025-26(3rd Call), Dated: 07-08-2025. The last date for online submission of tender is 27-08-2025 (Wednesday) up to 14:00 Hours. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Indrajit Dhar,
Chairman,
Murshidabad Municipality

TENDER NOTICE

Notice inviting Tenders by the Block Development Officer, Jhalda-I Development Block for **eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITE-01/2025-26**, bid submission end date **20/08/2025 up to 10:30 am.** & **eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITe-02/2025-26**, bid submission end date **23/08/2025 up to 10:30 am** Details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda-I Development Block

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **চিফ মেডিকেল অফিসার**, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম:** ০২ বছরের জন্য টিএসএমএইচ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় স্থানীয় ক্রয়ের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে ভেন্ডর অর্থাৎ ফার্ম/ডিস্ট্রিবিউটর/কেমিস্ট শপ (ওষুধের দোকান) থেকে ওষুধ, সার্জিক্যাল, কনজ্যুমেবল, প্যাথলজি ও অন্যান্য আইটেম সরবরাহ। **চুক্তির সময়সীমা:** ০২ (দুই) বছর। **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **উইথ অ্যাড-এর জন্য নোটিস বোর্ডের অবস্থান:** চিফ মেডিক্যাল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র অফিস, ২৮/৫৫, এম.এন.সেন রোড, চণ্ডীতলা, কলকাতা-৭০০ ০৪০। **ওয়েব ঠিকানা:** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথিপত্র **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। **টেন্ডার জমা:** এটি একটি ই-টেন্ডার। আরও বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** -তে পাওয়া যাবে।
ই-টেন্ডার নং: এমআরসিএমও-এমইডি-এলপি-২৫-২৭

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN : L65993WB1974PLC157598

রেজি. অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যামাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা: ৭০০ ০১৭, ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩, ই-মেইলঃ kilgroup2010@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.kabirdasinvestmentslimited.com

শেয়ারহোল্ডারদের বিজ্ঞপ্তি

১. শেয়ারহোল্ডারদের মনে রাখবেন যে মেসার্স কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড (কোম্পানি) এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১২.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি পরিচালনার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪) দ্বারা জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে ভারতীয় মান সময় (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) ব্যবহার করে।

২. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩. উক্ত সার্কুলারগুলো মেনে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত। কোম্পানি / ডিপোজিটরি। শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে। সদস্যরা মনে রাখবেন যে ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ যখন জারি করা হবে তখন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kabirdasinvestmentslimited.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির স্টক তালিকাভুক্ত অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে।

৪. যদি শেয়ারহোল্ডারা কোম্পানি / ডিপোজিটরি / শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত / আপডেট না করে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি কপি সরবরাহ করতে এবং রেজোলিউশন অনুযায়ী দূরবর্তী ভোট দেওয়ার জন্য লগইন বিবরণ পেতে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ইমেল আইডি নিবন্ধন / আপডেট করার নির্দেশাবলীঃ

ভৌত হোল্ডিং	ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য একজন প্রথম শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান কপি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) ইমেল করে পাঠাতে হবে কোম্পানি এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, এমসিএস শেয়ার রেজিস্ট্রার লিমিটেড ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডকে একটি মেইল পাঠান।
ভৌত হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।

৫. শেয়ারহোল্ডারদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায়ে দূরবর্তীভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডার এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য দূরবর্তীভাবে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশে সরবরাহ করা হবে। বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। শেয়ারহোল্ডারদের এই ধরনের বিবরণ পেতে **www.kabirdasinvestmentslimited.com** ভিজিট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬. ৫১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ যথাসময়ে প্রযোজ্য আইন অনুসারে শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে।

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের জন্য
বিশাল শাহ
কোম্পানি সচিব এবং
কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭ আগস্ট, ২০২৫

Office of The Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

NOTICE INVITING TENDER

1. **e-Tender Reference No-P-I/27/2588/DMF/2025-26, Dated-06/08/2025**, Tender ID: 2025_ZPHD_888159_1 has been floated **Construction of ACR at Kundapara F.P School under Purbasthali-I Dev. Block Fund DMF.** 2. **e-Tender Reference No-P-I/28/1306/EO/15thCFC-2025-26, Dated-06/08/2025,** Tender ID: 2025_ZPHD_888188_1 has been floated New **Construction of Guest house at 1st floor of Bharat Nirman at Purbasthali-I Panchayat Samity campus Fund-15th CFC (2025-26).** Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/-Block Development Officer/E.O.
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

একাধিক বিজেপি নেতার বাড়িতে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ৭ আগস্ট ঃ কোচবিহারের দিনহাটা ২ নং ব্লকের নাজিরহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শালমারা গ্রামে ৪ বিজেপি নেতার বাড়ি ভাঙচুর ও লুটের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শুরু হল রাজনৈতিক তরজা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC invites e-tender online in two-bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/396 Name of work **: Supply, delivery and installation of Air Conditioning Machine with its Accessories at Tolly Tax Department in Gariahat Market under Br-VIII.** Estimated Amount **: Rs.4,42,703.20.** Earnest Money **: Rs.8,900.00.** Period of Completion **: 30 Days**

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/399 Name of work **: Repairing and replacement of electrical materials for the smooth functioning of Tolly Tax Department Offices in Gariahat Market under Br-VIII.** Estimated Amount **: Rs.2,11,885.07.** Earnest Money **: Rs.4,300.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and time of Submission of Bid **: 18.08.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** Tender (Technical) Opening Date **: 18.08.2025 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The Bid form and other details are available on and from **08.08.2025 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** For full and further details, please visit the Website **: https://etender. wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two part Bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/187/25-26 Name of work **: Installation of street lighting system with LED fittings at different ill light pockets of VIP Nagar Canal Side, West Chowbagha etc. areas in Ward No-108, Br-XII.** Estimated Amount **: Rs.2,48,824.07.**Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 20 days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 20.08.2025 upto 3 p.m.**

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/193/25-26/PD Name of work **: Repairing and renovation of lighting arrangement at Kalar Pukur and adjacent area in Ward No-111, Br-XI.** Estimated Amount **: Rs.4,99,806.48.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 18.08.2025 upto 2 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **08.08.2025 from 2 p.m. (for Sl.No.1) & 08.08.2025 from 12 noon (for Sl.No.2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Executive Engineer (E), Lighting, Zone-V, KMC invites e-tender online percentage rate two part bid system for the following works :-

1. NIT No. : LTG/XIV/47/25-26/130 Name of work **: Installation of 'LED Acrylic I Love Sign Board' in Bengali Language at Dimond Harbour Road Area in Ward No.13D under Borough-XIV KMC.** Estimated Amount **: Rs.2,42,427.00.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 15 days.**

2. NIT No. : LTG/XIV/42/25-26/131 Name of work **: Operation and maintenance of electrical installation of Agomony Community Hall in Ward No-131.** Estimated Amount **: Rs.4,08,907.00.** Earnest Money **: Rs.8,200.00.** Period of Completion **: 365 days.**

3. NIT No. : LTG/XIV/43/25-26/129 Name of work **: Repairing and replacement of the existing street lighting system at Bamon Para, Tarun Sangha M.B. Road and other different areas in Ward No-129.** Estimated Amount **: Rs.3,71,524.00.** Earnest Money **: Rs.7,600.00.** Period of Completion **: 30 days.**

4. NIT No. : LTG/XIV/54/25-26/129 Name of work **: Upgradation of Landscape Lighting System at Sukanta Sishu Uddyan in Ward No-129 under Borough-XIV.** Estimated Amount **: Rs.4,97,493.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**

5. NIT No. : LTG/XIV/55/25-26/129 Name of work **: Rehabilitation of Landscape Lighting System at Baisakhi Park in Ward No-129 under Borough-XIV.** Estimated Amount **: Rs.4,96,092.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last Date & Time of submission of Bid **: 18.08.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 5).** Bid opening date for technical proposal **20.08.2025 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on **08.08.2025 (for Sl.No.1 to 5).**

6. NIT No. : LTG/XIV/15/25-26/121/IMP1 Name of work **: Improvement of street lighting system at Biren Roy Road by Lane, P.B. Road by Lane, Netaji Sarak by Lane, and other areas in Ward No-121.** Estimated Amount **: Rs.4,99,521.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**

7. NIT No. : LTG/XIV/15/25-26/121 Name of work **: Installation of LED Acrylic Glow Sign Board in front of 1-No Raja Ram Mohan Roy Road in Ward No-121 under Borough-XIV.** Estimated Amount **: Rs.2,43,114.00.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 60 days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 19.08.2025 at 4 p.m. (for Sl.No.6 & 7).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **: 19.08.2025 at 6 p.m. (for Sl.No.6 & 7).** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 at 4 p.m. (for Sl.No.6 & 7).**

8. NIT No. : KMC/LTGV/118/25-26/OM Name of work **: Operation and maintenance work of existing street lighting system and other allied electrial works in Ward No-118.** Estimated Amount **: Rs.4,96,835.16.** Earnest Money **: Rs.9,940.00.** Period of Completion **: 365 days.**

9. NIT No. : KMC/LTGV/118/25-26/LM Name of work **: Installation of Minimast at Rajani Mukherjee Road, SN Roy Road, IMG Road and allied works in Ward No-118, Br-XIII, KMC.** Estimated Amount **: Rs.3,03,076.52.** Earnest Money **: Rs.6,070.00.** Period of Completion **: 20 days.** Last Date & Time of submission of Bid **: 22.08.2025 - 4 p.m. (for Sl.No. 8 & 9).** Bid opening date for technical proposal **25.08.2025 - 11 a.m. (for Sl.No. 8 & 9).** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 - 4 p.m. (for Sl.No. 8 & 9).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 9).**

The Exe. Engr. (L&E)/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :-

1. NIT No. : LTG/Z2/INST/AMC-8/25-26 Name of work **: Deployment of electrical personnel in night shift at Entally Market (WD-54), under Br-VI.** Estimated Amount **: Rs.4,16,705.80.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Bid submission starting date and time **: 13.08.2025 from 11 a.m.** Last date and Time of submission of Bid **: 23.08.2205 upto 11 a.m.** Bid opening date for techncial proposal **: 25.08.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.08.2025 after 11 a.m.** from the website **: https://wbtenders.gov.in**

2. NIT No. : LTG/73/52/VI/Z-II/25-26 Name of work **: Replacement of Old & damaged LED street lights at different places in Ward No-52.** Estimated Amount **: Rs.1,98,853.85.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 11 Days.**

3. NIT No. : LTG/74/52/VI/Z-II/25-26 Name of work **: Renovation of street lighting system at Lenin Sarani and other different places in Ward No-52.** Estimated Amount **: Rs.1,96,723.76.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 14 Days.** Last date and time of Submission of Bid **: 20.08.2025 upto 5 p.m. (for Sl.No. 2 & 3).** Bid opening date **: 22.08.2025 (for Sl.No. 2 & 3).** The Bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.2 & 3).**

4. NIT No. : LTG/166/37/V/Z-II/25-26 Name of work **: Installation of LED light fittings along with other electrical accessories at Raja Ram Mohan Sarani and other sites in Ward No.37.** Estimated Amount **: Rs.2,99,898.29.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

5. NIT No. : LTG/167/37/V/Z-II/25-26 Name of work **: Installation of LED light fittings along with other electrical accessories at Patwar Bagan Lane, K.C.Sen Street and other sites in Ward No-37.** Estimated Amount **: Rs.3,15,362.40.** Earnest Money **: Rs.6,400.00.** Period of Completion **: 15 Days (for Sl.No.4 & 5).** Last date and time of Submission of Bid **: 19.08.2025 upto 6 p.m. (for Sl.No.4 & 5).** The Bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 - 6 p.m. (for Sl.No. 4 & 5).**

6. NIT No. : LTG/169/41/V/Z-II/25-26 Name of work **: Repairing and replacement of street light fittings and allied electrical works at Madan Mohan Burman Str. and other different places in Ward No-41, Br.-V.** Estimated Amount **: Rs.1,99,749.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last date and time of submission of Bid **: 19.08.2025 upto 4 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 at 6 p.m.**

7. NIT No. : KMC/LTG/46/WD25/IV/ZII/25-26 Name of work **: Repairing of lighting system at Kailash Saha Lane and other places in Ward -25 under Borough-IV.** Estimated Amount **: Rs.4,99,295.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 25 days.**

8. NIT No. : KMC/LTG/57/WD23/IV/ZII/25-26 Name of work **: Repairing of lighting system at Burtola Street and different places in Ward-23 under Br-IV.** Estimated Amount **: Rs.4,99,886.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 20 days.**

9. NIT No. : KMC/LTG/63/WD27/IV/ZII/25-26 Name of work **: Improvement of lighting system by New LED fittings at Kailash Bose Street, Duff Street and different places in Ward-27, Br-IV.** Estimated Amount **: Rs.2,99,394.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last date and time of submission of Bid (online) **: 20.08.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No. 7 to 9).** The Bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 - 2 p.m. (for Sl.No.7 to 9).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 4 to 9).**

10. NIT No. : LTG/93/51/VI/Z-II/25-26 Name of work **: Renovation of street lighting system at Lenin Sarani and other different places in Ward No-51.** Estimated Amount **: Rs.2,98,733.76.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last date and time of submission of Bid **: 20.08.2025 upto 5 p.m.** Bid opening date **: 22.08.2025.** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 at 5 p.m.**

11. NIT No. : LTG/70/47/VI/Z-II/25-26 Name of work **: Renovation of lighting arrangement at different Uttaran areas in Ward No-47.** Estimated Amount **: Rs.1,99,681.04.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 10 days.** Last date and time of submission of Bid **: 20.08.2025 upto 1 p.m.** Bid opening date **: 22.08.2025.** The bid forms and other details are available on and from **11.08.2025 - 1 p.m.** The website **: https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 10 & 11).**

12. NIT No. : LTG/171/V/Z-II/25-26 Name of work **: Annual comprehensive operation and maintenance of sound system from Princep Ghat to Bajekadamtala Ghat at Riverfront Site.** Estimated Amount **: Rs.3,57,540.00.** Earnest Money **: Rs.7,200.00.** Period of Completion **: 365 days.**

13. NIT No. : LTG/140/V/Z-II/25-26 Name of work **: Renovation of street lighting system by supplying of Luminaries and other electrical accessories for essential works at Riverfront Sites under Br-V.** Estimated Amount **: Rs.4,99,639.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last date and time of submission of Bid **: 19.08.2025 upto 4 p.m. (for Sl.No.12 & 13).** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 at 6 p.m. (for Sl.No.12 & 13)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.12 & 13).**

Corrigendum

NIT NO.KMC/ROADS/2025-2026/161 published in this newspaper on **28/07/2025 (Key No.746/25-26) of ROADS Department (for Sl.No.1).** Last date and time submission of bid will be read as **16/08/2025 at 12 Noon** instead of 06/08/2025 at 12 Noon.

835/ 25-26

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯তম তল, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক 'এ', ৭৮৯, আনন্দপুর ই.কে.টি., কলকাতা - ৭০০০ ১০৭
সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬, ওয়েবসাইটঃ kilburnengg.com

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য অনুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	বছর সমাপ্তি
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
		৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
১.	মোট আয়	৯,৬৭৮.০২	১০,৩১৬.৩২	৬,৪৩৬.৮০	৩৩,৮০০.০২
২.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	২,১২০.০০	২,৪৭৯.৬০	১,৩৫৯.৩৫	৭,৩৫০.৯০
৩.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	১,৪৭১.২৫	১,৬২৫.২৮	১,০৭০.৪১	৫,৪৮১.৬৪
৪.	সময়কাল / বছরের জন্য মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি)	১,৪৯৬.১৫	১,৩৪৬.৭২	১,১০২.৬৮	৫,৩৬০.৬৬
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৪,৮৪৩.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৪,১৮২.০৪	৪,৭৪৮.৭৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়)				
	মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	৩.০৬	৩.৬৩	২.৫৬	১২.২৪

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি	বছর সমাপ্তি
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
		৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
১.	মোট আয়	১৩,১৭৭.৩৯	১২,৭৮০.১৪	৮,৬১২.৯১	৪২,৭৬১.৯১
২.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	২,৯৬৪.৬২	২,৯৪১.৪৩	১,৪৭২.৩৯	৮,২৬৬.৪৭
৩.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	২,১৩০.৭১	২,০৪১.১৫	১,১৫৮.৬৪	৬,২৩৮.৯৯
৪.	সময়কাল / বছরের জন্য মোট সামগ্রিক আয় / (ক্ষতি)	২,১৪৭.৮২	১,৭৫৪.১৬	১,১৪৮.০৩	৬,১০৩.০৯
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৪,৮৪৩.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৪,১৮২.০৪	৪,৭৪৮.৭৯
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়)				
	মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	৪.৪৪	৪.৫৬	২.৭৭	১৩.৯৪

মন্তব্যঃ
উপরে উল্লেখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একত্রিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

তারিখঃ ৭ই আগস্ট, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

বোর্ডের আদেশানুসারে
(রঞ্জিত লালা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন ০৭২৬৬৬৭৮

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 10.09.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

SOUTH 24 PARGANAS DISTRICT-AMTALA: 3966000012, 3966000032, 3966000064, 3966000120, 3966000124, 3966000130, 3966000139, 3966000143, 3966000147, 3966000167, 3966000168, 396600987, 396601065, 396601067, 396601210, 396601244, 396601258, 396601276, 396601309, 396601325, 396601346, 396601405, 396601415, 396601469. **BARUIPUR:** 2508000027, 2508000054, 2508000062, 2508000105, 2508000129, 2508000132, 2508000133, 2508000135, 2508000139, 2508000156, 2508000176, 2508000210, 2508000211, 2508000231, 2508000246, 2508000265, 2508000266, 2508000269, 2508000284, 2508000328, 2508000336, 2508000338, 2508000355, 2508000395, 2508000405, 2508000435, 250804109, 250804131, 250804148, 250804195, 250804203, 250804243, 250804253, 250804415, 250804419, 250804445, 250804447, 250804473, 250804529, 250804569, 250804583, 250804648, 250804649, 250804740, 250804802, 250804814, 250804890, 250804896, 250804906, 250804966, 250804999, 250805007, 250805079, 250805136, 250805141, 250805169, 250805174, 250805175, 250805200, 250805244, 250805276, 250805279, 250805345, 250805367, 250805369, 250805398, 250805402, 250805427, 250805481, 250805487, 250805512, 250805533, 250805549, 250805553, 250805570, 250805575, 250805576, 250805587, 250805592, 250805623, 250805634, 250805747, 250805753, 250805756, 250805768, 250805770, 250805772, 250805785, 250805786, 250805801, 250805820, 250805823, 250805863, 250805875, 250805884, 250805887, 250805888, 250805936, 250805960, 250805999, 250806000, 250806003, 250806037, 250806048, 250806070, 250806071, 250806078, 250806086, 250806089, 250806114, 250806123, 250806137, 250806138, 250806140, 250806141, 250806158, 250806161, 250806168, 250806169, 250806173, 250806195. **BUDGE BUDGE-WEST BENGAL:** 2684000027, 2684000041, 2684000055, 2684000075, 2684000084, 2684000085, 2684000086, 2684000092, 2684000096, 2684000097, 2684000115, 2684000120, 2684000148, 2684000163, 2684000173, 2684000186, 2684000202, 2684000207, 2684000213, 2684000220, 2684000221, 2684000256, 2684000258, 2684000263, 2684000264, 2684000270, 2684000431, 268402691, 268402758, 268402774, 268402776, 268402782, 268402788, 268402790, 268402792, 268402847, 268402857, 268402882, 268402989, 268403076, 268403079, 268403083, 268403105, 268403127, 268403152, 268403160, 268403167, 268403171, 268403173, 268403198, 268403214, 268403219, 268403234, 268403253, 268403258, 268403262, 268403263, 268403314, 268403335, 268403340, 268403356, 268403407, 268403416, 268403434, 268403435, 268403458, 268403486, 268403487, 268403529, 268403541, 268403575, 268403584, 268403593, 268403594, 268403601, 268403617, 268403623, 268403628, 268403643, 268403651, 268403659, 268403672, 268403716, 268403740, 268403745, 268403803, 268403812, 268403826, 268403837, 268403845, 268403855, 268403861, 268403863, 268403865, 268403869, 268403879, 268403885, 268403910, 268403916, 268403927, 268403979, 268404003, 268404012, 268404023, 268404038, 268404047, 268404120, 268404121, 268404122, 268404146, 268404147, 268404154, 268404172, 268404181, 268404185, 268404191, 268404204, 268404218, 268404219, 268404229, 268404232, 268404255, 268404261, 268404262, 268404279. **CANNING:** 4200000068, 4200000099, 4200000104, 4200000107, 4200000111, 4200000125, 4200000129, 4200000132, 4200000140, 4200000145, 4200000186, 4200000196, 4200000199, 4200000237, 4200000284, 420002312, 420002317, 420002367, 420002406, 420002416, 420002425, 420002577, 420002616, 420002648, 420002707, 420002776, 420002787, 420002802, 420002804, 420002814, 420002842, 420002855, 420002876, 420002949, 420003006, 420003021, 420003023, 420003026, 420003032, 420003036, 420003084, 420003096, 420003142, 420003152, 420003157, 420003207, 420003212, 420003220, 420003245, 420003249, 420003261, 420003287, 420003291, 420003353, 420003364, 420003369, 420003370, 420003375, 420003377, 420003399, 420003403, 420003422, 420003469, 420003487, 420003521, 420003530, 420003531, 420003537, 420003539, 420003540, 420003552, 420003621, 420003625, 420003658, 420003680, 420003701, 420003710, 420003723, 420003734, 420003735, 420003745, 420003746, 420003754, 420003779, 420003793, 420003796, 420003809, 420003833, 420003854, 420003874, 420003877, 420003879, 420003898. **DIAMOND HARBOUR:** 4002000006, 4002000009, 4002000016, 4002000038, 4002000055, 4002000062, 4002000102, 4002000106, 4002000109, 4002000116, 4002000125, 4002000150, 4002000165, 4002000178, 4002000179, 4002000180, 4002000183, 4002000201, 4002000220, 4002000228, 4002000237, 4002000309, 400202542, 400202573, 400202635, 400202658, 400202672, 400202690, 400202721, 400202761, 400202763, 400202773, 400202788, 400202797, 400202798, 400202804, 400202806, 400202905, 400202921, 400202927, 400202952, 400202994, 400202997, 400203017, 400203027, 400203081, 400203083, 400203134, 400203167, 400203169, 400203179, 400203189, 400203252, 400203261, 400203264, 400203271, 400203273, 400203285, 400203306, 400203358, 400203374, 400203387, 400203388, 400203441, 400203450, 400203467, 400203511, 400203514, 400203515, 400203543, 400203545, 400203547, 400203614, 400203622, 400203635, 400203662, 400203671, 400203672, 400203674, 400203675, 400203681, 400203682, 400203683, 400203685, 400203694, 400203703, 400203709, 400203711, 400203725, 400203738, 400203741, 400203743, 400203745, 400203746, 400203752, 400203759, 400203770, 400203776, 400203780, 400203786, 400203791, 400203808, 400203815, 400203824. **KAKDWIP:** 4154000042, 4154000064, 4154000093, 4154000094, 4154000114, 4154000117, 4154000123, 4154000138, 4154000139, 4154000174, 4154000181, 4154000184, 4154000193, 4154000198, 4154000220, 4154000244, 4154000365, 415403594, 415403679, 415403760, 415403918, 415403963, 415404006, 415404007, 415404035, 415404144, 415404202, 415404234, 415404267, 415404284, 415404311, 415404319, 415404350, 415404354, 415404376, 415404382, 415404403, 415404415, 415404422, 415404434, 415404435, 415404484, 415404541, 415404543, 415404644, 415404700, 415404738, 415404775, 415404792, 415404807, 415404945, 415404972, 415404994, 415405022, 415405035, 415405078, 415405092, 415405130, 415405144, 415405172, 415405223, 415405243, 415405252, 415405255, 415405265, 415405278, 415405449, 415405473, 415405487, 415405502, 415405522, 415405532, 415405553, 415405554, 415405582, 415405583, 415405621, 415405638, 415405646, 415405677, 415405701, 415405728, 415405738, 415405805, 415405810, 415405817, 415405831, 415405862, 415405864, 415405876, 415405881, 415405888, 415405896, 415405900, 415405910, 415405911, 415405919, 415405929, 415405930, 415405944, 415405955, 415405966, 415405967, 415405975, 415405979, 415405985, 415406003, 415406004, 415406021, 415406035, 415406052, 415406055, 415406065, 415406132, 415406146, 415406148, 415406196, 415406218. **NEW GARIA:** 3988000025, 3988000031, 3988000042, 3988000046, 3988000057, 3988000090, 3988000125, 3988000131, 3988000152, 3988000199, 3988000252, 3988000261, 3988000333, 3988000340, 3988000358, 398803517, 398803542, 398803551, 398803556, 398803603, 398803621, 398803651, 398803661, 398803670, 398803683, 398803715, 398803772, 398803945, 398803957, 398803975, 398803993, 398804037, 398804044, 398804069, 398804179, 398804180, 398804192, 398804249, 398804251, 398804263, 398804279, 398804282, 398804296, 398804308, 398804324, 398804341, 398804367, 398804409, 398804416, 398804424, 398804433, 398804448, 398804455, 398804467, 398804489, 398804514, 398804526, 398804545, 398804550, 398804569, 398804570, 398804586, 398804587, 398804594, 398804603, 398804613, 398804616, 398804642, 398804644, 398804705, 398804739, 398804775, 398804789, 398804790, 398804842, 398804848, 398804861, 398804869, 398804880, 398804894, 398805000, 398805008, 398805225, 398805260, 398805263, 398805324, 398805325, 398805334, 398805352, 398805353, 398805448, 398805478, 398805493, 398805522, 398805523, 398805551. **SONARPUR:** 4126000003, 4126000019, 4126000020, 4126000035, 4126000041, 4126000044, 4126000046, 4126000064, 4126000068, 4126000074, 4126000075, 4126000081, 4126000088, 4126000096, 4126000115, 4126000125, 4126000137, 4126000139, 4126000143, 4126000151, 4126000157, 4126000164, 4126000193, 4126000195, 4126000196, 4126000199, 4126000202, 4126000210, 4126000214, 4126000219, 4126000220, 4126000221, 4126000226, 4126000234, 4126000261, 412602401, 412602492, 412602505, 412602512, 412602537, 412602565, 412602608, 412602614, 412602615, 412602616, 412602623, 412602626, 412602642, 412602656, 412602665, 412602679, 412602699, 412602708, 412602732, 412602770, 412602780, 412602797, 412602816, 412602841, 412602857, 412602859, 412602903, 412602916, 412602919, 412602931, 412602939, 412602953, 412602972, 412602975, 412602998, 412602999, 412603005, 412603036, 412603044, 412603045, 412603047, 412603050, 412603069, 412603070, 412603082, 412603105, 412603124, 412603135, 412603151, 412603171, 412603210, 412603214, 412603228, 412603231, 412603246, 412603252, 412603255, 412603258, 412603265, 412603270, 412603274, 412603296, 412603299, 412603300, 412603302, 412603303, 412603316, 412603320, 412603322, 412603340, 412603357, 412603375, 412603415, 412603420, 412603421, 412603450, 412603466, 412603473, 412603474, 412603496, 412603502, 412603524, 412603526, 412603536, 412603537, 412603540, 412603545, 412603549, 412603551.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 23.09.2025 at 10.00 am at **SONARPUR:** First Floor Holding No. 64, H.C Sarani, Sonarpur, District - 24 Parganas (South) West Bengal-700150, Sonarpur, South 24 Paragnas, West Bengal-7000150 এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

অফবিট

কাশ্মীরের মাটি খুঁড়ে উদ্ধার শতাব্দীপ্রাচীন মুর্তি ও ১১টি শিবলিঙ্গ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৫ সালের ৩ আগস্ট, জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার সালিয়া এলাকায় অবস্থিত করকুট নাগ স্প্রিং-এর পুনরুদ্ধার কাজের সময় একটি অসাধারণ আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার ঘটেছে। এই কাজের ফলে শতাব্দীপ্রাচীন হিন্দু দেবমূর্তি এবং ১১টি শিবলিঙ্গ উদ্ধার করা হয়েছে, যা এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গভীরতাকে উন্মোচন করেছে। এই আবিষ্কারটি কেবল আর্কিওলজি প্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেনি, বরং কাশ্মীর উপত্যকার ধর্মীয় ও সভ্যতার ইতিহাসের পুনর্লেখনের দাবিও জাগিয়ে তুলেছে।

● আবিষ্কারের পটভূমি

কাশ্মীরের এই অঞ্চলে স্প্রিং-এর পুনরুদ্ধার কাজ চলাকালীন খননের মাধ্যমে এই প্রাচীন মূর্তি ও শিবলিঙ্গগুলো উদ্ধার হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও জম্মু-কাশ্মীর আর্কাইভস, আর্কিওলজি ও মিউজিয়াম বিভাগের কর্তৃপক্ষের তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে যে, এগুলো হিন্দু ধর্মের গভীর সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রমাণ। উদ্ধারকৃত মূর্তিগুলোতে শিল্পকলার অসাধারণ নমুনা দেখা যাচ্ছে, যা সম্ভবত গান্ধার শৈলীর প্রভাবে গঠিত। গান্ধার শৈলী, যা প্রথম থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে কুষাণ সাম্রাজ্যের সময়ে উন্নত হয়েছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকলার সমন্বয়ের জন্য বিখ্যাত। এই মূর্তিগুলোতে সূক্ষ্ম খোদাইকাজ ও ধর্মীয় প্রতীকগুলো এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। স্থানীয় কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মতে, এই অঞ্চলে একসময় করকুটা রাজবংশের প্রভাব ছিল। তাই সম্ভবত এখানে একটি মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বা এই মূর্তিগুলো সংরক্ষণের জন্য সাবধানে রাখা হয়েছিল। এই আবিষ্কারটি কাশ্মীরের ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করতে পারে, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী শাসনের ছায়ায় হিন্দু সভ্যতার চিহ্নগুলো কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

● আর্কিওলজিকাল গবেষণা ও পরবর্তী পদক্ষেপ

উদ্ধারকৃত মূর্তি ও শিবলিঙ্গগুলোর গুরুত্ব বুঝতে জম্মু-কাশ্মীর আর্কাইভস বিভাগের একটি দল সাইটে গিয়ে পরিদর্শন করেছে। এই দলটি মূর্তিগুলো সংগ্রহ করে শ্রীনগরের এসপিএস মিউজিয়ামে পাঠিয়েছে, যেখানে গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা এদের বয়স ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্ণয়ের জন্য পদার্থ বিশ্লেষণ ও কার্বন ডেটিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। এই পরীক্ষার ফলাফল কাশ্মীর উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার সময়সীমা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বুরজাহম আর্কিওলজিকাল সাইটের মতো কাশ্মীরে পূর্বে প্রাপ্ত প্রমাণগুলো নিউলিথিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-১০০০) থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত স্থানীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রকাশ করেছে। এই নতুন আবিষ্কারটি সেই ধারার একটি অংশ হতে পারে, যা কাশ্মীরকে ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্কিওলজিকাল অঞ্চলগুলোর একটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

● স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এই আবিষ্কারের পর স্থানীয় কাশ্মীরী সম্প্রদায়, বিশেষ করে পণ্ডিত সম্প্রদায়, উচ্চ আবেগে আন্দোলিত হয়েছে। তাদের মতে, এই জায়গাটি একটি প্রাচীন মন্দিরের অংশ ছিল, এবং উদ্ধারকৃত শিবলিঙ্গগুলো পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তারা সরকারের কাছে দাবি করেছে যে, এই স্থানটি সংরক্ষণ করা হোক এবং একটি নতুন মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা হোক। এই দাবিটি কাশ্মীরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে এই আবিষ্কার নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়ে গেছে। কিছু ব্যক্তি দাবি করছেন যে, এই মূর্তিগুলো বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রভাবে গঠিত হতে পারে, যা গান্ধার সভ্যতার একটি অংশ। তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এখনও এগুলোকে হিন্দু ধর্মের সাথে যুক্ত করছেন, যেহেতু শিবলিঙ্গের উপস্থিতি স্পষ্টভাবে শৈব সম্প্রদায়ের প্রমাণ দেয়।

● ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

কাশ্মীরের ইতিহাসে এই আবিষ্কারটি একটি মাইলফলক হতে পারে। কারণ, এটি প্রমাণ করে যে, কাশ্মীর উপত্যকা শুধুমাত্র ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র নয়, বরং হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল। গান্ধার সভ্যতার প্রভাব এখানে স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়, যা ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। সরকারের পক্ষ থেকে এই স্থানটিকে একটি আর্কিওলজিকাল স্থান হিসেবে ঘোষণা করা এবং গবেষণার জন্য যথেষ্ট তহবিল বরাদ্দ করা জরুরি। এই আবিষ্কারটি কাশ্মীরের পর্যটন ক্ষেত্রেও একটি নতুন দিশা আনতে পারে, যেখানে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভাল্লভ হয়ে উঠবে। সুতরাং, কাশ্মীরের মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা এই শতাব্দীপ্রাচীন সম্পদ উদ্ধারের মাধ্যমে আমরা একটি বড় ঐতিহাসিক সত্যের সামনে দাঁড়িয়েছি। এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় প্রতীক নয়, বরং মানব সভ্যতার একটি অমূল্য ঐতিহ্য, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নগদ কাণ্ডে চাপ বাড়ল বিচারপতি ভার্মার

খারিজ হয়ে গেল আবেদন!

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ নগদ কাণ্ডে চাপ বাড়ল বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার। সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার তাঁর দাখিল করা সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে যেখানে তিনি তাঁর অপসারণের সুপারিশকারী ইন-হাউস কমিটির রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের ফলে এখন সংসদ বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে পারবে। উল্লেখ্য, তিনি তৎকালীন প্রধান বিচারপতির রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান অপসারণের সুপারিশপত্রও আইনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। এদিন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি এজি মাসিহের বেঞ্চ জানিয়েছে, ইন-হাউস কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া এবং তদন্তের রীতি আইনবিরুদ্ধ নয়। আদালত জানায়, সিজেআই ও ইন-হাউস কমিটি সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে কাজ করেছে। তদন্ত চলাকালীন ছবি ও ভিডিও আপলোড না করায় কোনও ত্রুটি হয়নি। আর তা নিয়েই তখন কোনও আপত্তিও তোলা হয়নি। শীর্ষ আদালত আরও জানায়, প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো চিঠি সংবিধানবিরুদ্ধ নয়। আদালত বলে, আমরা কিছু পর্যবেক্ষণ রেখেছি, যেখানে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আপনি বিষয়টি নতুন করে তুলতে পারেন। এই রায়ের পর বিচারপতি ভার্মার অপসারণের পথে আর কোনও আইনি বাধা থাকল না। বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার প্রশ্নে এই রায়কে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রক্রিয়া সাংবিধানিক কাঠামোর অন্তর্গত, যা বিচারবিভাগের নিজস্ব সিদ্ধান্তের মধ্যেই পড়ে। এই রায়ে বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে অপসারণের প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগোল বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। এর আগে বহুবার বিচারবিভাগীয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। এই মামলাটি নতুন করে সেই আলোচনায় ঘি ঢালল বলেই মত পর্যবেক্ষকদের। একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের তদন্ত এবং তাতে উঠে আসা প্রমাণ ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে বিরল। ফলে, এই ঘটনা শুধু যশবন্ত ভার্মাকে ঘিরে নয়, গোটা বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার দিকেও বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

ভারত সরকার
সহযোগিতা মন্ত্রণালয়

ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (টিএসইউ) প্রথম রেজিস্ট্রার এবং অর্থ কর্মকর্তা নিয়োগ

গুজরাট রাজ্যে ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (টিএসইউ) প্রতিষ্ঠার জন্য ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, ২০২৫ সংসদ কর্তৃক পাস হয়েছে এবং ৩রা এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নিম্নলিখিত শূন্যপদগুলির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক. প্রথম রেজিস্ট্রার এবং অর্থ কর্মকর্তার বিধিবদ্ধ পদের জন্য যোগ্যতার শর্তাবলীঃ

১. রেজিস্ট্রার-০১ পদ (অসংরক্ষিতক)

অ) সরাসরি নিয়োগ

অপরিহার্যঃ

১. গ্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করা হোক না কেন, পয়েন্ট স্কেলে কমপক্ষে ৫৫ নম্বর বা সমমানের গ্রেড সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

২. একাডেমিক স্তর ১১ এবং তার উপরে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা সহযোগী অধ্যাপক সহ একাডেমিক স্তর ১২ এবং তার উপরে ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতা।

অথবা

গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক অভিজ্ঞতা

অথবা

১৫ বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৮ বছর ডেপুটি রেজিস্ট্রার বা সমমানের পদ হিসেবে থাকবে।

বয়সঃ আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখে ৫৭ বছরের কম হলে অগ্রাধিকারযোগ্য।

আ) ডেপুটেশন

কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা থেকে আবেদনকারীরাও যোগ্য, শর্ত সাপেক্ষে যে তারা অনুরূপ পদ বা বেতন স্তর ১২-তে আট বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

অথবা

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান বা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবেদনকারীরাও যোগ্য, শর্ত সাপেক্ষে যে তারা অনুরূপ পদ বা বেতন স্তর ১২-তে আট বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং উপরে উল্লিখিত সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদনকারীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমাঃ আবেদনপত্র প্রাপ্তির শেষ তারিখে ৫৮ বছরের বেশি নয় (ভারত সরকার, কর্মী, পি.জি. এবং পেনশন কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক জারি করা ০৫-০২-২০১৮ তারিখের ও.এম. নং এবি-১৪০১৭/১১/২০১৭-এস্টেট (আরআর) অনুসারে)

মেয়াদঃ প্রাথমিকভাবে তিন (৩) বছরের জন্য এবং আরও দুই (২) বছরের জন্য অথবা ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত, যেটি আগে হয়, পুনর্নিয়োগের জন্য যোগ্য হতে পারেন।

২. অর্থ কর্মকর্তা-০১ পদ (অসংরক্ষিত)

অ) সরাসরি নিয়োগ

অপরিহার্যঃ

১. গ্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করা হোক না কেন, পয়েন্ট স্কেলে কমপক্ষে ৫৫ নম্বর সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সমমানের গ্রেড।

২. একাডেমিক লেভেল ১১ এবং তার উপরে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা একাডেমিক লেভেল ১২ এবং তার উপরে ৮ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অথবা

গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবংঅথবা উচ্চশিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক অভিজ্ঞতা,

অথবা

১৫ বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে ৮ বছর ডেপুটি রেজিস্ট্রার বা সমমানের পদ হিসেবে থাকবে।

বয়সঃ আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখে ৫৭ বছরের কম বয়সীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আ) ডেপুটেশনঃ

ভারতীয় নিরীক্ষা ও হিসাব পরিষেবা বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংগঠিত পরিষেবা বা রাজ্য সরকারের কর্মকর্তাদের আবেদনকারীরাও যোগ্য, শর্ত সাপেক্ষে যে তাদের বেতন স্তর ১২-তে অনুরূপ পদ বা আট বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

অথবা

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় অর্থায়িত কারিগরি প্রতিষ্ঠান বা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আবেদনকারীরাও যোগ্য, শর্ত সাপেক্ষে যে তাদের বেতন স্তর ১২-তে অনুরূপ পদ বা আট বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তারা উপরে উল্লিখিত সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদনকারীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমাঃ আবেদনপত্র প্রাপ্তির শেষ তারিখে ৫৮ বছরের বেশি নয় (ভারত সরকার, কর্মী, পি.জি. এবং পেনশন কর্মী ও প্রশিক্ষণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা ও.এম. নং এবি-১৪০১৭/১১/২০১৭-এস্টেট (আরআর) তারিখ ০৫-০২-২০১৮ অনুসারে)

মেয়াদঃ প্রাথমিকভাবে তিন (৩) বছরের জন্য এবং আরও দুই (২) বছর বা ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত, যেটি আগে হয়, পুনর্নিয়োগের জন্য যোগ্য হতে পারেন।

খ. বেতন এবং চাকরির শর্তাবলী

- এই পদটিতে ৭ম সিপিসির বেতন ম্যাট্রিক্সে স্তর-১৪ (প্রতি মাসে ১,৪৪,২০০-২,১৮,২০০- টাকা) বেতন এবং টিএসইউ আইন, ২০২৫, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি এবং অধ্যাদেশ অনুসারে সময়ে সময়ে সংশোধিত অন্যান্য বেতন এবং ভাতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- চাকরির শর্তাবলী টিএসইউ আইন, ২০২৫, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও অধ্যাদেশে উল্লেখিত হবে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হবে।

গ. নিয়োগের পদ্ধতি

- টিএসইউ আইন, ২০২৫ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাচন কমিটির সুপারিশে প্রথম রেজিস্ট্রার এবং অর্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।
- বিজ্ঞাপনটি https://www.education.gov.in, https://www.cooperation.gov.in, এবং https://www.irma.ac.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- প্রার্থীদের ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমর্থ পোর্টালে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে হবে, নীচের লিঙ্ক অনুসারে https://moegroupant.samarth.ac.in
- উপরের লিঙ্কটি ৭ই আগস্ট ২০২৫ এবং সকাল ১০:০০টা থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে।

CBC 66101/11/0005/2526

নাম পরিবর্তন

আমি shikha Sengupta DO - Prahlad Paramanik wo- Ajit sengupta, মাটিয়া পশ্চিম পাড়া, পোঃ P.S.- মাটিয়া, উঃ ২৪ পরগনা তিনটি জমির রেকর্ডে Deed vide No 4152/07, date 28-09-2007, Deed vide No. 7277/09 dt 30.12.2009, Deed No-5319/2013 dt 11-07-2013. আমার নাম Shikha Paramanik আছে। গত ইং ০৪-০৮-২০২৫ বসিরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ৭০০৭২৫ নং এফিডেভিট বলে বিয়ের আগে Shikha Paramanik ছিলাম, বিয়ের পরে Shikha Sengupta একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি shikha Sengupta DO - Prahlad Paramanik wo- Ajit sengupta, মাটিয়া পশ্চিম পাড়া, পোঃ P.S.- মাটিয়া, উঃ ২৪ পরগনা তিনটি জমির রেকর্ডে Deed vide No 415207, date 28-09-2007, Deed vide No. 727709 dt 30/12/2009, Deed No-5319/2013 dt 11-07-2013. আমার নাম Shikha Paramanik আছে। গত ইং ০৪-০৮-২০২৫ বসিরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 7007/25 নং এফিডেভিট বলে বিয়ের আগে Shikha Paramanik ছিলাম, বিয়ের পরে Shikha Sengupta একই ব্যক্তি হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, Priyanka Basak Dey W/o Ritam Dey Residing at 66, Satashi Main Road, P.o - G.I.P Colony, P.s - Jagacha, District - Howrah, Pin - 711112, West Bengal India shall henceforth be known as Priyanka Dey. I declare that Priyanka Basak Dey and Priyanka Dey is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-08-2025.

Name Change

I, Abdul Latib Mondal my father's (Old Name) A Samad Mondal resident of Vill-Lakshipur Uttarpara , Po-Natidanga , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my father's name from A Samad Mondal to Abdus Samad Mondal and henceforth my father's name shall be known as Abdus Samad Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025.My father's name Abdus Samad Mondal & A Samad Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, A Latif Mondal (Old Name) S/O– Abdus Samad Mondal resident of Vill-Lakshipur Uttarpara , Po-Natidanga , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from A Latif Mondal to Abdul Latib Mondal and henceforth I shall be known as Abdul Latib Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025.My name Abdul Latib Mondal & A Latif Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,Jessy Thomas (old name) D/O - Thomas Vanchickal, W/o - Brindaban Ghosh, resident of Vill & PO- Mahatpur, P.S- Chapra, Dist-Nadia Pin-741164 do hereby declare that I have changed my name from Jessy Thomas (old name) to Baishnabi Ghosh (new/correct name) and henceforth I shall be known as Baishnabi Ghosh (new/correct name) in all purpose, vide affidavit no- 6. sworn before the Notary Public at Krishnagar on 06/08/2025. Baishnabi Ghosh (new/correct name) and Jessy Thomas (old name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি seikh yakub Zamadar (পুরাতন নাম) পিতা Seikh Yusuf zamadar ঠিকানা-বসন্তপুর, ঘনাপাড়া ওয়ার্ড নং -১৭, পোঃ থানা এবং, পৌরসভা আরামবাগ জেলা হুগলী, পিন নং-৭১২৬০১ পঃবঃ। ফার্স্ট ক্লাস এল. ডি. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা SK yakub zamadar (নতুন নাম) পিতা SK Yousof zamadar পরিচিত হলাম। তারিখ ০৫.০৮.২০২৫ এফিডেভিট (SL.NO-1874) Seikh Yakub Zamadar ((পুরাতন নাম) পিতা Seikh yusuf Zamadar এবং SK. Yakub Zamadar (নতুন নাম) পিতা Sk Yousof Zamadar উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sankari Sue W/o Anil Sue Residing at Vill+P.o - Mandra, P.s - Indus, District - Bankura, Pin - 722201, West Bengal India shall henceforth be known as Shankari Sue. I declare that Sankari Sue and Shankari Sue is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Lalita D/o Sushil Kumar Karmokar Residing at 12, Rachna Madir, West Avenue Road, Santacruz (W),P.s - Santacruz West, Mumbai - 400054, Maharashtra India shall henceforth be known as Lalita Tarun Dutta. I declare that Lalita and Lalita Tarun Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Tarun Dutta S/o Late Tarun kumar Nityanand Dutta Residing at Flat-4M, Tower-16, Alcove Sangam, Mahesh Bose Para Road, GT Road, P.o - Srerampore, P.s - Srerampore, District - Hooghly, Pin- 712202, West Bengal India that my deceased father who previously known as Tarun Nityanand Dutta shall henceforth be known as Tarun Kumar Nityanand Dutta as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 07-08-2025. I declare that my deceased father Tarun Nityanand Dutta and Tarun kumar Nityanand Dutta is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Mayarani Das (old name) W/o - Haradhan Das residing at Uttar Kalatala, P.O. Charbrahmanagar P.S. Nabadwip Dist. Nadia. I Have Changed my name from Mayarani Das (Old Name) to Maya Das (new name), That I Maya Das (New Name) & Mayarani Das (Old Name) is same & one identical person vide affidavit Ld Judicial Magistrate (1st Class) Nabadwip Nadia Dated 11.06.2025.

Name Change

I, Abdullatif Mondal (Old Name) S/O– Abdus Samad Mondal resident of Vill-Lakshipur Uttarpara , Po-Natidanga , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Abdullatif Mondal to Abdul Latib Mondal and henceforth I shall be known as Abdul Latib Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025.My name Abdul Latib Mondal & Abdullatif Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Afrofa Bibi (Old Name) W/O–Jabbar Ali Mondal resident of Vill-Lakshipur Uttarpara , Po-Natidanga , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Afrofa Bibi to Afrosa Bibi and henceforth I shall be known as Afrosa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025.My name Afrosa Bibi & Afrofa Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Fatema Bibi, my father's (Old Name) Rajjak Ali Biswas resident of Vill- Raninagar , Po-Diar Raninagar , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my father's name from Rajjak Ali Biswas to Abdur Rajjak and henceforth my father's shall be known as Abdur Rajjak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My father's name Abdur Rajjak & Rajjak Ali Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Khonkan Shaikh (Old Name) S/O–Ratan Sekh residing at Vill- Chakbehari, PO-Natipota , PS-Tehatta , Dist- Nadia, West Bengal Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Khonkan Shaikh to Khokan Sekh and henceforth I shall be known as Khokan Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My name Khokan Sekh & Khonkan Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Mabiya Bibi Mondal (Old Name) W/O– Abdul Latib Mondal residing at Vill-Lakshipur uttarpara , PO- Natidanga , PS-Thanarpara, Dist- Nadia, West Bengal Pin- 741152 do hereby declared that I have changed my name from Mabiya Bibi Mondal to Mabiya Bibi and henceforth I shall be known as Mabiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My name Mabiya Bibi & Mabiya Bibi Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Monirul Islam (Old Name) S/O–Late Marjem Seikh resident of Vill- Purba Mondalpara , Po-Nutan Durgapur , Ps-Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Monirul Islam to Manirul Seikh and henceforth I shall be known as Manirul Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My name Manirul Seikh & Monirul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Rukibor Rahaman (Old Name) S/O–Abdul Ohab Sk resident of Vill- B D O Office Para , Po- Nashipur Balagachi, Ps- Ranitala, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Md Rukibor Rahaman to Md Rokibor Rahaman and henceforth I shall be known as Md Rokibor Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My name Md Rokibor Rahaman & Md Rukibor Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Mehedi Hasan , my Father's (Old Name) Late Abdul Ahad Ali resident of Vill- Lohapur Bazar , Po-Lohapur , Ps-Nalhati , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731237 do hereby declared that I have changed my Father's name from Abdul Ahad Ali to Abdul Ahad and henceforth my father's name shall be known as Abdul Ahad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My Father's name Abdul Ahad & Abdul Ahad Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Suraya Bibi (Old Name) W/O–Md Fayam Ali residing at Vill-Ramkantapur Purba , PO- Kalukhali , PS-Bhagwangola , Murshidabad, West Bengal Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Suraya Bibi to Suraiya Bibi and henceforth I shall be known as Suraiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/08/2025. My name Suraiya Bibi & Suraya Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Dutta S/o Lalita Tarun Dutta Residing at Flat - 4M, Tower - 16, Alcove Sangam, Mahesh Bose Para Lane, G T Road, P.o - Srerampore, P.s - Srerampore, District - Hooghly, Pin - 712202, West Bengal India shall henceforth be known as Sanjay Tarun Dutta. I declare that Sanjay Dutta and Sanjay Tarun Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Manas Ashutosh Das (Old Name) S/o Ashutosh Das Residing at 21B, Lock Gate Road, P.o - Cossipore, P.s - Chitpur, District- Kolkata, Pin- 700002 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Manas Das (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah, vide affidavit no 7500 Dated 31-07-2025. I declare that Manas Ashutosh Das (Old Name) and Manas Das (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Abdul Sabur Mandal পিতা Late Tujammel Hossin Mondal ঠিকানা Vill - Shyam Nagar, P.o - Garapota, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin- 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-08-2025 এর Affidavit no 004/2025 দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Tujammel Mandal, Tujammel Hosen Mondal (পুরাতন নাম) এখন থেকে Tujammel Hossin Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলেন। আমার মৃত পিতা Tujammel Mandal, Tujammel Hosen Mondal (পুরাতন নাম) ও Tujammel Hossin Mondal (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে এবার পদ্ম পাড়ি দিচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত সহ বিদেশেও

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৭ আগস্ট ঃ প্রচলিত একটি প্রবাদ রয়েছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর প্রত্যেক

পুজো পার্বণে বিভিন্ন ধরনের ফুল দরকার হয়ে থাকে। তবে সব থেকে বেশি প্রয়োজন হয় পদ্ম ফুল। দুর্গাপুজো কালীপুজো সব সময় পদ্ম ফুলের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। তবে শুধু পুজোর সময় না বছরের অন্যান্য সময়ও পদ্ম ফুলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর বছরের বিভিন্ন সময় বীরভূম থেকে পদ্ম পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে। বীরভূমের আহমেদপুরের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে পদ্ম ফুল আমেরিকা, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশে পৌঁছে যায়, তবে এটি সরাসরি আমোদপুর থেকে পৌঁছায় না। প্রথমে আমোদপুর থেকে কলকাতার বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে পদ্ম যায় এবং সেখান থেকে সেই সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটররা প্লেনের মাধ্যমে বিদেশে পৌঁছে দেন পদ্ম। তবে তাদের চাষ করা পদ্ম বিদেশে যাচ্ছে এতে যেমন গর্বিত পদ্মচাষিরা। অন্যদিকে, বিভিন্ন সময় পদ্মচাষে ব্যাপক ক্ষতিও হয়। যেমন অতি বৃষ্টির কারণে বহু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন পদ্ম ফুল চাষিরা। মেলেনি ন্যায্য মজুরি, আক্ষেপ পদ্মচাষি থেকে মহাজনদের। গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে পুকুর, ছোট জলাশয় সর্বত্রই পদ্ম চাষ হয়ে থাকে। অনেকে এখন আবার বাড়িতেও পদ্ম চাষ করে থাকেন। বীরভূমও পদ্ম চাষের জন্য অনুকূল। দুর্গাপুজো এবং লক্ষ্মী পূজার সময় এবং কালী পুজোর সময় পদ্মের চাহিদা বাড়ে কয়েক গুণ। এছাড়াও সরস্বতী পুজোর সময় ও পদ্ম ফুলের চাহিদা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। বীরভূমের আহমেদপুরের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে এবার পদ্ম পাড়ি দিচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত সহ বিদেশে। এখান থেকে কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কেরল, রাজস্থান প্রভৃতি জায়গায় পদ্ম যাচ্ছে। এমনকি, দুর্গাপুজো, কালিপুজো, লক্ষ্মীপুজোতেও মেট্রো শহরগুলি পদ্ম ফুল যায় বীরভূমের আহমেদপুর থেকে। তবে কীভাবে এই পদ্ম পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে! এই বিষয়ে পদ্ম ফুল চাষিরা জানাচ্ছেন বিদেশে গেলে পদ্ম প্লেনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। বিদেশে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ প্যাকিং এর মাধ্যমে সেটি পাঠানো হয়। একটি বাক্সে পাতা বরফ দিয়ে পদ্ম ফুল প্যাকিং করা হয়। তার পরে সেগুলি প্লেনে যায় বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমানে বীরভূমের এক একটি পদ্ম বেঙ্গালুরু পৌঁছাচ্ছে যার জন্য পদ্মের দাম চার টাকা থেকে পাঁচ টাকা হয়েছে। সেই পদ্ম বিকোচ্ছে ২০ থেকে ২৫ টাকা প্রত্যেক পিস হিসাবে। সামনেই বেঙ্গালুরু লক্ষ্মীপুজো রয়েছে তাই বর্তমানে বেঙ্গালুরু এই পদ্মের চাহিদা বেশি।

জলের তলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র! পৌঁছাতে পারছে না রোগী, এখন পরিষেবা মিলছে অস্থায়ী দোকানে

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৭ আগস্ট ঃ দোকানে স্বাস্থ্য পরিষেবা! জলমগ্ন কাটোয়ার পঞ্চাননতলা স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের পরিষেবা এখন মিলছে অস্থায়ী দোকানে। সরকারি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র চলছে একটি দোকানঘরের মধ্যে! এমনও সম্ভব! পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চাননতলা স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র জলে ডুবেছে। তাই অস্থায়ীভাবে একটি দোকান থেকেই চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বাধ্য হচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। আর তাতেই দুর্ভোগের শিকার স্থানীয় মানুষজন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মূল ভবন ও তার প্রবেশ পথ এখনও জলের তলায়। দুটি ঘর ডুবে রয়েছে। কচুরিপানা আর বিষধর সাপের উপদ্রব রয়েছে। এই অবস্থায় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এলাকার একটি দোকানে অস্থায়ীভাবে সপ্তাহে দু'দিন মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের মহিলা হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অম্বেষা পাল বলেন, পুরানো সাব-সেন্টারের রুমে জল জমে রয়েছে। সেই কারণে পঞ্চায়েত থেকে এখানে একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এখানে অসুবিধা তো হচ্ছেই, কোনও ওয়েটিং রুম নেই সবাইকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আমাদেরও বসার ঠিকঠাক জায়গা নেই। এই স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র মূলতঃ সদ্যোজাত শিশুদের টিকাকরণ, মায়েদের চিকিৎসা ও প্রাথমিক চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়ার জন্য পরিচিত। কিন্তু অস্থায়ী দোকানঘরে চিকিৎসা চলায় তৈরি হয়েছে একাধিক সমস্যা। নেই রোগীদের বসার সঠিক জায়গা, খোলা আকাশের নীচে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে সদ্যোজাত শিশু ও তাদের মায়েদের। বর্ষার সময় বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। চিকিৎসা নিতে আসা বহু রোগীকেই পড়তে হচ্ছে নানা অসুবিধার মুখে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা বলেন, ওখানে জল জমে আছে বলেই এই দোকানে আসতে হচ্ছে। অসুবিধা তো হচ্ছে কিন্তু কী করব? একটা বসার জায়গা নেই, যাঁরা বাচ্চা নিয়ে এসেছে তাদের আরও বেশি কষ্ট। যদিও এই স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের পাশেই বাঁধমুড়া এলাকায় একটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই সেখানে যেতে নারাজ। তাই বাধ্য হয়েই এই অস্থায়ী দোকানেই পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ওই পুরানো সাব-সেন্টার সংস্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষ চাইছেন যেন এই স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রটিকে নতুন ভাবে সংস্কার করা হয় এবং সেখান থেকেই সকলকে পরিষেবা প্রদান করা হয়।

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED
(CIN : L65993WB1974PLC157598)
REGD. OFFICE : AZIMGANJ HOUSE, 7, CAMAC STREET, UNIT NO 3B, 5TH FLOOR , KOLKATA - 700017
Phone No. : (033) 2282-5513,
E-MAIL: kilgroup2010@gmail.com ;
Website: www.kabirdasinvestmentslimited.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter Ended June 30, 2025 Unaudited	March-31 2025 Audited	June 30, 2024 Unaudited	Year Ended March-31 2025 Audited
1	Revenue From Operation	7.01	9.32	3.14	41.32
2	Other Income		0.33	-	0.33
3	Total Income	7.01	9.65	3.14	41.65
4	Total Operating Expenses	46.25	51.38	45.38	193.19
5	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and /or Extra-ordinary items #)	(39.23)	(41.73)	(42.25)	(151.53)
6	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items#)	(39.15)	(102.60)	(42.28)	(212.46)
7	Total Comprehensive income for the period /year (Comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	231.73	(334.07)	89.64	1,093.31
8	Equity Share Capital (of Rs. 1/- each)	39.57	39.57	39.57	39.57
9	Other Equity				3,619.99
10	Earning Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) Basic	(0.99)	(2.59)	(1.07)	(5.37)
	Diluted	(0.99)	(2.59)	(1.07)	(5.37)

The Company does not have any Exceptional and Extra-ordinary items.

Key Numbers of Standalone Financial Results (Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter Ended June 30, 2025 Unaudited	March-31 2025 Audited	June 30, 2024 Unaudited	Year Ended March-31 2025 Audited
1	Total Revenue From Operation	7.01	9.65	3.14	41.65
2	Profit Before Tax	(39.23)	(41.73)	(42.25)	(151.53)
3	Profit After Tax	(39.15)	(105.61)	(42.25)	(215.41)
4	Total Comprehensive Income	231.73	(323.95)	89.68	(197.65)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of MSE (www.msei.in) and on the Company's website (www.kabirdasinvestments.com).
2 The Financial Results of the Company/Group for the quarter ended 30 June 2025, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 7th August 2025 and have been reviewed by the Statutory Auditor.
3 The Statutory Auditor has provided un-modified Limited Review Report on the Quarterly Financial Results (Standalaone and Consolidated) to the Company for the quarter ended on June 30, 2025.

By Order of the Board of Directors
For **Kabirdas Invesments Ltd.**
Sd/-
Zubin Dipak Mehta
Managing Director
DIN : 06558255

Place : Kolkata
Date : 7th August 2025

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল১৭১১০ডব্লুবি১৯৩৫পিএলসি০৪৬১১১
রেজি. অফিসঃ ৯/১, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-২২৬২ ৪৪১৩ (এক্সটেনশন ৮৬০)
ই-মেলঃ rjm.ho@rjm.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com

৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির উদ্ধৃতি, যা ০৭.০৮.২০২৫ তারিখে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	আগের তিন মাস সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য তিন মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান শেষ ৩১.০৩.২০২৫ (পরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৪.৫৫	৫.৯০	৩.৫৮	৩৮.২৩
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং /অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	(৬০.৮৭)	(৭৭.২১)	(৬০.১২)	(২৩৬.২৬)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	(৬০.৮৭)	(৭৭.২১)	(৬০.১২)	(২৩৬.২৬)
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	(৬০.৮৭)	(৩.১১)	(৬০.১২)	(১৬২.১৬)
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	৪৫.৭৮	১,১৭৮.৫৩	২২৭.৮৬	১,৩৮৭.৫৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	৯,৫১৩.৯৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিক নয়) ক) মূল	(২২.৮৮)	(১.১৮)	(২২.৫৯)	(৬০.৯৫)
	খ) মিশ্র	(২২.৮৮)	(১.১৮)	(২২.৫৯)	(৬০.৯৫)

মন্তব্যঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট ঃ http://rameshwarajute.com/quartarly_results.php এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
খ) কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ অনুসারে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনও ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম সমন্বয় করা হয়নি।

দ্য রামেশ্বর জুট মিল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(চেয়ারম্যান)
ডিআইএন - ০০৮৬৯২২২

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৫

সোনাঝুরিতে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, ছড়ালো চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৭ আগস্ট ঃ বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি খোয়াই এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, গলায় ওড়না বাঁধা অবস্থায় জঙ্গলের ধারে দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রথম সেটি নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতের মুখে- চোখে থেঁতলানোর চিহ্ন আছে। যা থেকে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সম্ভবত খুন করার পর মৃতদেহটি ফেলে পালিয়েছে অভিযুক্তরা। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে পৌঁছান শান্তিনিকেতন থানার ওসি ডি মণ্ডল। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

বিপর্যস্ত ঘাটাল

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ৭ আগস্ট ঃ অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অবস্থা এই মুহূর্তে শোচনীয়। বন্যা পরিস্থিতির কারণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলে পরীক্ষা থাকায় জমা জলের মধ্যেই স্কুলে যেতে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার বন্যা কবলিত ঘাটাল পরিদর্শনে যান। শুভেন্দু তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' এই শব্দবন্ধটি রাজ্য সরকারের কাছে এক অসাধ্য পরিভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

Office of the PUNISOLE Gram Panchayat
PUNISOLE :: Onda :: Bankura
NIeT No:- 05/2025-26 Date:- 04.08.2025
E-tender are hereby invited by this office for total 2 (Two)Nos. different works. Last date of submission of Technical & Financial Bid- **18/08/2025 at 11.00 A.M**. Date of Opening of Bid(Technical & Financial)- **20/08/2025 From 01.00 P.M**. For viewing Tender:- Office Notice Board & website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender
Tender Ref: **(i) TAP/e-NIT-11/2025-26 DATE: 07-08-2025** BID SUB. CLOSING DT: **14-08-2025 AT 04:00 PM** Technical bid opening DT **18-08-2025 AT 11 AM**. Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of FIVE (05) No. works within Tapna Gram Panchayat, Howrah.
Details are available in **(http://wbtenders.gov.in&http://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following 05 nos. Development work within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2025_MAD_888427_1	08.08.2025	01.09.2025	03.09.2025
2.	2025_MAD_888427_2	08.08.2025	01.09.2025	03.09.2025
3.	2025_MAD_888427_3	08.08.2025	01.09.2025	03.09.2025
4.	2025_MAD_888427_4	08.08.2025	01.09.2025	03.09.2025
5.	2025_MAD_888427_5	08.08.2025	01.09.2025	03.09.2025

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in
Chairman
Tarakeswar Municipality

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO. LTD.
Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025
Phone : 8100465325,
E mail: khatodinv@gmail.com, Website : www.khatodinv.com
CIN : L65993WB1990PLC084695

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৫ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	০.০০	০.০০	০.০০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	(২.৯৪)	(১.৪১)	(১১.৫৮)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / বা অসাধারন আইটেমের পরে)	(২.৯৪)	(১.৪১)	(১১.৫৮)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারন আইটেম)	(২.৯৪)	(১.৪১)	(১১.৫৮)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	১১৫৭.২৪	১১৬১.৭৩	১৭০৫৫.২০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.২২	৩০০.২২	৩০০.২২
৭.	ইক্যুইটি প্রতি আয় শেয়ার (প্রতিটি১০ টাকা) (বার্ষিকী নয়) (আগের অসধারণ আইটেম) মূল	(০.১০)	(০.০৫)	(০.৩৯)
	মিশ্র	(০.১০)	(০.০৫)	(০.৩৯)
৮.	ইক্যুইটি প্রতি আয় শেয়ার (পরের অসাধারণ আইটেম) (প্রতিটি১০ টাকা) মূল	(০.১০)	(০.০৫)	(০.৩৯)
	মিশ্র	(০.১০)	(০.০৫)	(০.৩৯)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bfmind.com) এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /-
মণীষ পিঞ্চা
সার্বক্ষণিক পরিচালক
DIN:07143031

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭ আগস্ট ২০২৫

জে আর ডি ফিন্যান্স লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ১/১এ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, ৫ম তল, রুম নং.-৫জি, কলকাতা-৭০০০৭২
ইমেল আইডিঃ fin.jrd@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.jrdfinance.com
সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৯ডব্লুবি১৯৯৩পিএলসি০৫৮১০৭

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-এ প্রস্তাবিত সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, কোম্পানি সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং) সুবিধা প্রদান করছে। এই সভাটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ৩০শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা হবে।
কোম্পানিটি ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে নিবন্ধিত কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন, উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম আমাদের কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.jrdfinance.com-এ পাওয়া যাবে।
সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের (যার মধ্যে রিমোট ই-ভোটিং অন্তর্ভুক্ত) মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে কোম্পানি আনন্দিত। আইন এবং নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নরূপঃ-
(১) রিমোট ই-ভোটিং বুধবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে (সকাল ৯:০০টা) শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে (বিকাল ৫:০০টা) শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটদানের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং ২৯ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫:০০টা) এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যরা একবার কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করা যাবে না।
(২) কোম্পানির সদস্যরা, যাদের শেয়ার ধারণকারী, ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য একটি ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সমস্ত সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের সাথে পাঠানো হয়েছে।
(৩) কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপার / পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে এবং যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট / পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
(৪) যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদান করেছেন তারাও বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।
(৫) যে ব্যক্তির নাম ২৩শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে আমানতকারীদের দ্বারা রক্ষিত সদস্য বা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে, কেবলমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট / পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের অধিকারী হবেন।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evotingindia.com এর ডাউনলোড বিভাগে অথবা ইমেল helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন।
আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২৫ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

জে আর ডি ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(প্রিথা সিনহা পান্ডে)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৫

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/০৮/১, তারিখ ঃ ০৬.০৮.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩.০০টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.সং.-১। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-০৬-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** রোলিং স্টকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খড়গপুর ওয়ার্কশপের প্রোডাকশন শপের পরিকাঠামো সুবিধাবলির পরিবর্ধন ও আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৩৫,১২,০০৪.০৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৬৭,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। ক্র.সং.-২। **টেন্ডার সংখ্যাঃ ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-০৭-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ওয়াগন রিপেয়ার শপ, খড়গপুর ওয়ার্কশপের সিবিসি ওভারহলিং সেকশন এবং করোসন রিপেয়ার শপের আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৭,৭৩,১৩৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৯৫,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **খোলার তারিখ ঃ** ২৮.০৮.২০২৫ (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ১৪.০৮.২০২৫ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-493)**

লি অ্যান্ড নী সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
CIN: L70102WB1988PLC045587
রেজি. অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭
ইমেইল আইডিঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com
ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর প্রবিধান ২৯ এবং ৩৩ এর সাথে পঠিত প্রবিধান ৪৭ অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বুধবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ডে গ্রহণের জন্য।
বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক ফলাফলের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এও পাওয়া যাবে।

লি অ্যান্ড নী সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /- প্রীতিকা বাজোরিয়া
(কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৫

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল কর্মশালা, গোরখপুরের জন্য উপ-সিএমই / প্ল্যান্ট-এর জন্য এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে- নং- **১**-, ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নামঃ দরপত্র নং- '' 12-GKP-MWS-2025-26-1, গোরক্ষপুরের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে LHB হুইল সেটের আল্ট্রাসনিক পরীক্ষা, **আনুমানিক খরচ (টাকায়)ঃ** ২৯,৬২,০৮০.০০, **বকেয়া টাকা (টাকায়)ঃ** ৫৯,৩০০.০০, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ **১১.০০ পর্যন্ত, তারিখ- ২৯.০৮.২০২৫, দরপত্র ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য, **চুক্তির সময়কালঃ** ১২ মাস, **দ্রষ্টব্যঃ** উপরের দরপত্রের বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই সিএমই / প্ল্যান্ট, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরক্ষপুর
CPRO / Mech-53
''ট্রেনে অগ্নিদাহ্য জিনিসপত্র নিয়ে ভ্রমণ করবেন না''

পাবলিক নোটিশ
পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (Power of Attorney) হারানোর বিষয়ে
এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অ্যাক্সিস হাউস, ৭ম তলা, সি-২, ওয়াডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০০২৫, অনিন্দ্য সরকার (অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের কর্মী নম্বর - ৪৭৯), যিনি থাকেন "রূপয়ন", ফ্ল্যাট নং – বি২, এ/৯ নিউ রায়পুর রোড, গড়িয়া, কলকাতা – ৭০০০৮৪ -এর নামে একটি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ইস্যু করেছিল।
উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কার্যাবলিতে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।
উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আগস্ট ২০২৫ মাসে কোনো একসময়ে হারিয়ে গেছে। ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির কোনো অপব্যবহার ব্যাঙ্কের উপর বাধ্যতামূলক নয়।
যদি কারও কাছে উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি থাকে, তাহলে সেটি উপরের ঠিকানায় ব্যাঙ্কে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 1648/WS/SD **Dated-07/08/2025**
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT12/8e/25 and Tender Id No-2025_MAD_888332_1 to 3** for Supply & Installation 25 H.P. pump set & fidder pillar and supply 17.5 & 12.5 H.P.S.M. pump set at different area under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **26/08/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Water Body Rejuvenation of Kalabagan Charak Dighi Under AMRUT 2.0" vide Tender Id: **2025_MAD_888368_1**, Estimated Cost- **Rs.69,38,587.00** Submission end date- **23/08/2025** & "Supply of 70 watts LED out door street light fittings" vide Tender Id: **2025_MAD_888381_1**, Estimated Cost- Rs.9,91,200.00 Submission end date-**16/08/2025** Details information will be available from the website
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ৩০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ শনিবার দুপুর ১২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। (1ST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ে (OAVM) মাধ্যমে, সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর প্রযোজ্য বিধান এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ মে, ২০২৩ তারিখের সাথে পঠিত নিয়ম অনুসারে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকাভুক্তির নিয়মাবলী') যথাক্রমে জারি করেছে, যা সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 এবং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখের ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক যথাক্রমে ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে জারি করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ, নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ('আরটিএ') কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত।
৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.ntcind.com/annual-reports-and-annual-return/** এও পাওয়া যাবে। একই তথ্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড **('NSDL') www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন, বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমে **https://www.bseindia.com** এবং **https://www.cse-india.com** এও পাওয়া যাবে।
কোম্পানির আইনের ধারা ১০৮, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা (SS-2) এর সচিবালয় মান (SS-2) এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪৪ নং নিয়ম অনুসারে, সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি / ওভিএএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (**NSDL**) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ শনিবার ('কাট-অফ তারিখ') তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের ভোটদানের অধিকার থাকবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে নির্দিষ্ট তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে।
সদস্যরা ভিসি-র মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন এবং আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটদানের পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
রিমোট ই-ভোটিং বুধবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা (1ST) থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা (1ST) পর্যন্ত শেষ হবে। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর **NSDL** দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে। যারা **VC/OAVM** সুবিধার মাধ্যমে **AGM**-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা **AGM**-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। **AGM**-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও **VC/OAVM**-এর মাধ্যমে **AGM**-এ যোগদান / অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর এবং নির্ধারিত তারিখে শেয়ারধারী যেকোনো ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হন, তিনি **evoting@nsdl.com** অথবা **nichetechpl@nichetechpl.com** ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য **NSDL**- এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। সদস্যদের নোটিশে প্রদত্ত ই-ভোটিং এবং ভিসির মাধ্যমে এজিএমে যোগদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীন ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য মিসেস প্রাচী টোডি, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব (এসিএস নং. ৫৩০২২, সিপি নং. ২২৯৬৪) কে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং এই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি গৃহীত হয়েছে।
ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ এবং অন্যান্য যোগাযোগ সুবিধা পাঠানোর জন্য, যারা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে এবং বাস্তব আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির আরটিএ-তে লিখিতভাবে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ই- ভোটিংয়ের ফলাফল বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর তারিখে বা তার পরে অর্থাৎ শনিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য বিবরণ, যদি থাকে, কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ntcind.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি **https://www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com** এ তালিকাভুক্ত রয়েছে।
বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে **www.evoting.nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (**FAQ**) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখুন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-১০২০-৯৯০ এ যোগাযোগ করুন অথবা **evoting@nsdl.com** এ একটি অনুরোধ পাঠান অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার শ্রী অমিত বিশাল অথবা ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মহাত্রে-এর সাথে নির্ধারিত ইমেল আইডিঃ **amitv@nsdl.com** অথবা **pallavid@nsdl.com** অথবা টেলিফোন নম্বরঃ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এ যোগাযোগ করুন।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
তানিয়া বনসাল
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৮ আগস্ট, ২০২৫

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 11.09.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।
KOLKATA DISTRICT-BOW BAZAR-KOLKATA: 2649001012, 2649001016, 2649001017, 2649001054, 2649001079, 2649001087, 2649001188, 2649001199, 2649001245, 2649001275, 2649001291, 2649001294, 2649001298, 2649001313, 2649001328, 2649001344, 2649001381, 2649001387, 2649001393, 2649001405, 2649001416, 2649001435, 2649001487, 2649001501, 2649001519, 2649001556, 2649001565, 2649001589, 2649001591, 2649001593, 2649001595, 2649001613, 2649001617, 2649001631, 2649001634, 2649001637, 2649001640, 2649001653, 2649001654, 2649001666, 2649001669, 2649001677, 2649001691, 2649001699, 2649001725, 2649001730, 2649001747, 2649001748, 2649001749, 2649001767, 2649001769, 2649001775, 2649001780, 2649001792, 2649001799, 2649001814, 264900930, 264900962, 264900963, 264900973, 264900981, 264900985, 264900988, 264900995, 264900996. **LENIN SARANI:** 3967000042, 3967000047, 3967000048, 3967000084, 3967000111, 3967000136, 3967000137, 3967000139, 3967000140, 3967000142, 3967000160, 3967000165, 3967000186, 3967000193, 3967000209, 3967000216, 3967000222, 3967000234, 3967000254, 3967000257, 3967000260, 3967000278, 3967000283, 3967000290, 3967000295, 3967000299, 3967000305, 3967000328, 3967000333, 3967000335, 3967000342, 3967000354, 3967000362, 3967000370, 3967000385, 3967000401, 396701011, 396701012, 396701139, 396701147, 396701151, 396701178, 396701193, 396701194, 396701254, 396701256, 396701263, 396701264, 396701266. **SHYAM BAZAR:** 3968000597, 3968000602, 3968000918, 3968000919, 3968000946, 3968000947, 3968000958, 3968000959, 3968000976, 3968001034, 3968001039, 3968001053, 3968001057, 3968001067, 3968001078, 3968001179, 3968001193, 3968001195, 3968001219, 3968001243, 3968001253, 3968001254, 3968001288, 3968001293, 3968001307, 3968001381, 3968001397, 3968001450, 3968001481, 3968001482, 3968001484, 3968001485, 3968001505, 3968001512, 3968001520, 3968001541, 3968001552, 3968001588, 3968001591, 3968001594, 3968001619, 3968001642, 3968001659, 3968001728, 3968001742, 3968001748, 3968001760, 3968001766, 3968001774, 3968001777, 3968001780, 3968001809, 3968001813, 3968001814, 3968001815, 3968001830, 3968001839, 3968001841, 3968001854, 3968001867, 3968001873, 3968001894, 3968001897, 3968001903, 3968001915, 3968001952, 3968001966, 3968001970, 3968001971, 3968001976, 3968001978, 3968001980, 3968001999, 3968002043, 3968002045, 3968002049, 3968002055, 3968002080, 3968002102, 3968002106, 396800212, 3968002120, 3968002136, 3968002161, 3968002163, 3968002176, 3968002185, 3968002190, 3968002207, 3968002221, 3968002222, 3968002247, 3968002248, 3968002254, 3968002261, 3968002264, 3968002284, 3968002369, 3968002370, 3968002405, 396800293, 396800296, 396800304, 396800327, 396800331. **TOLLYGUNGE:** 3980001163, 3980001461, 3980001489, 3980001513, 3980001561, 3980001568, 3980001612, 3980001631, 3980001643, 3980001648, 3980001656, 3980001668, 3980001748, 3980001764, 3980001811, 3980001816, 3980001837, 3980001880, 3980001916, 3980001958, 3980001966, 3980001982, 3980001989, 3980002007, 3980002010, 3980002043, 3980002051, 3980002060, 3980002111, 3980002115, 3980002142, 3980002152, 3980002197, 3980002199, 3980002228, 3980002244, 3980002253, 3980002268, 3980002289, 3980002307, 3980002308, 3980002357, 3980002388, 3980002389, 3980002390, 3980002394, 3980002418, 3980002440, 3980002442, 3980002458, 3980002465, 3980002485, 3980002514, 3980002518, 3980002523, 3980002528, 3980002549, 3980002556, 3980002559, 3980002588, 3980002595, 3980002613, 3980002620, 3980002633, 3980002661, 3980002684, 3980002695, 3980002698, 398000532, 398000536, 398000537, 398000539. **BOW BAZAR-2:** 4449000256, 4449000261, 4449000268, 4449000331, 4449000349, 4449000355, 4449000357, 4449000411, 4449000417, 4449000422, 4449000427, 4449000478, 4449000479, 4449000519, 4449000523, 4449000525, 4449000531, 4449000539, 4449000560, 4449000565, 4449000570, 4449000599, 4449000620, 4449000637.
নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 24.09.2025 at 10.00 am at **SHYAM BAZAR:** First Floor, Na, 206, Apc Road, Shyambazar, Oppositecesc Office, Kolkata, West Bengal, 700004. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।
মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

দলীপ ট্রফিতে অধিনায়ক শুভমানেই ভরসা রাখল উত্তরাঞ্চল

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ জাতীয় দলের হয়ে অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক সিরিজে লেটার মার্কস নিয়েই পাশ করেছেন ভারতের বর্তমান লাল বলের অধিনায়ক শুভমান গিল। তাঁর নেতৃত্বে ২-২ ব্যবধানে সিরিজ ড্র করেছে টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়কের চাপ সামলে তিনি ব্যাট হাতেও সফল হয়েছেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে। সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড-ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী শুভমান গিল। এছাড়াও, বেশ কিছু পুরনো ব্যাটিং

রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। গিল পুরো সিরিজে ৭৫.৪০ গড়ে ৭৫৪ রান করেন। এই সময়ে তিনি চারটি সেঞ্চুরি এবং একটি ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকান। ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে পাঁচ টেস্ট ম্যাচের সিরিজে সর্বাধিক রান করার ক্ষেত্রে গিল সুনীল গাভাসকরকে ছাড়িয়ে যান গিল। গাভাসকর করেছিলেন ৭২৩ রান। পাশাপাশি শুভমান গিল এখন টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ রান করা দ্বিতীয় অধিনায়ক। বিশ্ব রেকর্ডটি রয়েছে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের নামে। অধিনায়ক হিসাবে পাঁচ টেস্ট ম্যাচের সিরিজে ব্র্যাডম্যান ৮১০ রান করেছিলেন। এবার অধিনায়ক শুভমানের উপর ভরসা দেখাল উত্তরাঞ্চল। আসন্ন দলীপ ট্রফির জন্য এই পাঞ্জাব পুত্তরকেই বেছে নিয়েছেন উত্তরাঞ্চলের নির্বাচকরা। জানা গিয়েছে ইংল্যান্ড সফরের সাফল্যের জন্যই শুভমানকে অধিনায়ক করা হয়েছে। এবারের দলীপ ট্রফি শুরু হবে ২৮ আগস্ট। উভয় সেমিফাইনাল হবে ৪ সেপ্টেম্বর, আর ফাইনাল হবে ১১ সেপ্টেম্বর। উত্তরাঞ্চল ছাড়া দলীপের বাকি দলগুলি হল- পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল. দক্ষিণাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

বিসিসিআই-এর আয়-ব্যয় নিয়ে তোলা যাবে না প্রশ্ন, জানিয়ে দিল ক্রীড়া মন্ত্রক

মুম্বই, ৭ আগস্টঃ কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের একটি সিদ্ধান্তে বড় স্বস্তি পেল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী নিশ্চিত করেছে যে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আসবে না। ক্রীড়া মন্ত্রক জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন বিল সংশোধন করেছে। সংশোধন অনুযায়ী, এখন কেবল সেইসব ক্রীড়া সংস্থাকেই আরটিআই-এর আওতায় আনা হয়েছে, যারা সরকারি অনুদান এবং সহায়তা গ্রহণ করে। এদিকে, বিসিসিআই ক্রীড়া মন্ত্রকের কাছ থেকে কোনও অনুদান নেয় না। তবে বিভিন্ন সংস্থা বহুবার বিসিসিআইকে তথ্য অধিকারের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে আসছে। ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ২৩ জুলাই লোকসভায় জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন বিল, ২০২৫ উত্থাপন করেন। এই বিলে খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন সংস্থা, জাতীয় ক্রীড়া বোর্ড, জাতীয় ক্রীড়া নির্বাচন প্যানেল এবং জাতীয় ক্রীড়া ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রয়েছে। সংসদে এই বিলটি জিপিসিতে পাঠানোর দাবিও উঠেছে। গত মাসে লোকসভায় পেশ করা বিলের ১৫(২) ধারায় বলা হয়েছে, যেকোনও স্বীকৃত ক্রীড়া সংস্থা তথ্য অধিকার (আরটিআই) আইন, ২০০৫-এর অধীনে একটি পাবলিক অথরিটি হিসাবে গণ্য হবে, এই আইনের অধীনে তার কার্যাবলী, কর্তব্য এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারিত করা হবে। পরিবর্তিত বিধানে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র সেই সংস্থাগুলিই আরটিআই-এর আওতায় আসবে, যারা সরকারের কাছ থেকে তহবিল বা সাহায্য গ্রহণ করে। এখন আরটিআই কেবলমাত্র সরকারি তহবিলে পরিচালিত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর অর্থ হল, বিসিসিআই আর আরটিআই-এর আওতায় আসবে না। ক্রীড় মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, সরকারি সাহায্য কেবল অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি কোনও ক্রীড়া সংস্থা ইভেন্ট আয়োজনের জন্য পরিকাঠামো বা অন্য কোনও সুযোগ-সুবিধা পায়, তাহলে আরটিআই-এর আওতায় আনা যেতে পারে। সরকার এর আগেও বিসিসিআইকে আরটিআই-এর আওতায় আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিসিসিআই-এর জন্য এটি সবসময়ই একটি জটিল বিষয়। বোর্ড ধারাবাহিকভাবে নিজেদের আরটিআই-এর আওতায় আনার বিরোধিতা করে আসছে। কারণ বোর্ড অন্যান্য জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের মতো সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়। বিলের সংশোধনী এই নিয়ে বিসিসিআইয়ের আশঙ্কার অবসান ঘটিয়েছে।

আইএসএল হবেই, তবে তার আগে সুপার কাপ

প্রতিশ্রুতি এআইএফএফ সভাপতির

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান চিত্র ক্রমশই উদ্বেগজনক। মাস্টার রাইটস অ্যাগ্রিমেন্ট নবীকরণ নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ান সুপার লিগের আয়োজক সংস্থা ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে দেশের সর্বোচ্চ স্তরের পেশাদার লিগ। সেই সংকট কাটাতে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার (৭আগস্ট) দিল্লিতে আয়োজিত হল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত আইএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিনিধিরা। এদিনের বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়ে দেন, ''চলতি মরসুমে সুপার কাপ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হতে পারে। লিগ হোক বা অন্য কোনও নাম, কিন্তু শীর্ষস্তরের জাতীয় লিগ অবশ্যই হবে। ফুটবল বন্ধ হবে না।'' এই ঘোষণার পর সব দলের সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটেতে শুরু করেছে। তবে এও স্পষ্ট যে, মাস্টার রাইটস অ্যাগ্রিমেন্টের মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি বছরের ডিসেম্বরেই। এখনো পর্যন্ত এফএসডিএল ও এআইএফএফ-এর মধ্যে চুক্তি নবীকরণের কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। ফলে অনিশ্চয়তা রয়েই যাচ্ছে। কিন্তু এদিনের আলোচনায় ক্লাবগুলির তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, তারা শুধুমাত্র তখনই সুপার কাপে অংশ নেবে। যদি ফেডারেশন নিশ্চিত করে যে এই মরসুমে একটি শীর্ষস্থানীয় লিগ হবে। সেক্ষেত্রে সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থার আশ্বাসের পরেই ক্লাবগুলি আপাতত সুপার কাপে অংশ নিতে রাজি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির জেরে বেশ কিছু আইএসএল ক্লাব ইতিমধ্যেই খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের বেতন বন্ধ করেছে। তার মধ্যে চেন্নাইয়ান এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি এবং ওড়িশা এফসি ক্লাবগুলির এই কঠোর পদক্ষেপে হতাশা তৈরি হলেও, কল্যাণ চৌবের মন্তব্যে বিতর্কের সুর স্পষ্ট। তিনি বলেন, ''এটা সম্পূর্ণ ক্লাবের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, তারা কীভাবে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিচালনা করবে। বিশ্বের যেকোনও পেশাদার লিগেও এমন পরিস্থিতি দেখা যায়। ফেডারেশন এই বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারে না।'' তবে ফুটবল মহলের একাংশ এই মন্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল বলেই মনে করছে। বিশেষত যখন ফেডারেশনকেই দেশের শীর্ষ ফুটবল লিগের কাঠামো ও কার্যকলাপের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব নিতে হয়, তখন এই ধরনের নিরপেক্ষ অবস্থান নৈতিকভাবে প্রশ্নের মুখে।

ফেডারেশনের এক কর্তার বিরুদ্ধে লিঙ্গ বৈষম্যের অভিযোগ লভলিনার!

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্টঃ এর আগে অলিম্পিক্সে পদকজয়ী কুস্তিগীররা ভারতীয় রেসলিং ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই বিরোধ দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। যার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে। এবার ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুললেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী বক্সার। টোকিও অলিম্পিক্স গেমসে ভারতের হয়ে বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন অসমের বক্সার লভলিনা বরগোঁহাই। তিনি ভারতীয় বক্সিং ফেডারেশনের (বিএফআই) নির্বাহী পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অরুণ মালিকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন। লভলিনার অভিযোগ, অরুণ মালিক তাঁর সঙ্গে অবমাননাকর এবং লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। ২৭ বছর বয়সি এই বক্সার ২ পৃষ্ঠার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এতে লেখা আছে, '৮ জুলাই জুম বৈঠকে কর্নেল মালিক আমার সঙ্গে অপমানজনক এবং অসম্মানজনক আচরণ করেছেন।' সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা

গিয়েছে, ইতিমধ্যে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এই অভিযোগগুলির তদন্ত শুরু করেছে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে রয়েছেন টপসের সিইও নচত্তর সিং জোহাল, প্রাক্তন টেবল টেনিস খেলোয়াড় শর কমল এবং একজন মহিলা আইনজীবী। লভলিনা ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য, সাই ডিজি টপস, আইওএ এবং বক্সিং ফেডারেশনের কাছে ২ পৃষ্ঠার একটি অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'জুম মিটিংয়ের পর আমি গভীরভাবে আহত, দুঃখিত এবং হতাশ বোধ করছিলাম। আমি ভাবতে শুরু করলাম, আমরা মহিলা ক্রীড়াবিদরা কি সত্যিই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হই? আমি এই চিঠিটি কেবল একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে লিখছি না, বরং একজন মহিলা হিসাবে লিখছি, যিনি বছরের পর বছর ধরে বক্সিং রিংয়ে দেশের আশা বহন করে চলেছেন। ৮ জুলাই, বিএফআই এবং টপসের মধ্যে একটি বৈঠকে কর্নেল মালিক আমার দিকে চিৎকার করে বলেন, চুপ থাক, মাথা নিচু করে থাক। আমাকে তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাঁর আচরণ কেবল অসম্মানজনকই ছিল না, বরং বৈষম্যমূলক এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার প্রদর্শনও ছিল।' লভলিনার অভিযোগের পরিপ্রক্ষিতে কর্নেল অরুণ মালিক সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ''আমার মানহানি করা হচ্ছে।''

কার কথায় গোয়ায় খেলার সিদ্ধান্ত বদলে আবার মুম্বইয়ে যশস্বী জয়সওয়াল?

মুম্বই, ৭ আগস্টঃ ঝামেলা কার সঙ্গে হয়েছিল, তা গোপনই রেখেছেন। তবে মুম্বই টিম ছেড়ে রঞ্জি খেলার জন্য গোয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত যে নিয়েছিলেন, তা ক্রিকেট মহল জানে। সেই সিদ্ধান্ত আবার বদলেও ফেলেছেন। গোয়া নয়, ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের হয়েই খেলতে দেখা যাবে যশস্বী জয়সওয়ালকে। কেন সিদ্ধান্ত নিয়েও আবার বদলেছেন যশস্বী? এর পিছনের গল্প এতদিনে জানা

গেল। সদ্য ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলে দেড় মাস পর দেশে ফিরেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। তারই মধ্যে যশস্বীর সিদ্ধান্ত বদলের পিছনে কে, তা ফাঁস করে দিলেন মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা। রোহিত শর্মার জন্যই গোয়ার বদলে মুম্বইয়ের খেলার সিদ্ধান্ত নেন যশস্বী। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট অজিঙ্ক নায়েক বলেছেন, ''রোহিতই কেরিয়ারের এই সময়টাতে মুম্বইয়ের হয়ে খেলার জন্য বলেছিল যশস্বীকে। রোহিতই ওকে বোঝায়, মুম্বইয়ের মতো টিমের হয়ে খেলা বিরাট সম্মানের ব্যাপার। ৪২বার রঞ্জিজয়ী টিম। একই সঙ্গে ওকে বলেছিল, এটা যেন ভুলে না যায়, এই মুম্বইয়ের হয়ে খেলেই উত্থান হয়েছে যশস্বীর। ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে। নিজের প্রতিভা তুলে ধরতে পেরেছে। সেই কারণে ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'' রোহিতের সঙ্গে কথা বলার পরই যশস্বী নিজের ভুল বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। অজিঙ্কের কথায়, ''রোহিতের সঙ্গে কথা বলার পর যশস্বী মুম্বই ক্রিকেটের আরও কয়েকজন নামী প্লেয়ারের সঙ্গে কথা বলেছিল। তারপরই সিদ্ধান্ত নেয়, গোয়া নয়, মুম্বইয়ের হয়েই খেলবে। এনওসি প্রত্যাহারের আবেদন জানায়।'' উত্তরপ্রদেশের সুরিয়াওয়ানের ছেলে হলেও খুব অল্প বয়সেই মুম্বই চলে যান যশস্বী। সেখানেই শুরু করেন তাঁর খেলা। প্রতিভাবান ছেলেকে চিনতে দেরি হয়নি। মুম্বইয়ের বয়সভিত্তিক দলে সুযোগও পেয়ে যান। ২০১৯ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হয় যশস্বীর। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি যশস্বীকে।

ভারত নয় এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াল পাকিস্তান, ভাগ্য খুলল বাংলাদেশের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ হকি প্রতিযোগিতা এশিয়া কাপে দেখা যাবে না চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে। ভারত সরকারের ভিসা অনুমোদনের পরেও, রাজনৈতিক কারণে এবং সাম্প্রতিক পহেলগাঁও হামলার আবহে শেষ মুহূর্তে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। পাকিস্তানের এই সরে দাঁড়ানোয় ভাগ্য খুলল বাংলাদেশের, যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য। ভারতের হকি সংস্থা 'হকি ইন্ডিয়া'র শীর্ষকর্তা এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পাকিস্তান সরকার এবং হকি ফেডারেশন যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা ভারতের মাটিতে এশিয়া কাপ হকিতে দল পাঠাবে না। যদিও ভারত সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে, পাকিস্তান দলের জন্য ভিসা দিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তবুও, পাকিস্তান প্রশাসন এবং ক্রীড়া সংস্থার সম্মিলিত সিদ্ধান্তে বাতিল হয়ে গেল পাকিস্তানের অংশগ্রহণ। উল্লেখ্য, ২৭ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিহারের রাজগীর শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ হকির ১২তম সংস্করণ। এই টুর্নামেন্টটি শুধু এশিয়ার হকি প্রতিযোগিতার মর্যাদার জায়গা নয়, বরং এটি ২০২৬ সালে নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য হকি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন হিসেবেও কাজ করবে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে সংশয় ছিল। পহেলগাঁও হামলার পর পাক খেলোয়াড়দের জন্য ভিসা মিলবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কিন্তু ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিসা মঞ্জুর করে। তারপরও পাকিস্তান নিজেরাই পিছু হটেছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের পরিবর্তে এশিয়া কাপ হকিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশকে। দীর্ঘদিন পর এই গুরুত্বপূর্ণ আসরে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ জাতীয় হকি দল। এটি বাংলাদেশের জন্য যেমন গর্বের, তেমনি চ্যালেঞ্জিংও বটে। হকি বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় খেলা হলেও, আন্তর্জাতিক পরিসরে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। এশিয়া কাপে সুযোগ পেয়ে তাই নিজেদের প্রমাণ করার সুবর্ণ সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশের হকি দল। এই টুর্নামেন্টে ভারতের পাশাপাশি অংশ নেবে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, মালয়েশিয়া, ওমান, চাইনিজ তাইপে এবং এখন বাংলাদেশ। শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে প্রস্তুত বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা। অন্যদিকে, চলতি বছরের শেষে ২৮

নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চেন্নাই এবং মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত হবে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। সেখানেও পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানো এশিয়া হকির জন্য যেমন দুঃখজনক, তেমনি বাংলাদেশ হকির জন্য এটি হতে পারে নতুন উত্থানের সূচনা। এখন দেখার বিষয়, এই সুযোগকে বাংলাদেশ কতটা কাজে লাগাতে পারে।

বন্ধু সুয়ারেজ ও 'দেহরক্ষী' দি পলে কোয়ার্টার ফাইনালে মেসির মায়ামি

চোটের কারণে আপাতত মাঠে নামার উপায় নেই। তবে গ্যালারিতে পরিবারসহ প্রাণবন্ত উপস্থিতি দেখা গেল লিওনেল মেসির। জ্বলে উঠলেন লুইস সুয়ারেজ, নতুন দলে প্রথম গোলের স্বাদ পেলেন রদ্রিগো দে পল। দলের প্রাণভ্রোমরাকে ছাড়া খেলতে নেমে দারুণ জয়ে ইন্টার মায়ামি পৌঁছে গেল কোয়ার্টার-ফাইনালে।

ফ্লোরিডা, ৭ আগস্টঃ পরনে গাঢ় রঙের শার্ট ও শর্টস। চোখ দুটো মাঠে আটকে। সেখানে খেলায় ব্যস্ত তাঁর ক্লাব-সতীর্থরা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তাঁর বেশ কাছের মানুষ। একজন তো সেই বার্সেলোনার দিনগুলো থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আরেকজন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সমর্থকদের কাছে তাঁর 'দেহরক্ষী' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। লিওনেল মেসির অনুপস্থিতিতে তাঁর বন্ধু ও দেহরক্ষীর ওপর বিশেষ দায়িত্ব চেপেছিল- মেক্সিকান ক্লাব পুমাস ইউএনএএমের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামিকে জেতাতে হবে। বন্ধু কথা রেখেছেন এবং দেহরক্ষীও তাঁর দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করেছেন। সে জন্যই সম্ভবত গ্যালারিতে বেশ খোশমেজাজে ছিলেন মেসি। চেজ স্টেডিয়ামে আজ ভারতীয় সময় সকালে লিগস কাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের চূড়ান্ত ম্যাচে পুমাসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির হয়ে প্রথম গোল করেন মেসির 'দেহরক্ষী' রদ্রিগো দি পল। আর তাঁর বন্ধু

সুয়ারেজ গোল করেন পেনাল্টি থেকে, সেটাও চোখজুড়ানো 'পানেনকা' শটে। গত শনিবার নেকাক্সার বিপক্ষে চোট পাওয়ায় আজ মেসি খেলতে পারেননি। তবে গ্যালারি থেকে ম্যাচটা দেখেছেন। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির অনুপস্থিতিতে তাঁর দারুণ এক রেকর্ড ধরে রাখলেন কাছের মানুষেরাই- কোনো টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকে মেসিকে কখনোই বাদ পড়তে হয়নি। যদিও আজ ম্যাচের ৩৪ মিনিটে জর্জ রুভালকাবার গোলে পুমাস এগিয়ে যায়। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে সুয়ারেজের পাস বুক দিয়ে নামিয়ে দারুণ প্লেসিং শটে গোল করেন দি পল। শুধু মায়ামির হয়ে প্রথম গোল নয়, চলতি বছরে এটা আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারেরও প্রথম গোল। সমতায় ফেরা মায়ামিকে ৫৯

মিনিটে এগিয়ে দেন সুয়ারেজ। পুমাসের ডিফেন্ডার হোসে কাইসেদো বক্সে হ্যান্ডবল করায় পেনাল্টি পায় মায়ামি। স্পটকিক থেকে ঠান্ডা মাথায় 'পানেনকা' শটে গোল করেন উরুগুইয়ান তারকা। ৬৯ মিনিটে মায়ামির আর্জেন্টাইন উইঙ্গার তাদেও আলেন্দের গোলের উৎসও সুয়ারেজ। এই ম্যাচের আগে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো জানতেন, জয় পেলেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে তাঁর দল। মেসির অনুপস্থিতিতে এ ম্যাচে সেই লক্ষ্য পূরণ নিয়ে মাচেরানোর একটু দুশ্চিন্তায় ভোগা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সুয়ারেজ ও দি পল মিলে মেসির অভাব বুঝতে দেননি। মেজর লিগ সকার (এমএলএস) থেকে প্রথম দল হিসেবে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ইন্টার মায়ামি। গ্রুপ পর্বে ৩ ম্যাচের সবকটিতে জিতেছে মায়ামি। সেই হিসেবে দলটির পয়েন্ট হওয়ার কথা ৯ কিন্তু তাদের পয়েন্ট ৮। কারণ, দুটি ম্যাচ ৯০ মিনিটের মধ্যে জিতলেও অন্যটি তারা জিতেছিল টাইব্রেকারে। লিগস কাপের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো দল পেনাল্টি শুট আউটে জিতলে ২ পয়েন্ট পায়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com